রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ৮ আষাঢ় – ১৪ আষাঢ়, ১৪২৫ ঃ ২৩ জুন – ২৯ জুন, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 35, 23 June - 29 June, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

আপনি কি পাইলস্ - এ ভুগছেন ?
মাত্র ১০ দিনে মুক্তি লাভ বিনা অপারেশনে
ব্যবহার করুন ১০০% ন্যাচারাল & অয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট
CURE PILES
সম্পুর্ন পরামর্শ ও পরিকল্পনা দ্বারা মাত্র ১০ দিনে ১০ টি ক্যাপসুলেই সম্ভব।
বিফলে ১০০% মুল্য ফেরত।
Product Order :- 9073733939
For Attractive Distributorship Offer : 9073735959 *T & C Apply

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ খুনে পরশুরামকেই দোষী

সাব্যস্ত করল কর্নাটক পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। গোবিন্দ পানসারে এবং এম এম কলবুর্গি খুনেও একই অস্ত্র ব্যবহার হয়েছিল বলে জানিয়েছেন এক কর্তা।

রবিবার : কাশ্মীরে সাংবাদিক সুজাত বুখারি ও সেনা জওয়ান ঔরঙ্গজেবের খুন নাড়িয়ে দিয়েছে

দেশকে। ৭২ ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে তিনি ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন সেনাকর্মী ঔরঙ্গজেবের বাবা। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এখনই অভিযান শুরু করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার : একদিকে বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরোধিতা অন্যদিকে লো ভোল্টেজ ও পর্যাপ্ত বিদ্যুতের

দাবিতে বিক্ষোভ ভাঙড়ে। আন্দোলনকারীদের দাবি ইচ্ছা করে ট্রান্সফরমার না বসিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরোধী ভাঙড়বাসীর উপর।

মঙ্গলবার : ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পার্সোনালিটি টেস্টের তালিকা বদল ও এক পরীক্ষার্থীকে অনৈতিকভাবে পাশ

করিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আছড়ে পড়ল পিএসসির দফতরে। সভাপতির অপসারণ দাবি করেছেন তারা।

বুধবার : রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পাওনা ডিএ ও পে কমিশন নিয়ে টানাপোড়েন চলছেই। হাইকোর্টে মামলাও চলছে ডি–

এর অধিকার নিয়ে। তার মধ্যে নজিরবিহীন ভাবে ৬ মাস আগে ১৮ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করল রাজ্য সরকার।

বৃহস্পতিবার : সারদা–নারদ তদন্তের অগ্রগতি দেখতে রাজ্যে এসেছেন সিবিআইয়ের বিশেষ

অধিকর্তা রাকেশ আস্থানা। বৈঠকের পর তিনি ক্ষুব্ধ তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের উপর।

শুক্রবার : এবারেও মহা সমারোহে পালিত হল বিশ্ব যোগ দিবস। সবচেয়ে বড় জমায়েত

ঘটেছে রাজস্থানে। পশ্চিমবঙ্গেও যোগ দিবস পালিত হয়েছে দ্বিধা–দ্বন্দ্বের মধ্যে। এ রাজ্যে যোগ দিবস রাজনীতির আঙিনায় কলুষিত।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

মূলে আঘাত! ক্ষিপ্ত নেত্রী

পার্থসারথি গুহ

সংগঠন বা দলকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে ক্ষমতা দীর্ঘদিন ধরে রাখা খুব সহজ। কিন্তু পরিবারতন্ত্রের মাধ্যমে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যদি লালিত পালিত হতে থাকে তাহলে ক্ষমতার শিকড় উপড়ে যেতে বাধ্য। এই পরিবারতন্ত্রের ছায়া এখন স্বমহিমায় বিরাজ করছে রাজ্যের শাসক তৃণমূলের অভ্যন্তরেও। সেটা যে দলীয় নেতৃত্বে বুঝতে পারছে না তা নয়। দলনেত্রী সেজন্য পই পই করে বারণ করছেন মূল দলের সঙ্গে যুব দলের সংঘাত বন্ধ করতে। কিন্তু কোথায় কী সংঘাত কমার বদলে আরও বেড়েই চলেছে। যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী মুখ্যমন্ত্রী প্রোজেক্ট করা হচ্ছে সেই যুবরাজের অনুগামীদের সঙ্গেই দলের সিনিয়র নেতৃত্বের ঝামেলা বাধছে। ছোটখাটো কোনও ঝামেলা নয়, একেবারে বড় আকারের মারদাঙ্গা বা রক্তারক্তিতে পরিণত হচ্ছে এই লড়াই–সংঘর্ষ। তাই ভরপুর ক্ষমতার আস্বাদনের মাঝেও অন্তর্দলীয় আকচাআকচি মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কে বলতে পারে গোষ্ঠীবাজির এই একফালি ছোট মেঘ আগামীতে বড় আকার ধারন করে পুরো দলটাকেই ভাসিয়ে দিল। রাজনৈতিকভাবে পরিপক্কতা লাভ করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছেন এর বিপদের কথা। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কর্ণধার কী আদৌ সেই বিপদের কথা মালুম করছেন? মনে হয় না। তিনি যদি রোমান সম্রাট নিরোর মতো বেহালা বাজাতে ব্যস্ত থাকেন তবে সাধের এই সাম্রাজ্য কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়তে সময় নেবে না।

ভরা বাম জমানায় সিপিএমের একটা দেওয়াল লেখন অলি–গলি থেকে বড় রাস্তা সর্বত্র চোখে পড়ত। 'বন্ধুর চেয়ে পার্টি বড়'। যে কোনও নির্বাচন, পার্টির সাংগঠনিক কর্মসূচি ইত্যাদির আগে কমরেডরা অতি যত্নে এই 'মহান' আপ্তবাক্যটি প্রয়োগে দেওয়াল রঙিন করে তুলতেন। রাজনৈতিকভাবে অতি ধুরন্ধর কমিউনিস্টরা জানতেন কিছু কাজ বা উন্নয়ন না করেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে গেলে দলীয় একতা ভীষণ জরুরি। আর সেই সবজান্তা ক্যাডারকূলকে ধরে রাখতে মোক্ষম বাণী হয়ে উঠেছিল উপরোক্ত এই স্লোগানটি। সে যতই মহৎ ব্যক্তির মুখ নিঃসৃত বাণী হোক না কেন, রাজ্যের তৎকালীন শাসক দল একে ক্ষমতায় থাকার চাবিকাঠি বানিয়ে ফেলেছিল। অথচ দক্ষিণপন্থী দলগুলি এই জায়গাতেই চরম ব্যর্থ। তাঁদের পথের কাঁটা হয়ে উঠছে পরিবারতন্ত্র নামক এক চিরাচরিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

এরপর পাঁচের পাতায়

যুবকে ধমক মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের কোর কমিটির সভায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুব সংগঠনকে কার্যত ধমক দিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের আওতায় যেসব শাখা সংগঠন আছে এবং সর্বোপরি তিনি এই যে দলের এখনও ''শেষ কথা'' তা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। পাশাপাশি কোনও সমান্তরাল সংগঠনকে তিনি যে বরদাস্ত করবেন না তা পরিষ্কার জানিয়ে দেন। তিনি সভায় বলেন, ''যুব সংগঠন দলের থেকে বড় নয়। এটা ভুলে যাবেন না।'' সভাস্থলে তখন চাপা গুঞ্জন শুরু হয়। অনেকেই ভাবতে থাকেন, তাহলে নেত্রী কি তাঁর ভাইপো সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে একথা বললেন? যদিও অবশ্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সভায় এদিন উপস্থিত ছিলেন না। চোখের চিকিৎসার কারণে সভায় আসতে পারেন নি। যুব সংগঠনের জেলার সভাপতিদের দাঁড় করিয়ে, মমতা প্রশ্ন করেন, তোমরা জেলা নেতৃত্বকে মানো, না মানো না?

এরপর পাঁচের পাতায়

কিডনি বিক্রি গ্রেপ্তার এক

অভীক মিত্র : কাজ দেওয়ার নাম করে কাশ্মীর নিয়ে গিয়ে ২১ লক্ষ টাকায় মাড়গ্রাম থানার বিষ্ণুপুর গ্রামের তিন যুবকের কিডনি বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো গ্রামেরই তিনজনের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, কয়েকবছর আগে বিষ্ণুপুর গ্রামের নারায়ণ মেহেনা,নব দলুই,মানিক ধীবরকে কাজ দেওয়ার নাম করে কাশ্মীর নিয়ে গিয়েছিলো গ্রামেরই ঠিকাদার সিরাজুল খান,তার ভাই মধু খান এবং মালদহের মোক্তার শেখ। পরে গ্রামে সিরাজুলরা ফিরে আসে। কিন্তু গ্রামে ফেরে নি নারায়ণ,নব,মানিকরা। সম্প্রতি বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নন্দদুলাল দাসকে ডাকযোগে চিঠি পাঠান কাশ্মীর পুরামেড সেক্টরে কর্মরত বাঙালি সৈনিক সুবেদার প্রকাশ মন্ডল। সেই চিঠি বিষ্ণুপুর প্রধানের কাছে আসার পরেই শুরু হয়েছে আতঙ্ক। চিঠিতে লেখা আছে – শ্রীনগরের খান বাজার এলাকায় ভিক্ষা করার সময় নারায়ণ,লব,মানিকের সঙ্গে পরিচয় হয় প্রকাশের। তারাই প্রকাশকে বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে

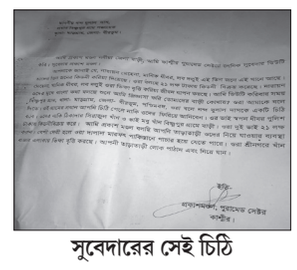

সুবেদারের সেই চিঠি

চিঠি লিখে দিতে বলেছেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করেন প্রকাশ। ২১ লক্ষ টাকায় তাদের কিডনি বিক্রি করে দেয় সিরাজুলরা। বেশি দেরি হলে ওই তিনজন পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেতে পারে বলে চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ওই সুবেদার। যা ঘিরে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। মাড়গ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সিরাজুল খানকে গ্রেপ্তার করেছে। সিরাজুলকে ১৫ই জুন রামপুরহাট আদালত সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অ্যাম্বুলেন্স হয়রানি রোগীর পরিজনদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাত শিশু ও মা কিংবা অন্যান্য রোগীদের অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়ি ফেরার ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিদিন নরক যন্ত্রণার শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। অভিযোগের আঙুল দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে থাকা কিছু স্বার্থান্বেষী অ্যাম্বুলেন্স চালক ও মাতৃযান চালকদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে যাওয়া সদ্যোজাত ও মায়েদের দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়।এছাড়াও এক–একটি অ্যাম্বুলেন্সে একাধিক সদ্যোজাত শিশু,মা, এবং রোগীর পরিজনকে গাদাগাদি করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই সমস্ত অ্যাম্বুলেন্স চালকদের বিরুদ্ধে।অনেক সময় যেখানে সদ্যজাত শিশু ও মাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসার কথা,সেখানে মাঝপথেই অ্যাম্বুলেন্স চালকরা তাদের নামিয়ে দিয়ে চলে আসে বলেও অভিযোগ।এ বিষয়ে হাসপাতাল সুপারকে একাধিকবার অভিযোগ করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। বরং এমন দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে।

দিনের পর দিন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের কয়েকজন অ্যাম্বুলেন্স চালকের দৌরাত্ম্যে কার্যত প্রাণ ওষ্ঠাগত সদ্যোজাত ও তার পরিজনদের। সদ্যোজাত শিশু ও তার মাকে হাসপাতাল থেকে দীর্ঘক্ষণ ছুটি দিয়ে দেওয়া হলেও তাদের বাড়ি ফেরার জন্য নিশ্চয়যান চালকরা একই গাড়িতে আরও রোগীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ ওই সদ্যোজাতদের প্রখর দাবদাহ ও গরমের মধ্যে বসিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে বারে বারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোন সুরাহা হয়নি বলেই অভিযোগ তুলেছেন এই সমস্ত সদ্যোজাতদের দায়িত্বে থাকা আশা কর্মীরা। যদিও একটি অ্যাম্বুলেন্সে একজন সদ্যজাত শিশু, মা ও দুজন পরিবারের লোককেই নিয়ে যাওয়ার নিয়ম রয়েছে। এবং তার জন্য হাসপাতাল থেকে ওই সমস্ত নিশ্চয়যান চালকদের সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী পেমেন্ট দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়তি লাভের আশায় অ্যাম্বুলেন্স চালকরা একটি অ্যাম্বুলেন্সে একাধিক সদ্যোজাত ও তাদের পরিবারের সদস্যদের গাদাগাদি করে নিয়ে যাওয়ায় নরক যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন ওই সমস্ত মানুষজন। এখানেই শেষ নয়। এছাড়াও সদ্যোজাত,মা,রোগীর পরিজনদের কে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে না দিয়ে মাঝ রাস্তায় নামিয়ে দেওয়ারও একাধিক ঘটনাও ঘটে চলেছে। বেশ কিছু রোগীর পরিবারের অভিযোগ, এই ঘটনায় প্রত্যক্ষ ভাবে হাসপাতাল সুপার জড়িত আছে। তা না হলে অ্যাম্বুলেন্স চালকদের দৌরাত্ম্য হয় কিভাবে। এ বিষয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল সুপার অর্ঘ্য চৌধুরীর সাথে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি উত্তেজিত ভাবে বলেন, আমি সংবাদ মাধ্যমের সাথে কোন কথা বলতে রাজি নই।

উদ্ধার হল ট্রলার ও ৩টি দেহ

মেহেবুব গাজী : অবশেষে উদ্ধার হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের কেঁদো দ্বীপের কাছে বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া ট্রলার। একইসঙ্গে ট্রলার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৩ জন মৎস্যজীবীর পচাগলা দেহ। বৃহস্পতিবার মাঝরাতে উদ্ধার হওয়া ট্রলারটিকে নামখানা খেয়াঘাটে আনা হয়।

উল্লেখ্য, গত ১৩ জুন বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ঝড়ো হাওয়ায় ডুবে গিয়েছিল এফ বি কন্যামাতা নামক একটি ট্রলার। ট্রলারটিতে মোট ১৬ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। ওই সময় আশেপাশের ট্রলারগুলি ৬ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করলেও, ১০ জন নিখোঁজ ছিলেন। এখনও পর্যন্ত ৭ জন নিখোঁজ। ৩ মৎস্যজীবীকেই শেষ পর্যন্ত সনাক্তকরণ করা সম্ভব হয়েছে। মৃত মৎস্যজীবীরা হলেন, প্রসেনজিৎ দাস (১৯), বাড়ি হরিপুর কোলে পাড়া, ঝন্টু বিশ্বাস (২৭), বাড়ি পশ্চিম গঙ্গাধরপুর, মদন দাস (৬৪), বাড়ি মাইতির চক্। শুক্রবার প্রসেনজিতের দেহ সনাক্তকরণ করেন তার মা ও দাদা। প্রসেনজিতের দাদা খোকন দাস জানান, ডুবে যাওয়া এফ বি কন্যামাতা ট্রলারে তার দু'ভাই গিয়েছিল। প্রসেনজিৎ ছোট ভাই। ট্রলারে যাওয়ার দিন মা তাকে একটি হাতের বালা দিয়েছিলেন। হাতের সেই বালা ও লাল রংয়ের গেঞ্জি দেখে প্রসেনজিতের দেহ সনাক্তকরণ করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে ঝন্টু বিশ্বাসের গলার একটি মালা ও মদন দাসের দাঁত দেখে, তাঁদের পরিবারের লোকজনেরা দেহ সনাক্তকরণ করেন।

পার্কিং পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে জেরবার কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার ঐতিহ্যবাহী নিউ মার্কেটের মূল ফটকের সম্মুখভাগের আঙিনায় মহানাগরিক বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের আমলে একটি ভূগর্ভস্থ 'কার পার্কিং' সেন্টার গড়ে ওঠে। ২০০৭ সালের ২০ এপ্রিল এটির উদ্বোধন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রায় বছরখানেক আগে ওই কার–পার্কিং সেন্টারে এক অগ্নিকান্ডের পর থেকে সেটি নানান কারণবশত এখনও বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলস্বরূপ, ওই মার্কেটে পরম্পরায় নানা দ্রব্য কেনাকাটি করতে আসা অসংখ্য ক্রেতাদের গাড়ি মার্কেট সংলগ্ন অঞ্চলে কিছু সময়ের জন্য স্ট্যান্ড করে রাখার সুষ্ঠু জায়গা না পাওয়ায় সেখান থেকে বহুদূরে গাড়ি পার্ক করে হেঁটে মার্কেটে আসতে হচ্ছে। ফলস্বরূপ, এই স্বনামধন্য মার্কেটে বড়ো ক্রেতাদের আনাগোনা নিত্যদিন কমতে শুরু করেছে। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের দাবি নিউ মার্কেটের সুদিন অস্তমিত।

এই সংকটজনক অবস্থায় ওই কার–পার্কিং সেন্টারের অভিভাবক কলকাতা পুরসংস্থার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের বক্তব্য, ইতিমধ্যেই অগ্নি–নির্বাপণ দফতরের আধিকারিকরা ওই পার্কিং সেন্টার ইন্সপেকশন করেছেন। তারা যে সমস্ত কাজ ওই পার্কিং সেন্টারে করতে বলেছেন, সে কাজ গুলি না করলে অগ্নি–নির্বাপণ দফতর 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' দেবেন না। আর অগ্নি নির্বাপক দফতর 'এনওসি' না দিলে ওই জতুগৃহে কলকাতা পুর প্রশাসন 'কার–পার্কিং'এর অনুমোদন দিতে পারে না। মেয়র পারিষদ দেবাশিসবাবু আরও বলেন, ঘটনাটি হল আমাদের পূর্বতন বাম পুর বোর্ড তাড়াহুড়ো

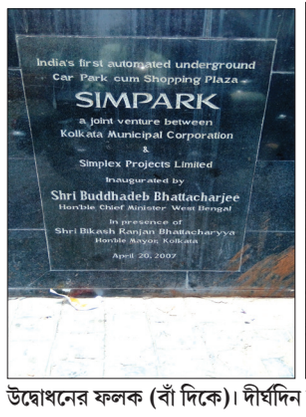

উদ্বোধনের ফলক (বাঁ দিকে)। দীর্ঘদিন বন্ধ ভূগর্ভস্থ পার্কিং প্লাজার গেট (ডান দিকে)। –নিজস্ব চিত্র

করতে গিয়ে এমন বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিল, যে কিছুতেই অগ্নি নির্বাপণ দফতরের 'ন্যর্মস' মেনে এই পার্কিং সেন্টার তৈরি হয়নি। আর সেই দায়দায়িত্ব বর্তমান তৃণমূল পুর বোর্ডের ওপর এসে পড়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান তৃণমূল পুর বোর্ড চেষ্টা করছে, অগ্নি–নির্বাপণ দফতরের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছি। ওই দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা পরিদর্শন করেছেন।কতটা কীভাবে পুরসংস্থা অগ্নি–নির্বাপণ দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের আদেশ মেনে ইলেকট্রিকের কাজ করতে পারি। যাতে অগ্নি নির্বাপণ দফতরেরও 'এনওসি' দিতে অসুবিধা না হয়। আর অগ্নি–নির্বাপণ দফতরের 'এনওসি' না পেলে পার্কিং চালু করা যাবে না। এটা আমার পরিষ্কার কথা। এর আগে ২০১৭–র আগস্টে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, পুজোর আগেই সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই পার্কিং সেন্টার চালু করা হবে। দেবাশিসবাবু এ বিষয়ে বলেন, সেভাবেই এগোনো হয়েছিল। কিন্তু অগ্নি নির্বাপণ দফতর যা যা করতে বলছে ও যা যা চাইছে সেটা করা কলকাতা পুরসংস্থার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেজন্যই এটা আজও বন্ধ রয়েছে। কিছুদিন আগেই অগ্নি নির্বাপণ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা 'রি–ভাইস ওপিনিয়ন' দিয়েছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং–এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা–৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ – ৯৮৩৬১৮৪৭১২

নিত্যদিনের পারাপারে ভরসা শুধুই ভগবান

পারের বালাই/১

আকাশে মিশকালো মেঘ, নিচে নদী–খাঁড়িতে ঘোলা জলের তীব্র স্রোতের ধারা। যে কোনও সময়ে ধেয়ে আসতে পারে ঝড়–বাদলের প্রলয়। এরই মধ্যে নদী বেষ্টিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বড়–মেজ–ছোট জেটি দিয়ে নিত্যদিন এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপ পেরিয়ে যান সুন্দরবনের আট থেকে আশি। ডিঙি, শালতি, কাঠের নৌকো, ভুটভুটি, ছোট লঞ্চে ভেসে যেতে যেতে নদীর উদাস বাতাসে মিশে যায় সলিল সমাধির হাড় হিম করা ভয়। পড়লে জলে কুমির, আর জঙ্গলের পাড়ে উঠলে স্বয়ং দক্ষিণ রায়। বর্ষা আসছে। কেমন আছে জেলার জেটিগুলি। ঘুরে দেখলেন আমাদের প্রতিনিধি বিস্ময় কর।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নদী–খাল–খাঁড়িতে ঘেরা সুন্দরবনের সঙ্গে পরিচিতি আগেও ছিল। সেখানকার জনজীবনের প্রতি একটা টানও আছে। জল–জঙ্গল, কুমির–কাঁকড়া–মাছ আর দক্ষিণ রায়ের সোঁদা মাটির মানুষগুলোর পারাপারের হাল–হকিকৎ জানার সুযোগ তাই হাতছাড়া করতে মন চাইল না। সক্কাল সক্কাল বেরিয়ে পড়লাম ঘাট গুলোর খোঁজ খবর নিতে। আগেভাগে কিছু ঠিক না করলেও রাস্তায় বেরিয়ে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিলাম সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার বলে পরিচিত ক্যানিং–এর দিকে। আগের ক্যানিং আর এখনকার ক্যানিং–এর দিকে। আগের ক্যানিং আর এখনকার ক্যানিং–এ অনেক তফাত। মাতলার ব্রিজ ভোল বদলে দিয়েছে ব্রিটিশ আমলের এই টাউনটার। ব্রিজ ধরে চললাম বাসন্তীর দিকে। শুরু হল পরিক্রমা।

সোনাখালি লঞ্চ ঘাট

পরিকাঠামো : গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘাট। প্রতিদিন কম–বেশি ১ হাজার মানুষ যাতায়াত করেন এই ঘাট দিয়ে। ভুটভুটি চলে প্রায় ২৫টি। এখান থেকে

তিনটি রুট। একটি হল মসজিদবাটি ঘাট ছুঁয়ে ওপারে গোসাবা। দ্বিতীয় রুটে এখান থেকে হোগোলবাড়ি ঘাট ছুঁয়ে যাওয়া যায় গোসাবার পাঠানখালি। তৃতীয় রুটে যাওয়া চুনাখালিও। তবে এখানকার কংক্রিটের জেটির অবস্থা ভালো নয়। ভাঙাচোরা জেটি দিয়েই চলছে এত মানুষের নিত্য যাতায়াত। বর্ষা আসছে। খুঁজে দেখলাম যাত্রীদের মাথা গোঁজার কোনও ঠাঁই আছে কিনা। বহুদিনের একটা যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের ভগ্নাবশেষ রয়েছে এখানে। এমনকি নেই কোনও শৌচাগার, পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা। নেই কোনও সাইন বোর্ডও। কোনও ড্রপ গেট দেখতে পাওয়া গেল না।

নিরাপত্তা : রাজ্য সরকার ঢাক ঢোল পিটিয়ে যাই বলুক না কেন। নিরাপত্তার লেশমাত্র নেই বাসন্তীর ঘাটগুলিতে। এই ঘাটও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বেচ্ছাসেবক তো দূরঅস্ত, নেই কোনও লাইফ বোট বা লাইফ জ্যাকেট। অগ্নিনির্বাপনের কোনও সরঞ্জামও মজুত নেই এখানে। বিপদ সংকেত বা জনঘোষণার জন্য মাইকের ব্যবস্থাও অনুপস্থিত।

সোনাখালি খেয়া ঘাট

পরিকাঠামো : একটু দূরের এই ঘাট। ৪ খানা ভুটভুটি চলে এখানে। প্রতিদিন প্রায় ১৮০০ যাত্রী পারাপার হয় এই জলপথে। একটি সোলার লাইটের ব্যবস্থা থাকলেও প্রতীক্ষালয়, শৌচাগার, পানীয় জল, সাইনবোর্ড কিছুই নেই এখানে। একটি ড্রপ গেট আছে বটে তবে তা দেখভালের লোক নেই। এখান থেকে নৌকা যাতায়াত করে বাসন্তী ঘাটে।

নিরাপত্তা : সোনাখালি লঞ্চ ঘাটের মতই নিরাপত্তার কোনও সরঞ্জাম নেই এখানে। নেই

কোনও লাইফ জ্যাকেট, বোট বা বিপদ সংকেতের ব্যবস্থা। অগ্নিনির্বাপণ বা মাইকিং ব্যবস্থা এখানে স্বপ্নবিলাস।

বাসন্তী ঘাট

পরিকাঠামো : সোনাখালি খেয়া এসে পৌঁছালো এখানে। নামাতেই চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক ভয়াবহ ঘাটচিত্র। কংক্রিটের জেটি ভেঙে গিয়ে একদিকে ৪৫ ডিগ্রি কোণে ঢুকে পড়েছে জলের মধ্যে। ৪টি ভুটভুটি চলে।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 35, 23 June - 29 June, 2018

প্রক্সি কারেকশন চলছে কিছু সেক্টরে, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ফার্মা–আইটি

পার্থসারথি গুহ

এই মুহূর্তে ভারতের অর্থবাজার তার সর্বোচ্চ অবস্থানের খুব কাছে যখন দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তখনই কিছু শেয়ার তথা সেক্টরে লাগাতার প্রাইজ কারেকশন চলছে। শেয়ারের দামে এই সংশোধনী নেমে আসায় বহু লগ্নিকারী বাজারের এই শৃঙ্গে থাকার মজাটা উপভোগ করতে পারছে না। যা সত্যি বলতে এই বুল রাজত্বে খুব বৈসাদৃশ্যও বটে। তাও এই ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ বাজারটার নাম যেহেতু শেয়ার বাজার, সেহেতু এখানে কোনও ওস্তাদের কোনওরকম ওস্তাদি দলে না। বড়জোর তাঁরা একটা দিকনির্দেশ করতে পারেন মাত্র। তাও সবসময় তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে এমনটা নয়। তবে সেক্টর ধরে কারেকশনের সময় ফের মাথা তুলতে দেখা যাচ্ছে একসময়ে বাজারের জোড়া ফলা বলে পরিচিত ফার্মা ও আইটি সেক্টর। এটা নিঃসন্দেহে আলাদা রসদ জোগাচ্ছে অর্থবাজারকে। বিশেষজ্ঞরাও বলছেন দীর্ঘ কারেকশন সেরে ওষুধ যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখন এই

সেক্টরভুক্ত ভালো শেয়ারে অতি অবশ্য লগ্নি মেলে ধরা উচিত। কারণ পরবর্তীকালে এই ফার্মা সেক্টরই হয়তো নেতৃত্ব দেবে তথ্য প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে। হ্যাঁ, এর সঙ্গে অবশ্য জায়গা করে নেবে প্রাইভেট ব্যাঙ্কের শেয়ারগুলিও যার ওজন মোটেই কম নয়।

২০১৬–র শেষের দিকের কথাটা একবার একটু ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে দেখুন তো। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক তখন দুভাবে ভারতের মাটিতে আছড়ে পড়েছে। একদিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মাটিতে ঢুকে ভারতীয় জওয়ানরা চেপে ধরেছে সেদেশের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের, অপরদিকে কালোটাকার যথেচ্ছাচার আটকাতে নরেন্দ্র মোদি সরকার জারি করেছে নোটবন্দি। বলাবাহুল্য, এই জোড়া সাঁড়াশি চাপে পড়া বাজার সম্পর্কে তখন বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ লাগাতার বলে আসছিল আরও বড় পতন নাকি দেখতে চলেছেন তাঁরা। অথচ সকলকে বুড়ো আঙুল

অর্থনীতি

দেখিয়ে ৮ হাজারের সামান্য নিচ থেকে ১৭–র জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে সেই যে যাত্রা শুরু হল তা অব্যাহত থাকে প্রায় বছর দেড়েক। বলাবাহুল্য, এতেই সূচক ফুলেফেঁপে রীতিমতো ঢোল। সেই অশ্বমেধের ঘোড়া এখন নিফটিকে নিয়ে গিয়েছে ১১ হাজারের ওপরে আর সেনসেক্স ইতিমধ্যেই ৩৬ হাজারের গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়েছে। যদিও মাঝে একটু 'রুকায়ট কে লিয়ে খেদ' চেয়ে নিতে হয়েছে সূচককে। তাও সেটা কম সময়ের জন্য সংগঠিত হয়নি। এই কারেকশন চলেছে প্রায় আড়াই–তিন মাস ধরে। তার পর অবশ্য ফের ভারতের শেয়ার বাজারের ঠিকাদারি হাতে নিয়ে নিয়েছেন বুল বাবুরা।

অর্থ বাজারের ইতিহাসে কোনওদিন কেউ মাতব্বরি করে চলে যাবে তা আজ পর্যন্ত হয়নি। আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে।

এমনিতে ভারতীয় সূচক বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিদেশিদের অবদান বিশালাকার লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু কখনই তা বাজারের কর্তৃত্ব দখল করতে পারেনি। কারণ পরবর্তী কালে দেখা গিয়েছে এই বিদেশিদের হাত ধরেই বাজার ব্যাপকভাবে পড়ে গিয়েছে। মোদ্দা কথা হল, লগ্নি এখানে কখনই স্থায়ী নয়। বিদেশিদের ভূমিকা এখানে অনেকটা পরিযায়ী পাখির মতো। যখন কোথাও তাঁরা জুড়ে বসেন তখন তা ফুলেফেঁপে উঠলেও আবার নিচে আসতেও তা সময় নেয় না। এঁরা খানিকটা উদ্দীপকের সঞ্চালনা করে থাকেন। যা বাজারের ওঠাপড়ার ওপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। এবার দেখে নেওয়া যাক শেয়ার বাজার বাড়েই বা কেন, আর পতনের পিছনেই বা এমন কী কারণ থাকে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে কথাটা উঠে আসে তাহল ইতিবাচক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থান সর্বোপরি বাজারে চাহিদা গড়ে ওঠা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৩ জুন – ২৯ জুন, ২০১৮

মেষ : আপনার পরিপূর্ণ কাজের মধ্যে বুদ্ধি ও দায়িত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মনের মতো ফল পাবেন না।

বৃষ : প্রচণ্ড মাথা গরম হবে কিন্তু আপনাকে সংযত হতে হবে। অতিরিক্ত রাগ জেদের জন্য বুদ্ধির ভুল হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি এবং ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মিথুন : পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কর্কট : কর্মস্থলে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ আনয়নে বাধা আসবে।

সিংহ : বর্তমান সময়টি আপনার পক্ষে শুভ নয়। অকারণে বিরোধ–বিতর্ক লেগেই থাকবে। আত্মীয়–স্বজনদের এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারণার যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ হলেও সাবধানে থাকবেন।

কন্যা : বিবিধ সমস্যা থাকলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। কোনরকম দায়িত্বের ঝুঁকি নেবেন না। গৃহে মাঝে মধ্যে কলহ–বিবাদ লেগে থাকবে, মায়ের শরীর ভালো থাকবে না। জমি–জমা ও ঘর–বাড়ি নিয়ে পূর্বের ঝামেলার অবসান হবে। শিক্ষায় ফল ভালো হবে।

তুলা : বেকারত্বের অবসান হবে। দৈব–দুর্ঘটনা ও রক্তপাতের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না, পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। জল থেকে সাবধান থাকবেন। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

বৃশ্চিক : সাবধানে চলাফেরা করবেন। রক্তপাতের যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে কথা বলবেন খুব চিন্তা করে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন, ভাই বোনদের থেকে সাহায্য পাবেন। বাধার মধ্যেও শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে সমস্যা থাকলেও আপনি আর্থিক উন্নতি করতে পারবেন।

মকর : মনের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করুন। ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে হবে। সামান্য কারণেই মতবিরোধ দেখা দেবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে উপযাচক হয়ে এগিয়ে যাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না।

কুম্ভ : ভাই–বোনের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ও ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভালো ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন ভাবে এখন কিছু না করাই উচিত। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিত লাভযোগ রয়েছে।

মীন : ক্রোধকে সংযত করুন। নতুন বন্ধু লাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসবে। আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ উন্নতি হবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। সন্তান বিষয়ে সুখ ও আনন্দ লাভ।

রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে ৫৯০ ফার্মাসিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফার্মাসিস্ট (গ্রেড থ্রি) পদে ৫৯০ জনকে নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। এখন অস্থায়ীভাবে নিয়োগ হলেও পরে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

উল্লেখ্য, কর্মক্ষেত্র–র ২৫ মে সংখ্যায় 'রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে ২৮৪২ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্ট এবং ফিজিওথেরাপিস্ট' শীর্ষক সংবাদে এই নিয়োগ সংক্রান্ত আগাম তথ্য জানানো হয়েছিল। এই সংখ্যায় ফার্মাসিস্ট পদের নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতা–সহ দরখাস্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানানো হল। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : R/MT/Phar./Physio./48/3/2018.

কাজের খবর

শূন্যপদের বিন্যাস : মোট শূন্যপদ : ৫৯০টি (সাধারণ ৩০৪, তফসিলি জাতি ১৩১, তফসিলি উপজাতি ৩৫, ওবিসি–এ ৫৯, ওবিসি–বি ৪২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১৯)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি বা ম্যাথামেটিক্স–সহ উচ্চমাধ্যমিক। সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে ফার্মাসিতে ২ বছর মেয়াদের ডিপ্লোমা অথবা ব্যাচেলার্স ডিগ্রি। এর পাশাপাশি ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসি কাউন্সিলে ফার্মাসিস্ট ('এ' ক্যাটেগরি) হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে।

বয়স : ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি এবং ওবিসি ক্যাটেগরির প্রার্থীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in প্রথমে রেজিস্টেশন করতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো, সই, উচ্চমাধ্যমিক ও অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিট এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা সার্টিফিকেট স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের সময় লগ ইন আই ডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি টুকে রাখবেন।

ফি বাবদ দিতে হবে ১৬০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি দিতে লাগবে না। গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল সিস্টেম (জিআরপিএস)–এ অংশগ্রহণকারী যে কোনও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে (হেড অব অ্যাকাউন্ট : ০০৫১–০০–১০৪–০০২–১৬)। ফি জমা দেওয়ার পর ওয়েবসাইটে পুনরায় লগ–ইন করে দরখাস্ত পূরণ করতে হবে। দরখাস্ত সাবমিট করার শেষ তারিখ ২৮ জুন। খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ২০৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন ট্রেডে ২০৭ জন কনস্টেবল নেবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। এটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। গ্রুপ 'সি' পদে নিয়োগ করা হবে মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কশপ ক্যাডারে।

ট্রেড অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : ভেহিক্যাল মেকানিক ৫০ টি (সাধারণ ৩৭, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৩)। অটো ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৭টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩)। ওয়েল্ডার ১৯টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৩)। আপহোলস্টার ২২টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ২)। টার্নার ১৪টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২)। কার্পেন্টার ২০টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৩)। স্টোর কিপার ১৪টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১)। পেইন্টার ১৮টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৫)। ভালকানাইজ/অপারেটর টায়ার রিপেয়ার প্ল্যান্ট ৭টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। ফিটার ১১টি (সাধারণ ৯, তফসিলি উপজাতি ২)। ব্ল্যাক স্মিথ/টিন স্মিথ ১৫টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি উপজতি ২)।

মোট শূন্যপদের মধ্যে ১০ শতাংশ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ অথবা কোনও স্বীকৃত ফার্মে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। বয়স : ২২–৭–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীর সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.bsf.nic.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে। নির্দিষ্ট ঠিকানায় দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ২২ জুলাইয়ের মধ্যে। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা, দরখাস্তের সঙ্গে কী কী নথিপত্র জমা দিতে হবে, ফি–সম্পর্কিত তথ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশদে জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

উত্তর ২৪ পরগনায় ৬৫৮ অঙ্গনওয়ারি কর্মী ও সহায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে ৬৫৮ জন মহিলা কর্মী নেবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের অফিস। নিয়োগ করা হবে এইসব পুরসভা এবং পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে আমডাঙা, বাগদা, বরানগর, বারাসত (শহর), ব্যারাকপুর (শহর), ব্যারাকপুর–১, ব্যারাকপুর–২, বসিরহাট–২, ভাটপাড়া, ভাটপাড়া–২, বনগাঁ (শহর), দেগঙ্গা, দমদম (শহর), গাইঘাটা, গোবরডাঙা, হাবড়া–২, হিঙ্গলগঞ্জ, কামারহাটি, কাঁচড়াপানা, খরদহ (শহর), মিনাখাঁ, নৈহাটি (শহর), উত্তর ব্যারাকপুর (শহর), দক্ষিণ দমদম, স্বরূপনগর, টিটাগর, অশোকনগর, বাদুড়িয়া, বসিরহাট (শহর), বনগাঁ (গ্রামীণ), হাবড়া–১, হাড়োয়া–১, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, রাজারহাট, হাবড়া (শহর) এবং মধ্যমগ্রাম। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রামপঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা এবং পুরসভা এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দারাই আবেদন করবেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী : শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রকল্পের অন্তর্গত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা : শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত অষ্টম শ্রেণি পাশ। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রকল্পের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বা ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে এগুলি কোনও স্থায়ী সরকারি চাকরি নয়। নির্বাচিত প্রার্থীরা সরকারের নির্ধারিত সাম্মানিক ভাতা পাবেন। সাম্মানিক ভাতা : প্রতি মাসে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ক্ষেত্রে ৪,৮৫০ টাকা এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকার ক্ষেত্রে ৩,৩৫০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.north24parganas.gov.in দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা দরখাস্ত ভরা খাবের ওপর প্রার্থীর নাম, ঠিকানা, প্রকল্প অঞ্চল বা ওয়ার্ডের নাম এবং যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত ১৩ জুলাই বিকেল ৩টের মধ্যে সরাসরি জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্লকের শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের অফিসে। দরখাস্ত পাঠানো যাবে ডাকের মাধ্যমেও।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* প্রার্থীর ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। এর মধ্যে একটি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন এবং আড়াআড়িভাবে সই করে দেবেন।

* বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে আধার কার্ড বা ভোটার কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল এবং সাংসদ বা মন্ত্রী বা স্থানীয় বিধায়ক বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা এসডিও বা বিডিও বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বা পুরসভার চেয়ারম্যান বা কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত শংসাপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* প্রার্থীর নাম ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশনে নিখরচায় হাতের কাজের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া ও হুগলি জেলার বেকার তরুণ–তরুণীদের নিখরচায় বিভিন্ন ট্রেডে হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেবে অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন। ভারত সরকারের দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অন্তত মাধ্যমিক পাশ তরুণ–তরুণীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। থাকা–খাওয়া ও প্রশিক্ষণ বাবদ কোনও খরচ নেই।

প্রশিক্ষণ হবে এইসব ট্রেডে : অটোমোবাইল সার্ভিস টেকনিশিয়ান, রিটেল ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েট, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মোবাইল ফোন টেকনিশিয়ান, কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ। শুধু হাওড়া ও হুগলি জেলার তরুণ–তরুণীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করবেন। প্রশিক্ষণ আয়োজিত হবে এই ঠিকানায় : অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন (অম্বুজা সিমেন্ট কারখানার ভিতরে), ধুলাগড়, পোঃ সাঁকরাইল হাওড়া। আগ্রহীরা ভর্তির জন্য এখনই উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন : ৯৭৪৮৪ ০৭৯০০, ৯৮৩৬৪ ৪৭৫৫২।

শব্দবার্তা ৮৪

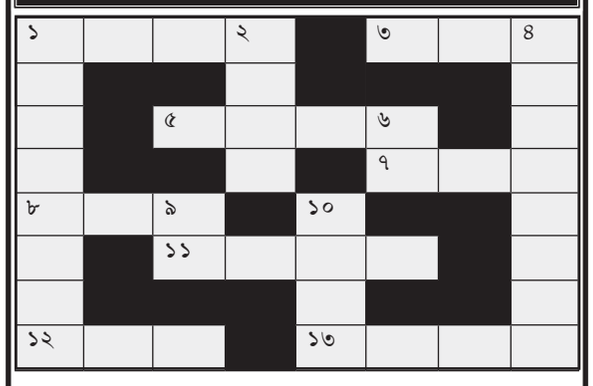

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। আয়ত ৩। বিদ্যুৎ, অতি অল্প সময়ের জন্য যে আলো দেয় ৫। নারীর এক অলংকার ৭। উদ্ভাবনী বুদ্ধি ৮। খুন, হত্যা ১১। উত্তমকুমার অভিনীত একটি বাংলা ছবি ১২। বস্ত্র, বসন ১৩। নূতন বৎসরের হিসাবের খাতা।

উপর–নীচ

১। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এক অমৃত বাণী ২। সূত্রধার, প্রস্তাবক ৪। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে যাঁর জয়গান ৬। ব্রাহ্মণ ৯। সূর্য, ভানু ১০। মাসিক বেতন।

সমাধান : শব্দবার্তা ৮৩

পাশাপাশি : ১। মেয়েমানুষ ৪। গন্ধ ৫। রঙ্গিমা ৬। বাপদাদা ১০। নকশাল ১২। কাকুতি ১৩। চারা ১৪। তপ্তকাঞ্চন।

উপর–নীচ : ১। মেবারপতন ২। মাতামাতি ৩। ষষ্ঠীবাটা ৪। গলদা ৭। দানপ্রতিদান ৮। জলভাত ৯। চাকাচাকা ১১। কঙ্গুরা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বারাসত কলেজে ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভিযোগ আগেও ছিল, কিন্তু প্রতিকার ছিল না। কলেজে অচলাবস্থা কাটাতে একাধিকবার বৈঠকেও বসেছে শাসক দলের ছাত্রসংগঠন।কিন্তু কাজের কাজ হয়নি।একবার ব্যারাকপুরের প্রশাসনিক বৈঠকেও মুখ্যমন্ত্রী ভর্ৎসনা করেন বারাসত থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে। কিন্তু বারাসত কলেজ বিতর্কের সেই কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। সম্প্রতি এই কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্ররা এক চরম অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। ছাত্রদের তরফে অভিযোগ, কলেজের অভ্যন্তরে সন্দীপ সরকার নামে দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্র তুলনামূলক কম ফি তে ছাত্রদের পরীক্ষা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করে দেবে বলে তাদের কাছ থেকে টাকা তুলেছিল।কারো কাছে হাজার তো কারো কাছে তিন হাজার,এভাবে প্রায় সত্তর হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে সে। এরপর প্রতারিত ছাত্ররা দলবদ্ধ ভাবে বারাসত থানায় এসে ওই সন্দীপ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে থাকে। এরপর ওই কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম দাশগুপ্ত বারাসাত থানায় সন্দীপের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান। পরে সাংবাদিকদের অধ্যক্ষ জানান,এই বিষয়টি কলেজের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির কাছে পাঠানো হবে। তবে আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের দিকে এখন তাকিয়ে আছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা।

ব্লেড দিয়ে চিরল বধূকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে নতুন পল্লিতে ঘুমন্ত অবস্থায় এক গৃহবধূর সারা শরীরে ব্লেড মেরে পালালো দুষ্কৃতীরা । আক্রান্ত গৃহবধূর নাম পায়েল ঘোষ । মিলন পল্লির বাসিন্দা রাষ্ট্রীয় জনসংযোগ পার্টির নেতা বাদল দেবনাথের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় এক মিষ্টির ব্যবসায়ী তন্ময় ঘোষের । গত এক বছর ধরে সংসার ধর্ম করছে। পায়েল জানায় বেশ কয়েক মাস ধরেই মুখে কাপড় বেঁধে কিছু যুবক পায়েলকে হুমকি দিতে শুরু করেছে । দিন কয়েক আগে রান্না ঘরে এসে যুবকেরা পায়েলকে লক্ষ করে ইট ছোড়ে। রবিবার রাত ১০টার সময় বাড়ির সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে রাতে ঘুমোতে যায় । বাড়ির সিড়ি তৈরি হচ্ছিল বলে ছাদের দরজা খোলা ছিলো । সেই সুযোগে ছাদ থেকে নেমে আসে দুষ্কৃতীরা । সকলে ঘুমন্ত অবস্থা থাকায় সুযোগ বুঝে ঘুমের স্প্রে ছড়িয়ে দেয় ঘরের মধ্যে। সেই অবস্থায় পায়েলের গলায় ব্লেড দিয়ে চিড়ে দেয় দুষ্কৃতীরা । ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকায় গৃহবধূ কাউকে ডাকতে পারেনি । ভোর বেলা বাড়ির সকলের চোখ পরে , তার গলা দিয়ে রক্ত ঝরছে ও ব্লেডের চিহ্ন। বাড়ির সবাই এই ঘটনায় আতঙ্কিত । কি কারণে এ সব ঘটছে বুঝে উঠতে পারছে না । সোনারপুর থানায় অভিযোগ করলে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

বাসন্তীতে গোষ্ঠী কোন্দলে মহিলাকে মার ভাঙচুর বহু বাড়িঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এক মহিলাকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মী ও নির্দলদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় মোসলেমা মোল্লা নামে ওই মহিলা গুরুতর জখম হয়েছেন। তার মুখ, মাথা ও হাতে, পায়ে গুরুতর আঘাত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত নির্দেশখালি গ্রামে। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় যুব তৃণমূল নেতা ইউসুফ আনসারি ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় মোসলেমা মোল্লাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। এ বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি।

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল এখনো অব্যাহত দক্ষিণ ২৪ পরগনার

বাসন্তীতে। তৃণমূল কংগ্রেসের মূল সংগঠন করার অপরাধে এক মহিলাকে বাড়ি ঢুকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে যুব তৃণমূল তথা নির্দলদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় টিকিট না পেয়ে বাসন্তীর এই ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন আসনে যুব তৃণমূল কর্মীরা নির্দল হিসেবে প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়ায়। অভিযোগ সেই সময় থেকেই এলাকার তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা ও মারধর সহ বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার করে চলেছে। ভোট পর্ব মিটে গেলেও এখনো বাড়ি ফিরতে পারেন নি বহু তৃণমূল কর্মী–সমর্থক। ঈদ উপলক্ষে কয়েকজন বাড়ি ফিরলে তাদের উপরও হামলার ঘটনা ঘটছে। সোমবার দুপুরে এই মোসলেমা মোল্লা একা বাড়ি ছিলেন, সেই সময় আচমকা যুব তৃণমূল কর্মী মারফ মোল্লা, কুতুব মোল্লা সহ একাধিক লোকজন বন্দুক শাবল নিয়ে এসে হামলা চালায় ওই মহিলার উপর। বন্দুক দিয়ে পেটে আঘাত ও করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর জখম হন ওই মহিলা। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য। যদিও এই হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় যুব তৃণমূল নেতারা। অন্যদিকে বাসন্তী থানার ছোট কলাহাজরা গ্রামে সোমবার রাত থেকে একাধিক তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি ঘর ভাঙচুরের ও তাদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে যুব তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। এমনকি তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি ও দোকান লুটপাট হয়েছে বলেও অভিযোগ। এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলি চালানোর ও অভিযোগ রয়েছে। যদিও এ বিষয়ে পাল্টা তাদের উপর হামলার অভিযোগ তুলেছেন যুব তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোয় এলাকায় পুলিশি টহলদারি চলছে।

সোমবার দুপুরে এই কলাহাজরার পাশের গ্রাম নির্দেশখালিতে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল। মোসলিমা মোল্লা নামে এক মহিলা তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধরও করা হয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই সোমবার সন্ধ্যা থেকে শুরু করে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত এলাকায় যুব তৃণমূল কর্মী ও নির্দলরা মিলে তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলা ও তাদের মারধর করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূল কর্মীদের দশ বারোটি বাড়ি ভাঙচুর করে লুটপাট করে নিয়ে পালায় অভিযুক্তরা। ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন পুরুষ মানুষরা। অন্যদিকে ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে কোনওরকমে মাঠের মাঝখানে রাত কাটাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রের মহিলা কর্মীরা। অভিযোগ বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি তাদেরকে প্রাণনাশ ও ধর্ষণের হুমকি ও দিয়েছে যুব তৃণমূল কর্মী ও নির্দলরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনো আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে। যদিও মঙ্গলবার সকালে এলাকায় অশান্তির খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ এলাকায় টহলদারি শুরু করেছে। তবে এলাকার যুব তৃণমূল কর্মীরা অভিযোগ করেছেন তৃণমূল কর্মীরাই তাদের উপর হামলা চালিয়েছে।

লোডশেডিংয়ে জেরবার ক্যানিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাতাসের আপেক্ষিক তাপমাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে,কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে বিদ্যুতের লোডশেডিং এবং লো–ভোল্টেজ। আর এই গরমে ঘামে সিক্ত হয়ে জেরবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং,বাসন্তী,গোসাবা,জীবনতলা এলাকার মানুষজন।

এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত প্রায় দুমাস ধরে কম ভোল্টেজ এবং সারাদিনে প্রায় ৫–৬ ঘন্টা বিদ্যুত থাকে না। এর জেরেই ছাত্র–ছাত্রীদের রাতে পড়াশোনা করতে হচ্ছে কুঁপির আলোয়। আর ঠিকতো চোখে দেখতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে তাদের । বিদ্যুতের লো–ভোল্টেজ এবং লোডশেডিংয়ের জেরে ওষ্ঠাগত প্রাণ বাঁচাতে হারিয়ে যাওয়া তালপাতার হাতপাখাই এখন সম্বল। ফলে বাজারে তালপাতার হাতপাখার চাহিদা তুঙ্গে এবং বাজার ছেয়েছে তালপাতার হাত পাখায়।

বিদ্যু গ্রাহকদের অভিযোগ, এমন সমস্যায় বিদ্যুত দফতরকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। বাসন্তীর গরান বোস এলাকায় একটি ট্রান্সফরমার দীর্ঘ প্রায় চারমাস ধরে বিকল থাকায় এলাকার গরান বোস,আনন্দাবাদ সহ বেশ কিছু গ্রামের পরিবার বিদ্যুত সমস্যায় জর্জরিত।

এছাড়াও গোসাবার রাঙাবেলিয়া,আরামপুর,মালোপাড়া,গোসাবা ৩নং, ক্যানিংয়ের তালদি,ট্যাংরাখালি, হেড়োভাঙা,নলিয়াখালি,ডাবু,জয়রামখালি সহ বিভিন্ন এলাকায় অধিকাংশ সময় লো–ভোল্টেজ এবং দীর্ঘসময় লোডশেডিং সমস্যায় জর্জরিত এলাকার বাসিন্দারা।

বিদ্যু সমস্যায় জর্জরিত এলাকার বাসিন্দা ভবেন সরদার,দুলাল রাউ,সুমন বিশ্বাস,রমজান সরদার বলেন প্রখর তাপপ্রবাহের হাত থেকে প্রাণ বাঁচতে গাছের তলায় আশ্রয় নিতে হচ্ছে বিদ্যুত না থাকার জন্য।

এমন সমস্যার বিষয়ে ক্যানিং বিদ্যুত দফতরের কর্তা নজরুল ইসলামের কাছে জানতে তিনি ছুটিতে থাকার জন্য কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। অন্যদিকে বাসন্তী বিদ্যুত দফতরের এক কর্তা অরিত্র চ্যাটার্জীর সাথে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করা হলে ফোন না ধরায় তাঁর কোনও মন্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

তবে একটি বিশেষ সুত্রে জানা গেছে ক্যানিং মহকুমা এলাকায় বিদ্যুতের লো–ভোল্টেজ এবং লোডশেডিংয়ের একমাত্র কারণ এলাকায় ব্যাপক হারে হুকিং বেড়ে চলায়।

কাজ শেষ কপ্টারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বকখালি: মঙ্গলবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফ্রেজারগঞ্জ থেকে উড়ে গেল হেলিকপ্টার জেড আই পি ৫১৭৩। তবে আপাতত হেলিকপ্টারটি ফিরে গেলেও, প্রয়োজনে আবারও ডাকতে হতে পারে বলে জানান, উপকূলরক্ষী বাহিনীর অধিকারীক। উল্লেখ্য, ১৩ জুন মধ্যরাতে সাগরদ্বীপের কাঁকিনারার কাছে বঙ্গোপসাগরে এমভিএসএসএল কোলকাতা নামক একটি পণ্যবাহী জাহাজে আগুন লাগে। জাহাজটির আগুন নেভানোর কাজে আনা হয়েছিল ঐ হেলিকপ্টারটি। তাছাড়াও জ্বলন্ত অবস্থায় জাহাজটি ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশের দিকে। জাহাজটির গতিমুখ ঘোরানোর জন্য নৌসেনার জাহাজ ও হেলিকপ্টারটিকে কাজে লাগানো হয়েছিল। অপারেশন শেষ করে হেলিকপ্টারটি অবস্থান করেছিল ফ্রেজারগঞ্জের হারবারের মাঠে। পরবর্তী পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে ৩ দিন অপেক্ষা করতে হয় হেলিকপ্টারটিকে। ৩ দিন অপেক্ষার পর অবশেষে মঙ্গলবার বিকেলে উড়ে গেল হেলিকপ্টারটি। ফ্রেজারগঞ্জ উপকূলরক্ষী বাহিনীর আধিকারিক অভিজি দাশগুপ্ত জানান, ইতিমধ্যেই জাহাজটির বাম্বি ব্যাকেট সিস্টেমে অন্তত কুড়ি হাজার লিটার জল ঢালা হয়েছে। আগের মত জাহাজটিতে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। তবে কিছুদিনের মধ্যেই সিঙ্গাপুর থেকে বিশেষজ্ঞের দল আসবেন, জাহাজটির ভেতরে নতুন করে কোথাও আগুন জ্বলছে কিনা, সে বিষয়ে তদন্ত করতে।’

জামাইয়ের আবদারে মাছ ধরতে গিয়ে শ্বশুরের প্রাণ কেড়ে নিল কুমির

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা: জামাইষষ্ঠীতে এসেছিল মেয়ে জামাই। শখ হয়েছিল যে মাছের পদ খাওয়াবে জামাইকে। তাই প্রতিদিনের মতো নদীতে মাছ ধরতে যায় শ্বশুর অনুকূল মাইতি। কিন্তু আর ফিরতে পারল না। ভাগ্যের পরিহাসে কুমিরে টেনে নেয় মৎস্যজীবী অনুকূল মাইতিকে। ঘটনাটি ঘটেছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমার সত্যদাসপুর চাঁদমনি খেয়া ঘাটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেলে জগদ্দল নদীতে মাছ ধরতে নেমে ছিলেন অনুকূল মাইতি (৪০)। মাছ ধরার সময় হঠাৎই একটি কুমির এসে তাঁর পা ধরে নদীর মাঝখানে টেনে নিয়ে চলে যায়। অনুকূলবাবু চিৎকার করে ওঠেন। আশেপাশের সবাই ছুটে এলেও, অনুকূলবাবুর নাগাল পাওয়া যায়নি। খবর দেওয়া হয় থানায় ও বন দপ্তরে। উভয়ই যৌথ উদ্যোগে তল্লাশি শুরু করেছে। তবে রাত পর্যন্ত অনুকূলবাবুর কোনও খোঁজ মেলেনি। এদিকে গত ১৫ দিনের মধ্যে জগদ্দল নদীতে এরূপ ঘটনা দু’বার ঘটায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, অনুকূল মাইতি বাড়ির পাশে জগদ্দল নদীতে জাল নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। আর বাড়ি ফেরা হয়নি অনুকূলবাবুর। গত কাল বিকালের পর জানা যায় কুমির ধরেছে। খবর যায় বনদপ্তর, ও প্রশাসনের কাছে। তড়িঘড়ি বনদপ্তরের রামগঙ্গা রেঞ্জ ধঞ্চির বিট অফিসার চক্রধর দাস সহকর্মীদের নিয়ে গিয়ে খোঁজ চালায়। পুরো রাত

চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে ক্লান্ত হলেও হাল ছাড়তে রাজি হয়নি চক্রধর বাবু। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, কুমির ধরলে মৃতদেহ না পচন ধরলে কুমির খায় না।কুমির মৃতদেহ মাটিতে রেখে আশেপাশে ঘুরতে থাকে, আর নদীর জল লবণাক্ত হওয়ায় মৃতদেহ পচন ধরতে প্রায় ২৪ ঘন্টা লেগে যায়। তবে এখনো পর্যন্ত বনদপ্তরের অফিসাররা তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে। জামাই সুব্রত ধাড়া, মেয়ে সরস্বতী ও শাশুড়ি অনিতা মাইতি গত সোমবার সারাদিন নদীর পাড়ে বসে থাকে যদি কোন খোঁজ পাওয়া যায়। হয়ত আর ফিরবে না কোনদিন অনুকূল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস কেড়ে নিয়ে গেল। রাত পোহালেই ষষ্ঠী। কিন্তু আর হয়ত ফোঁটা পড়ল না কপালে। সব কিছু যেন তছনছ করে দিয়ে গেল জীবন। জামাই সুব্রতর আবদার মেটানো গেল না। মেয়ে সরস্বতী অশ্রুমিশ্রিত জলে বলে উঠল আমি মায়ের শাঁখাকে কেড়ে নিলাম। ত্রিশ ঘন্টার পর অবশেষে মিলল জগদ্দল নদীতে কুমিরের আক্রমণে মৃতদেহ অনুকূল মাইতির দেহ। বনদপ্তরের ধঞ্চির বিট অফিসার চক্রধর দাস এর প্রচেষ্টায় ও পুলিশের সহযোগিতায় এই উদ্ধার কাজ সম্পন্ন হল।

অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি কাটোয়ায়

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : নানাবিধ অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমার বাসিন্দারা। প্রায়শই দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে বিভিন্ন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এখন নানাবিধ অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ বাড়ছে। পাড়ায় পাড়ায় বেআইনি মদের ঠেক, জুয়ার ঠেক চলছে। কখনও প্রচুর পরিমাণ গাঁজা, হেরোইন প্রভৃতি মাদক উদ্ধার হচ্ছে। কখনও বা পচা মাছ–মাংস ও ছানা বাজেয়াপ্ত করাকে কেন্দ্র করে সরগরম এলাকা। এব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের পাশাপাশি এধরনের অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

মাসখানেক আগে পুলিশ–প্রশাসনের ভিন্ন ভিন্ন অভিযানে কাটোয়া মহকুমা এলাকা থেকে ৭০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার সহ বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁ থেকে প্রচুর পচা মাছ, মাংস এবং একটি কোল্ড স্টোর থেকে প্রায় আড়াইশোটি জার ভরতি পচা ছানা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। একইসঙ্গে এই অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ওইদিন তিনজন মহিলা সহ মোট ছ’জনকে গ্রেফতার করা হয়। ভাগাড়কাণ্ড নিয়ে যখন রাজ্যজুড়ে তোলপাড় পরিস্থিতি তখন পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমা এলাকায় যে এর ছায়া পড়তে চলেছে এটা দিনকতক ধরেই নানা প্রান্তে কানাঘুষো চলছিল। যে কারণে এই মহকুমার প্রাণকেন্দ্র কাটোয়া শহরের বুকে একের পর এক গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ, ধাবা, ফাস্টফুড স্টলগুলির উপর নজর ছিল স্থানীয় প্রশাসন সহ বিভিন্ন মহলের। অবশেষে কাটোয়া পুরপ্রশাসন ও পুলিশ যৌথভাবে আচমকা অভিযান চালিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকার মোট ১২টি হোটেল ও রেস্তোরাঁ থেকে প্রচুর পরিমাণ পচা মাছ, মাংস বাজেয়াপ্ত করে। ওই হোটেল, রেস্তোরাঁগুলিতে রীতিবিরুদ্ধভাবে এইসব নিকৃষ্টমানের খাদ্যসামগ্রী মজুত করার পর তা প্রয়োজন মতো রান্নাবান্না করে ক্রেতাদের পরিবেশন করা হত বলে অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় জড়িত

থাকার অভিযোগে পুলিশ একজন মহিলা সহ মোট চারজন হোটেল–রেস্তোরাঁর কর্ণধারকে গ্রেফতার করে।

অন্যদিকে, সেদিনই ভোরবেলায় সিআইডি অভিযান চালিয়ে শহরের স্টেশন রোড এলাকা থেকে ৭০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার সহ দুই মহিলাকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার বাসিন্দা ওই দুই মহিলা হেরোইন নিয়ে ডাউন কামরূপ এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে কাটোয়া জংশন স্টেশনে নামার পর রাস্তা ধরে কিছুটা এগোতেই ওঁত পেতে থাকা সিআইডির আধিকারিকরা তাদের পাকড়াও করে কাটোয়া থানায় নিয়ে যান। দুই মহিলার কাছ থেকে সিআইডি ৭০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে। এই পরিমাণ হেরোইনের আন্তর্জাতিক বাজারদর প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। ওই দুই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে হেরোইন পাচারের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ। তাদের উপর সিআইডির নজর ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই সিআইডি এই অভিযান চালায়। আরও জানা গেছে, কাটোয়া শহরের উপকণ্ঠে বয়ে যাওয়া ভাগীরথী নদী পেড়িয়ে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকা হয়ে হেরোইন সহ নানান মাদকদ্রব্য পাচার করা হয়। এমনকি, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত পেরিয়ে হাতবদল হয়ে এইসব মাদকদ্রব্য বাংলাদেশেও পাচার করা হয় বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এইসব খবরের ভিত্তিতেই এবার হানা দেওয়ায় কাটোয়ায় সিআইডি সাফল্য লাভ করে।

এদিকে, কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার যজ্ঞেশ্বরডিহি গ্রামের একটি হিমঘর অর্থাৎ কোল্ডস্টোর থেকে কয়েকশো কেজি পচা ছানা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কাটোয়ার মহকুমাশাসক সৌমেন পালের নেতৃত্বে ওই হিমঘরে অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে প্রায় আড়াইশোটি বড়ো জার ভরতি পচা ছানা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই পচে যাওয়া ছানা ভালো ছানার সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে হরেকরকমের মিষ্টি তৈরির পর তা সমদামেই বিক্রি করত অসাধু ব্যবসায়ীরা। যে কারণে এই নিকৃষ্টমানের ছানা বিভিন্ন জায়গায় সুযোগ মতো কম দামে সরবরাহ কর হত বলে প্রশাসনের কাছে খবর আসে। মহকুমাশাসক সৌমেন পাল বলেন, মঙ্গলকোটের যজ্ঞেশ্বরডিহির একটি কোল্ড স্টোরে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পচা ছানা বাজেয়াপ্ত করার পর বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই মহকুমাশাসক গতবছর কাটোয়ার বিভিন্ন এলাকায় বালির কারবারের দুর্নীতি রুখতে আচমকা অভিযান চালিয়েছিলেন। ওই অভিযানে বেশ কিছু বালি বোঝাই গাড়ি আটক করা হয়েছিল। মহকুমাশাসকের এহেন একের পর এক আচমকা অভিযানে খুবই খুশি এলাকার বাসিন্দারা। এমনকী, ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের প্রত্যাশার পারদ চড়তে শুরু করেছে। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় এলপিজি অর্থাৎ রান্নার গ্যাসের বেআইনি কারবারে ফুলেফেঁপে উঠছেন একধরনের অসাধু ব্যবসায়ী পাড়ায় পাড়ায় মিষ্টির দোকান, হোটেল সহ বিভিন্ন খাবারের দোকানে কমার্শিয়াল সিলিন্ডারের পরিবর্তে ভরতুকিযুক্ত ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডার বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে ব্যবসায়ীরা অনেক বেশি লাভ করছেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন এলাকায় বিপজ্জনক ও বেআইনিভাবে এলপিজি সিলিন্ডার রিফিলিং করার কারবারও চলছে রমরমিয়ে। অবিলম্বে এধরনের কারবার বন্ধ করতে প্রশাসন অভিযানে নামুক বলে দাবি করছেন এলাকার বিভিন্ন মহল।

স্বামীরা মধুর জন্য জঙ্গলে, স্ত্রীরা বিধবার বেশে গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি : খালি পাড় উসকো খুসকো চুল। মলিন চেহারা।এক ঝলকে দেখলে মনে হবে বিধবার গ্রাম। কিন্তু বেঁচে আছে স্বামী। তাহলে বিধবা কেন? ঝড়খালি নদী বাঁধের উপর একদৃষ্টি তে হেড়োভাঙা জঙ্গলের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা মামনি সরদার জানালেন বিধবা বেশে থাকার কারণ। তিনি বলেন, সপ্তাহ খানেক আগে স্বামী গেছেন সুন্দরবনে মধু কাটতে। ফিরতে এখনোও সপ্তাহ খানেক। স্বামীর মঙ্গল কামনার অপেক্ষায় প্রতিদিন সকাল দুপুর সন্ধ্যায় বনবিবির থানে ফুল চড়িয়ে পূজা দেওয়া। শুচিবস্ত্র পরে নৈবেদ্য সাজিয়ে তুষ্ট করার চেষ্টা চলছে। নিরামিষ খাওয়া। তেল সাবান মাখা থেকে বিরত থাকা। বিধবার বেশ পালন করাটা আমাদের রীতি। স্বামী জঙ্গলে গেলে এটা আমাদের করতেই হয়। স্বামীর মঙ্গল কামনার জন্য এটা আমাদের করতেই হয়। ব্যাঘ্র প্রকল্প সূত্রে খবর, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় সজনেখালি ও বাগনা রেঞ্জ অফিস থেকে জঙ্গলে মধু সংগ্রহের জন্য পাশ বা অনুমতি পত্র দেওয়া দেওয়া হয়েছে। বাগনা রেঞ্জ অফিস থেকে ৩৬ টি দল আর সজনেখালি থেকে ২৪ টি মউলে বা মধু সংগ্রহকারী অনুমতি পত্র পেয়েছে। যারা ইতিমধ্যে জঙ্গলে মধু সংগ্রহের কাজ করছে। বন দফতরের কাছে সংগ্রহ করা মধু জমা দিলে প্রতি কেজি ১২৫ টাকা করে দেওয়া হবে। যা এবছর সরকার নির্ধারিত মূল্য।এবছর জঙ্গল থেকে মউলেদের মাধ্যমে মধু সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়েছে ১১ টন।

দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করেছে সুন্দরবনের দ্বীপে দ্বীপে । কাঁকড়া, গর্জন, খলসে বাইন সহ বিভিন্ন ম্যানগ্রোভে ফুটতে শুরু করেছে ফুল। সেই ফুলে এসে ভীড় জমায় লক্ষ লক্ষ মৌমাছি। আর এই মৌমাছির তৈরি মধুর খ্যাতি জগত জোড়া। মধু সংগ্রহকারীদের প্রতি টা দলে থাকেন ছয় থেকে সাত জন। সকলেই মুখে মুখোশ দিয়ে বাঘকে বোকা বানিয়ে মধু সংগ্রহের কাজ করেন। মধু সংগ্রহের সময় সকলেই নৌকায় বসবাস করেন। পালন করেন বিভিন্ন নিয়মনীতি। প্রতিটা মউলে দের দলে থাকেন এক জন করে গুণিন। কথিত আছে গুণিন রা মন্ত্র দিয়ে বাঘের মুখ বন্ধ করে রাখেন।নৌকা থেকে জঙ্গলে নামার পর প্রতিটা মধু সংগ্রহকারী ভাগ হয়ে যান বিভিন্ন দিকে। মৌচাক দেখতে পেলে মুখে বিশেষ শব্দ করে একত্রিত হন সকলে। তারপর হেতাল পাতার মশাল দিয়ে ধোঁয়া করে মৌচাক থেকে মোমাছি তাড়িয়ে কাটা হয় চাক। একটি চাক থেকে প্রায় ২০ –২৫ কেজি মধু পাওয়া যায়।সংগ্রহ করা হয় মোমও। খোলা বাজারে মধুর থেকে মোমের দাম বেশি বলে জানালেন গোসাবার প্রভাস গায়েন নামে এক মধু সংগ্রহকারী।

বেড়াচাঁপায় হচ্ছে ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা

পার্থ ঘোষ, বারাসত : বারাসত থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে বেড়াচাঁপায় হতে চলেছে সরকারী উদ্যোগে সংগ্রহশালা। ইতিহাস বিজরিত বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়ে প্রায় ৩০০ বছরের পুরানো ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রী এই সংগ্রহশালায় স্থান পেতে চলেছে। ইতিমধ্যে বিল্ডিং তৈরির কাজ শেষ। ‘পথের সাথী’ নামক এই ভবনেই স্থান পাবে সংগ্রহ শালা। আগামী এক মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে বলে সূত্রের খবর।

উত্তর ২৪ পরগনার বেড়াচাঁপা অঞ্চলে অবস্থান চন্দ্রকেতুগড়ের, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাওয়া যায় ঐতিহাসিকদের চর্চায়, বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা যায় আনুমানিক ৩০০ খ্রীঃ এই অঞ্চলে মানুষের বসবাস ছিল। পোড়ামাটির নিদর্শন থেকে একাধিক মূর্তির নিদর্শনও পাওয়া গেছে সেই সময়কার। অস্তিত্ব মিলেছে মন্দিরের বিশেষজ্ঞদের মতে মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত ও তার পরবর্তী যুগের মানুষের বসতির ধারাবাহিক তথ্য ছিল এই চন্দ্রকেতুগড়ে। ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও চন্দ্রকেতুগড়কে প্রাচীনতম স্থানটির একটি হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। একসময় এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম বাড়তে থাকে। রাতের অন্ধকারে মাটি খননও শুরু হয়। রাতের অন্ধকারে মাটি খননও শুরু হয়। সরকারি নজরদারির অভাবে পাচার হতে থাকে নানাপ্রকার মূল্যবান ধাতু ও সামগ্রী। বিষয়টি জানার পর এর বিরোধিতায় নামেন ঐতিহাসিক দিলীপ মৈতে। এরপর তিনি তার বাড়িতেই গড়ে তোলেন সংগ্রহশালা। এভাবেই চলছিল। কিন্তু দিলীপবাবু মৃত্যুর আগে থেকে তার বাড়ির সংগ্রহশালা থেকে সমস্ত জিনিস দিয়ে সরকারি স্তরে মিউজিয়াম করার আবেদন করেছিলেন বারাসতের সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার। সেই আবেদনে সারা দিয়ে রাজ্য সরকার ‘পথের সাথী’ ভবনে শুরু করেছেন সংগ্রহশালার কাজ। অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সুরজিত বসু, দেগঙ্গার বিডিও আনন্দ ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে দিলীপ বাবুর সংগ্রহশালা থেকে বহু সামগ্রী আনা শুরু হয়েছে দেগঙ্গা থানায়। আনন্দ ভট্টাচার্য বলেন ‘পুলিশি পাহারায় সমস্ত নিদর্শন রাখা হয়েছে।’’ সূত্রের খবর প্রশাসনিক বৈঠক শুরু করা হয়েছে নিয়মিত। মিউজিয়াম কমিটির চেয়ারম্যান কাকলী দেবী বলেন ‘‘সরকারি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ।’’ সকলে মিলে পথে নেমে ‘পথের সাথী’র জন্য পথ চিনতে চাইছেন।

ঈদে সেবা নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রমজান মাস শেষে পবিত্র ঈদ উৎসবে সেবা নিয়ে সামিল হল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। অনাথ শিশু ও বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের পাশে থাকার স্থায়ী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষ যাতে মনের আনন্দে উৎসবে মাততে পারেন সেইজন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি মোল্লাপাড়ায় সমিতির পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হল শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা প্রভৃতি। গত ১৫ জুনের এই বস্ত্রদানের পাশাপাশি গত ১৭ জুন সংখ্যালঘু ছাত্র–ছাত্রীদের সমিতির পক্ষ থেকে দেওয়া হল স্কুল ব্যাগ। উপস্থিত ছিলেন সমিতির কার্যকরী সম্পাদক বাসবী চ্যাটার্জি, সঞ্জীব মুখার্জি ও শেখ তাজবুল সহ সমিতির কর্মীরা। সেবাদানের মঞ্চ থেকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সমিতিকে ধন্যবাদ জানানো হয়। প্রতিষ্ঠাতা তরুণ ভূষণ গুহ–র সেবা আদর্শে সামিল হতে পেরে ধন্য হন সমিতির সদস্যরাও।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২৩ জুন – ২৯ জুন, ২০১৮

ভোটের আগে হঠাৎ পিডিপি ত্যাগ বিজেপির

সামনেই দেশের লোকসভা নির্বাচন। তার আগে বিরোধীদের জগাখিচুড়ি জোটের ঠেলায় ইতিমধ্যেই কম্পন দেখা দিয়েছে শাসক বিজেপি শিবিরে। বেশ কয়েকটি উপনির্বাচন ও অতি সম্প্রতি কর্ণাটকে তীরে এসে তরি ডোবার পর তা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে গেম প্ল্যান পালটানোর তাগিদ খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুধাবন করতে শুরু করেছে শাসক শিবির। বলাবাহুল্য, মোদী–অমিত শাহ জুটি এখন নিজেদের সবরকম অস্ত্র প্রয়োগ করে যেনতেন প্রকারে ফের দিল্লির দখলদারি চাইছেন। আর এতে কী তাদের নতুন রসদ হয়ে উঠল কাশ্মীর। বিশেষ করে যে অবস্থায় কাশ্মীরের পিডিপি দলের সঙ্গে জোট ভেঙে সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হল তাতে এই ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট। এর মধ্যে দিয়ে বিজেপি যেন বোঝাতে চাইতে কাশ্মীরের যাবতীয় দায়ভার পিডিপির। মেহবুবা মুফতিরা তাদের (বিজেপির) কথা শোনে নি। সেজন্যই ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে কাশ্মীরের অনুশাসন। সীমান্ত থেকে পাক গোলাগুলি ও আক্রমণের ঘনঘটা, অন্যদিকে কাশ্মীরের ভিতরে স্বাধীনতার দাবিতে সাধারণ মানুষের পথে নামা এই দুয়ের পিছনে মেহবুবা ও তাঁর দলকেই কালপ্রিট ঠাউরেছে বিজেপি। তাছাড়া পিডিপি যেভাবে আফজল গুরুকে শহিদ আখ্যা দিয়ে আম কাশ্মীরবাসীর সহানুভূতি আদায় করতে চাইছে তাকে ঢাল করে বিজেপির বক্তব্য, দেশের শত্রুদের সঙ্গে কোনওভাবেই আপস করা চলবে না। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এতদিন পর হঠাৎ করেই পিডিপি বা মেহবুবাদের খারাপ লাগতে শুরু করল কেন বিজেপির? এতগুলি বছর একসঙ্গে সরকার চালানোর সময় এর থেকে ঢের খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হলেও বিজেপি অদ্ভুতভাবে চুপ থেকেছে। মেহবুবার রাজনৈতিক আদর্শ তাদের দর্শনের পুরোপুরি বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ন্যাশনাল কনফারেন্স– কংগ্রেস জোটকে আটকাতে সেখানে বিজেপি হাত বাড়িয়ে দেয় মতাদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর মেহবুবা মুফতির দিকে। অথচ এই মেহবুবার মুক্তির বিনিময়ে একসময় কুখ্যাত পাক জঙ্গিকে তৎকালীন ভারত সরকার ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল সেই সময় মেহবুবার পিতা মুফতি মহম্মদ সইদের সঙ্গে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের সমঝোতা হয়েছে। তা এহেন মেহবুবার দলের সঙ্গে বিজেপি যে যাবতীয় নীতি আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে জোট করেছিল তার একমাত্র কারণ যে ক্ষমতা দখল তা আজ আর কারও জানতে বাকি নেই। ভোটের আগে ফের তাঁদের নৈতিকতা জাগিয়ে তুলে একে একটা ইস্যু করতে চাইছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতাদের প্রতি পরামর্শ এ ব্যাপারে আপনারা অন্তত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফর্মুলা ব্যবহার করলে অনেকাংশেই সফল হতেন। দার্জিলিঙ পাহাড়ের অশান্ত পরিবেশকে শান্ত করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানকার ভূমিপুত্র বিমল গুরুঙকেই কোনঠাসা করে ফেলেছেন। তুলে এনেছেন নতুন নেতৃত্বকে। যাঁরা দীর্ঘদিন বিমলের স্বৈরাচার মানতে পারতেন না, তাঁরাই এখন ক্ষমতার কেন্দ্রে রাজ্য সরকারের সহায়তায়। এভাবে যদি পিডিপিকে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করার রাস্তায় হাঁটত বিজেপি তাহলে কিন্তু কাজের কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। কিন্তু তা না করে বিজেপি গেল সংঘাতে। এর পরিণামে কি যে অপেক্ষা করছে দেখার এখন সেটাই।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

পরোপকারে নিজেরই উপকার

অবশেষে তাহার সম্মুখে এক বিরাট ভূত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, 'আমি ভূত–আমি তোমার মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়াছি, কিন্তু আমাকে সর্বদা কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। যে মুহূর্তে কাজ দিতে না পরিবে, সেই মুহূর্তে তোমাকে সংহার করিব।'। লোকটি বলিল, 'আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দাও।' ভূত বলিল, 'হ্যাঁ, প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে।' লোকটি বলিল, 'টাকা আনো।' ভূত বলিল, 'এই লও টাকা।' লোকটি বলিল, 'এই বন কাটিয়া এখানে একটি শহর তৈরি কর।'

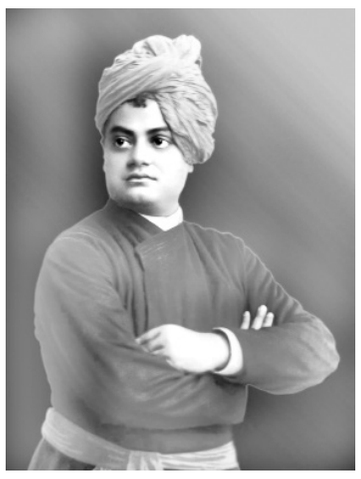

ভূত বলিল, 'তাহাও হইয়াছে।আর কিছু করিতে হইবে?' তখন লোকটির ভয় হইল, সে ভাবিতে লাগিল, 'ইহাকে তো আর কোন কাজ দিবার নাই, এই তো দেখিতেছি এক মুহূর্তে সব সম্পন্ন করে।' ভূত বলিল, 'আমাকে কিছু কাজ দাও, নইলে তোমায় খাইয়া ফেলিব।' ভূতকে আর কি কাজ দিবে ভাবিয়া না পাইয়া বেচারা অতিশয় ভয় পাইল। ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সাধুর নিকট পৌঁছিয়া বলিল, 'প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন।' সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?' লোকটি বলিল, 'ভূতকে আমি আর কিছু কাজ দিতে পারিতেছি না। আমি যা বলি তাই সে মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলে। আর যদি তাহাকে কাজ না দিই তাহা হইলে আমাকে খাইয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে।' ঠিক তখনই 'তোমাকে খাইয়া ফেলিব' বলিতে বলিতে ভূত আসিয়া হাজির হইল। খায় আর কি। লোকটি ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং তাহার জীবন রক্ষার জন্য সাধুর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল।সাধু বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার একটি উপায় করিতেছি, ওই কুকুরটির দিকে চাহিয়া দেখ উহার বাঁকা লেজ। শীঘ্র তরবারি বাহির করিয়া উহার লেজটি কাটো।

ফেসবুক বার্তা

জামা জুতো পরিহিত মুরগির আজব বেশে পথ চলা

সামাজিক অবক্ষয়ের স্বাভাবিক ফসল অমিতাভ চৌধুরী

নির্মল গোস্বামী

অমিতাভ চৌধুরী। সামরিক বিভাগের প্রাক্তন ডাক্তার– পেনশন পায় ৫০ হাজার টাকা। আবার তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ডাক্তার তার জন্য মাহিনা পায় ৯০ হাজার টাকা। স্ত্রী নামকরা স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞা। কলকাতার চারটি নামি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। একমাত্র ছেলে নামি বেসরকারি সংস্থায় চাকুরিরত। এই আর্থ সামাজিক পরিসরে থাকা একজন ডাক্তারবাবু উপরি মাসিক ৬০ হাজার টাকা আয়ের জন্য জেলের আসামীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তাদের হাতে মদ, মোবাইল আর তোলার টাকা পৌঁছে দিত। ডাক্তারির মতো সম্মানজনক পেশা, সামরিক কর্মীর পরিচয়, স্ত্রীর মান মর্যাদা, ৩ পুত্রের অভিভাবকত্ব কিছুই লোভের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াল না কেন? এই প্রশ্নটাই আজ ভাবাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। একজন ডাক্তারের সত্য আচরণের উপর সমাজ কোনও দিন সন্দেহ প্রকাশ করেনি। দেশের আইনও সেই মর্যাদা দেয়। একজন ডাক্তারের সার্টিফিকেটের উপর বিচারের রায় নির্ভর করে অনেক সময়। জেলের গার্ডরাও সেই সম্মান দিয়ে ডাক্তারবাবুর ব্যাগ কোনও দিন চেক করেনি। সেই মর্যাদাকে দু পায়ে দলে ডাক্তার আজ ক্রিমিন্যালে পরিণত হয়েছে।

অতি সম্প্রতি কসবায় মহিলা খুনের কিনারা করে গোয়েন্দারা অবাক হয়েছেন একজন সদ্য যুবক আর একজন কিশোরের খুন করার পর মানসিক দৃঢ়তা দেখে। তারা প্রথমে পুলিশকে বোকা বানিয়ে তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। জানা গেল ওই মহিলার ঘরের সাফাই কর্মীর ছেলে মাত্র ২১ হাজার টাকা ধার শোধ করার জন্য ওই মহিলাকে খুন করেছে। সঙ্গে একজন কিশোরকে সঙ্গী হিসাবে নিয়েছিল। মনস্তত্ত্ববিদরা বলছেন, ওই যুবকের জন্ম ক্রিমিন্যাল মানসিকতা নিয়ে। এই ধরনের ছেলেরা সুযোগ পেলে বারবার অপরাধ করবে। কিন্তু ওই ডাক্তার বাবুর মস্তিষ্ক বিচার করতে গেলেই ধন্ধ বাধে। কোনও আর্থিক অভাব বা সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ওই কাজ করত তার উত্তর পাওয়া সত্যিই কঠিন। ডাক্তাররা যে সবাই নীতি নিষ্ঠ সৎ নাগরিক হয়ে পেশাকে সমাজ সেবায় পরিণত করেছেন তা নয়। বরঞ্চ গরিবের রক্ত চোষা বদনাম আছে। আয়কর ফাঁকি দিয়ে বিপুল সম্পদ ধরাও পড়েছে অনেক সময়। মানব অঙ্গ পাচারের সঙ্গে নামি ডাক্তারদের নামও জড়িয়ে পড়েছে অনেক সময়। অবৈধ গর্ভপাত করায় মোটা টাকার বিনিময়ে। এসব তারা করেন পেশাগত এক্তিয়ারের অবৈধ সুযোগে। সমাজ এটা নিয়ে বিচলিত নয়। কিন্তু একজন ডাক্তার পয়সার জন্য জেলে মদ সাপ্লাই দেয় এটা সমাজের বুকে বড় বাজে। কারণ সমাজে অবক্ষয়ের ক্ষতটা যে ক্রমশ গভীর হচ্ছে তাই প্রকাশ পায়।

মানুষের সমাজে অপরাধ থাকবেই। সুশাসনের উপর তার বাড়া কমা নির্ভর করে। অপরাধ ঘটলেই তাকে সামাজিক অবক্ষয় বলা যায় না। কোন ধরনের অপরাধ সমাজের কোন শ্রেণীর মানুষের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে সেটার উপর নির্ভর করে সামাজিক অবক্ষয়। এই যে ধর্ষণ এই অপরাধ মহাভারতের যুগেও ছিল। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে

শিশু ধর্ষিতা হচ্ছে তা সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত নমুনা। আগেও সমাজে মহিলাদের টিজ করা হত। তবে একা রাস্তায় পেলে তবেই তা করত। অভিভাবক সঙ্গে থাকলে তারা পালাত। এখন অভিভাবক বাধা দিলে টিজাররা উল্টে অভিভাবকদের মারছে। শ্বশুর বাড়িতে বধূরা কমবেশি অত্যাচারিত হয়ে এসেছে আবহমান কাল ধরে। তবে আজকে প্রতিদিন পণের জন্য বধূ হত্যা যে ভাবে হচ্ছে তা সামাজিক অবক্ষয়ের ফসল।

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের দখলে থাকা সরকারি বাংলো ছেড়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যপাল নোটিশ দেয়। কিন্তু তাঁরা তা ছাড়তে নারাজ। তারা প্রত্যেকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ফলে সরকারি সম্পত্তি যে তাদের ব্যক্তিগত নয় তা কি আইন করে তাদের জানাতে হবে? এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আনতে তবে মায়াবতী, অখিলেশ বাংলো ছেড়েছেন। তবে মায়াবতী বাংলোকে কাসিরামের স্মৃতি মন্দির করে দিয়েছে। আর অখিলেশ বাংলো ভেঙে তছনছ করে দিয়ে গেছে। রাজ্য ক্ষমতার শীর্ষে যারা ছিল তারাই বে–আইনি ভাবে সরকারি সম্পত্তি দখল করতে চায়। এটাই সামাজিক অবক্ষয়। যাদের হাতে সরকারি সম্পত্তি রক্ষার ভার তারাই দখলদার। আবার এমন নেতারাই জোট বেঁধে ক্ষমতায় আসার জন্য কোমর কোষছে। মিডিয়া থেকে জনগণ তাদের হয়েই আবার ভোট প্রচারে নামবে। এতো বড় অন্যায়কে জনগণ অন্যায় মনেই করবে না। মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়।

সে আইনে একজন চোর দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেল খাটছে। সেই একই আইনে লালুপ্রসাদ দেশের টাকা চুরির জন্য চোর সাব্যস্ত হয়ে জেল খাটছে। কিন্তু দেশের বিরোধী পক্ষের কোনও নেতার মনে লালুর প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হল না। উল্টে তার সঙ্গে জোট বাঁধার জন্য রাহুল গান্ধি দেখা করতে যাচ্ছেন। সেই রাহুল এদের নিয়ে নাকি দেশকে সুশাসন দেবে? যারা দেশের আইন তৈরি করেছে সেই আইনে একজন নেতা চোর সাব্যস্ত হয়ে জেল খাটছে। অথচ আমাদের রাজ্যের সততার প্রতীক মুখ্যমন্ত্রী লালুর প্রতি গদগদ। এই সব নেতারা অন্যায়কে মান্যতা দিতে জনগণকে বাধ্য করাচ্ছে– এটাই সব থেকে বড় সামাজিক অবক্ষয়। সত্য কোন দিন বিভাজিত হতে পারে না। কিন্তু আজকে তাই হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করাই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ। অথচ এই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ছলে বলে কৌশলে মানুষের ভোটাধিকারকে হরণ করা হচ্ছে। করছে কারা? না ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দল ও প্রশাসন মিলে। এই যে রক্ষকরা ভক্ষকের ভূমিকায় এটাই সামাজিক অবক্ষয়। সমাজের যার উপর যে কাজের ভার তারা যখন তা পালন না করে বিপরীত কাজ করে তখনই তা চূড়ান্ত সামাজিক অবক্ষয়ের নিদর্শন হয়।

রাজনীতিই হল দেশের চালিকা শক্তি। আর আদর্শহীন রাজনীতি হল শয়তানের পেশা। সেখানে শুধুই ক্ষমতা আর ভোগ। জনগণকে শুধু মিথ্যার প্রতিশ্রুতি। এই পেশাদার রাজনীতিকদের নীতিহীন আচার আচরণের রেশ চুইয়ে পড়ে সমাজের সব বর্গের উপর। দেশের কোথাও না কোথাও নানা অজুহাতে দুর্বলের উপর সবলের বুক ফাটা অত্যাচার হচ্ছে বিভিন্ন অজুহাতে। দেশের আইনকে তারা এতটুকু ভয় করে না। তাই অত্যাচারের ভিডিও করে স্যোশাল মিডিয়ায় ছড়াচ্ছে। সামাজিক অবক্ষয়ে মানবতা প্রথমেই পদদলিত হয়। প্রতিদিন তাই দেখা যাচ্ছে সামাজিক ক্ষেত্রে কী রাজনীতির ক্ষেত্রে। সেই মানবতা হীনতার সফল শিকার হল ওই ডাক্তারবাবু এবং আরও এক কলেজ ছাত্রী যে কয়েদীদের গাঁজা সাপ্লাই করত।

বিদ্বজনের সন্ধানে বাংলায় অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রতিক লোকসভা উপনির্বাচনের ফলাফলে বিজেপি বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদি,অমিত শাহ জুটির তথাকথিত পর্যুদস্ত হওয়া নিয়ে সারা দেশে বিজেপি বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্যমতের সুর শোনা যাচ্ছে। অবশ্য প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে কংগ্রেসকে জাতীয়তাবাদী দল হিসাবে সব রাজ্যে উপস্থিতি মেনে নিয়ে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে আঞ্চলিক দলগুলোর একত্র জোট হবে না, সুবিধাবাদী দলগুলো নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় খিচুরি জোট যা এখন ফেডারেল ফ্রন্ট নামে বাজারে বেশ চালু হয়েছে। অবশ্য ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে একাধিক আঞ্চলিক দল নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কতটা ঐক্যবদ্ধ থাকবে দেশের মানুষ এখন থেকেই সন্দিহান। উপনির্বাচনে দেশের বৃহত্তর ইস্যুগুলি নিয়ে ভোটাররা সেভাবে ভাবে না। স্থানীয় সমস্যা, জাতপাতের সমীকরণ বেশি প্রাধান্য পায়।নির্বাচন বিশ্লেষণের নামে উপনির্বাচনে কৈরানা লোকসভায় বিরোধী ঐক্যের সাফল্যকে সংবাদমাধ্যম বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলি প্রায় সান্ধ্যকালীন যুক্তি তর্কের আসরে নিজেদের পক্ষে সুবিধাজনক তথ্য দিয়ে বিরোধী জোটের পক্ষে জনগণের কাছে আবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করে। এই রাজ্যে সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের নানাবিধ ব্যক্তিগত সমস্যা, কর্মসংস্থান,জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি,ডিজেল পেট্রলের দাম বৃদ্ধি,ভাগাড় কান্ডের পরেও পচা মাংসের অস্তিত্ব,একশ্রেণীর অসাধুব্যবসায়ীর মধ্যে খাদ্য উপকরণের মধ্যে ভেজাল মেশানো নিয়ে এতটাই ব্যতিব্যস্ত যে ২০১৯ সালের লোকসভার সম্ভাব্য জোট,ঘোঁট আর মিডিয়ার নানা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই। তবু রাজ্যের মানুষ কৈরানা লোকসভার উপনির্বাচনে বিজেপির হারের

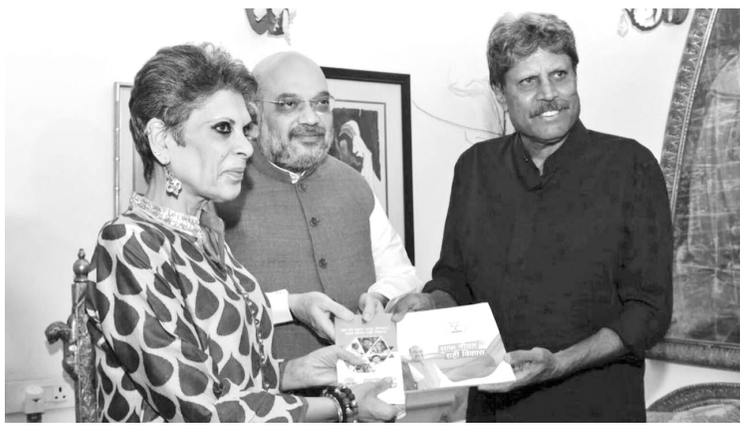

কারণ জানতে চায়।

২০১৮ সালে কৈরানা লোকসভা উপনির্বাচনে বিরোধী মহাজোট আর বিজেপি র প্রাপ্ত ভোট এইরকম

মোট প্রদত্ত ভোট : ৯৩৮৭৪২

বিরোধী মহা জোট : ৪৮১১৮২

বিজেপি : ৪৩৬৫৬৪

মহাজোটের প্রার্থী জয় হয়েছে ৪৪৬১৮ ভোটে।

শতকরা ভোট হিসাব ধরলে বিজেপি পেয়েছে ৪৬.৫% আর বিরোধী মহাজোট ৫১.১%

সেখানে ২০১৭ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে বিজেপি পেয়েছিল ৩৮.২% আর বিরোধী দলের সম্মিলিত ভোট ৫৭.২%। অর্থাৎ বিরোধী দলের সম্মিলিত ভোটের অপ্রতিরোধ্য ব্যবধান ১৯% নিয়ে বিজেপি ২০১৮ সালের লোকসভা উপনির্বাচনে মাত্র ৪.৬% ব্যবধানে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এই লোকসভার উপনির্বাচনে ভোট পড়েছে ৫৪% যা ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে প্রায় ১৮%কম। এই রাজ্যে জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতি দেখা যায় না। কিন্তু ৩৩% সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটের কথা মাথায় রেখে তৃণমূল দলের দৃষ্টিকটু ভাবে তোষণের রাজনীতি সংখ্যাগুরু হিন্দু ভোটারদের বিজেপির দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং ইতিমধ্যে এই রাজ্যে সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে বিজেপি প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা অর্জন করেছে। ধর্মীয় উন্মাদনা এবং অসহিষ্ণুতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।রাজ্যে এখন রাজনৈতিক অবস্থান অনেকটা স্থিতিশীল হয়েছে। কারণ বিরোধী দলগুলি এখন আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিরোধী দলের ভূমিকায় ছোটখাট ইস্যু নিয়ে জনগণকে রাস্তায় আন্দোলনের পথে নামিয়ে দিতেন এখনকার বিরোধী দলগুলি অত্যন্ত দায়িত্বশীল হয়ে পড়ায় সেভাবে এখন আর দেখা যায় না। তাছাড়া মিডিয়ারও যেন একটু গা ছাড়া ভাব। বিরোধী দলগুলির মধ্যে ভোট ভাগাভাগি করার ব্যবস্থা এবং রাজ্য প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে রাজ্যের শাসকদল কয়েক বছরের মধ্যে এই রাজ্যে জায়গা প্রায় পাকাপাকি ভাবে করে নিয়েছে। বঙ্গ জনতা এখন তৃণমূলমুখী।২০১৯ সালে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই রাজ্য থেকে ২২ টি লোকসভা আসন পাওয়ার যে দিবা স্বপ্ন দেখছে তার সম্ভাবনা খুব কম। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ ভালই জানেন ২০১৯ সালের দিল্লির মসনদ দখল করতে গেলে বাংলায় বিজেপির লোকসভা আসনে বেশ কয়েকটি সিট পাওয়া জরুরি। সেই কারণে বিজেপির এখন রাজনৈতিক পরিকল্পনা পরোক্ষভাবে সারদা,নারদা,রোজভ্যালি প্রভৃতি আর্থিক কেলেঙ্কারীর তদন্তের গতি বাড়িয়ে তৃণমূলকে ব্যতিবস্ত করা। তার সঙ্গে আছে সপ্তাহব্যাপী দলিত মৃত্যু নিয়ে এই রাজ্যে জনজাতির মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করে তা আগামী লোকসভা ভোটে কাজে লাগানো। তবে এখনকার বঙ্গের রাজনীতি ধর্মের আবেগে চলে।

অতীতে একসময় বিদ্বজনদের রাস্তায় নামিয়ে তৃণমূল রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও বর্তমানে সেই সমস্ত কবি,নাট্য,সাংস্কৃতিক জগতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এই রাজ্যের মানুষ আর ভরসা করতে পারে না। কারণ একসময়ের লড়াকু বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা নানা রকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে রাজ্যের শাসকদলে ভিড়েছে। সেইজন্য অমিত শাহ এই রাজ্যে এসে নতুন বুদ্ধিজীবীদের খোঁজ করছেন এখনও এই রাজ্যের সাংস্কৃতিক সচেতন নাট্য শিল্পী,লেখক,সাংবাদিক আছে যারা কোনও রাজনৈতিক দলে নাম লেখায়নি। বিজেপির আগ মার্কা হিন্দু সংগঠনের সাথে জড়িত অথবা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী হিসাবে রাজ্য বিজেপির নেত'ত্ব স্থানে আছে তার থেকে অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি ভাল করে খোঁজ করলে পাওয়া সম্ভব, যারা নিজ নিজ স্থানে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত এবং বিজেপির হিন্দুত্ব ধ্যান ধারনার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।এই জন্যই বোধ হয় প্রতি তিন মাস অন্তর অমিত শাহ নিত্য নতুন পরিকল্পনা বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে দেওয়ার কথা ভেবেছেন।

বীজের ভেল্কি গহনা তৈরিতে

অন্যরকম

রিম্পি ঘোষ: কৃষিবিজ্ঞানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'বীজ' বিজ্ঞান। এই বীজ থেকেই ফুল, ফল, সবজি তৈরি করা হয়। তাই এই 'বীজ' বিষয়টি ছাড়া কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষি কাজ অসম্পূর্ণ। তবে এ তো গেল বীজের চিরাচরিত প্রথাভিত্তিক উপযোগিতা। কিন্তু প্রথার বাইরে গিয়ে কৃষিকাজ ছাড়া ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে বীজের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার দিকেও এখন ঝোঁক তৈরি হচ্ছে। হুগলি জেলার মাখলা অঞ্চলের বাসিন্দা কাকলী ব্যানার্জী বীজের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার এমনই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কাকলীদেবী গত প্রায় সাত বছর ধরে বীজ থেকে হার, দুল ইত্যাদি তৈরি করে আসছেন। কাকলীদেবী জানান, তিনি শিমের বীজ, পটলের বীজ, করলার বীজ, উচ্ছের বীজ ইত্যাদি থেকে এই গয়না তৈরি করে থাকেন। তিনি বাড়িতেই পাশে জায়গা করে বীজ তৈরির জন্য বিভিন্ন সবজির চাষ করে থাকেন। এছড়াও বাজার থেকেও তিনি এই বীজ কেনেন। তিনি সারা বছর ধরেই এই বীজ থেকে গয়না তৈরি করে থাকেন। পরিবারে তাঁর স্বামী এক মেয়ে আছেন। স্বামীও তাঁকে এই কাজে সাহায্য করে থাকেন। মেয়ে এই বছর উচ্চ – মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে মেলায় এই বীজের হার, দুল বিক্রির পাশাপাশি দিল্লি সহ বাইরের বিভিন্ন রাজ্যে সারা বছর পাইকারিতে বীজের তৈরি হার, দুল বিক্রি করেন বলে কাকলীদেবী জানান।

পাঠকের কলমে

জল নিকাশির ভয়াবহ সমস্যায় ভুগছে নেতাজি পল্লি

প্রতি বর্ষায় নেতাজি পল্লিতে জন নিকাশির সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। জমা জলের মধ্য দিয়ে বাসিন্দাদের যাতায়াত করতে হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিকবার রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষের প্রতি দৃষ্টি করেছে বাসিন্দারা। কিন্তু কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

বর্তমানে নেতাজি পল্লিতে মূল রাস্তা থেকে দুই দিকে কিছুটা অপ্রশস্ত ড্রেনের কাজ করা হয়েছে। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ড্রেনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফলত বৃষ্টির সময় এবছর ড্রেনের মধ্যে জমে থাকা জল ও রাস্তার জল আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। অথচ বাবলু ঘোষের বাড়ির পাশে বড় কালভার্ট পর্যন্ত ড্রেনের কাজ সম্পন্ন হলে বর্ষাকালে পাঁচটি ওয়ার্ডের থেকে আগত জল ওই ড্রেনের মধ্যে কালভার্টের হাই ড্রেনে পড়লে জমে থাকা জল বেরিয়ে যায়।

এ বছর বাসিন্দাদের মধ্যে সর্বত্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিশেষভাবে পুর প্রধানকে জানানো সত্ত্বেও কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে এই পল্লির মধ্যে চলাচলের মধ্যে রাস্তা খুবই অযোগ্য ছিল, বাসিন্দারা নিজেরাই চাঁদা তুলে যদি এই রাস্তা মেরামত না করত, তাহলে সম্পূর্ণভাবে এই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ত। এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর লোক চলাচল করে, তাছাড়া নিকটবর্তী কামবাদ বয়েজ ও গালর্স স্কুলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ও যাতায়াত করে। আরও উল্লেখ্য ছাত্রছাত্রীরা বিশেষভাবে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা জামা জুতো ভিজিয়ে বর্ষাকালে খুবই কষ্টের মধ্যে যাতায়াত করে।

মিঠু ব্যানার্জী

রাজপুর–সোনারপুর

পাঠকের নিজস্ব মতামত : সম্পাদক দায়ী নয়

বীরভূম

নবম সিউড়ি চন্দ্রগতির সোহম

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাধ্যমিকে রাজ্যে নবম স্থান অধিকার করেছে সিউড়ি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ছাত্র সোহম আহমেদ। সোহমের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮১। বাংলা – ৯৩, ইংরাজি – ৯৭, গণিত – ১০০, ভৌতবিজ্ঞান – ৯৯,জীবনবিজ্ঞান – ৯৯, ভূগোল – ৯৮ এবং ইতিহাস – ৯৫। বাবা মহম্মদ সেলিম সেচদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার। মা শিক্ষিকা। বাড়ি সিউড়ি পাইকপাড়া। চিকিৎসক হতে চায় সোহম। সিউড়ি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ড: পবিত্র দাসবক্সী বলেন, 'খুব খুশি। যোগ্যতমের জয় হয়েছে'। সন্ধ্যায় বাড়িতে গিয়ে সোহম আহমেদকে এসএফআই র তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন এসএফআই বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক রুদ্রদেব বর্মন,সিউড়ি লোকাল কমিটির সভাপতি আনাস আক্তার এবং ডিওয়াইএফআই সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শতদল চ্যাটার্জী। কৃতী সোহমের বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানান জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। সোহম আহমেদের বাড়ি গিয়ে সম্বর্ধনা জানায় এবিটিএ বীরভূম জেলা শাখা। উপস্থিত ছিলেন এবিটিএ বীরভূম জেলা সভাপতি আশিস বিশ্বাস। স্বভাবতই কৃতী ছাত্রের ফলাফলে খুশির হাওয়া সিউড়ি শহরজুড়ে।

সাহাপুরে বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্ত্রীকে ঘরছাড়া করতে ডিটোনেটর দিয়ে নিজের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটানোর অভিযোগ উঠলো মদ্যপ স্বামী জামির মোল্লার বিরুদ্ধে। ১৩ই জুন সকাল এগারোটা সাহাপুর কাজিপাড়ার ঘটনা। জামির মেজিয়া পাথরখাদানের কর্মী। জখম জামির সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সদাইপুর থানার পুলিশ।

রাজনগরে সম্প্রীতির ঈদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনগর থানা শান্তি কমিটির উদ্যোগে ১৬ই জুন সকালে রাজনগর গোহাট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো সম্প্রীতির ঈদ । অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা রাজনগরের মানুষকে জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে একসাথে চলার বার্তা দেন। শেষে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে মিষ্টিমুখ করেন। জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর বরাবরই 'সম্প্রীতির শান্তি নগর' হিসাবে পরিচিত। পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেই ছবিটাই সামনে এলো আরেকবার। উপস্থিত ছিলেন রাজনগরের 'রাজাসাহেব' মহম্মদ রফিকুল আলম খান,রাজনগর থানার ওসি সুজয় তুঙ্গা সহ শান্তি কমিটির বিভিন্ন সদস্যেরা।

দুর্ঘটনায় মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার সকাল সাতটায় কেউদা গ্রামে অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় এমজিএস শেখ এবং রোশনী বিবি নামে এক দম্পতি। অ্যাম্বুলেন্সটি উল্টে যায়। অ্যাম্বুলেন্সের আরোহীরা পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লাভপুর থানার পুলিশ। রাস্তার পাশে বিদ্যুৎ মেরামতির কাজ চলছিলো। সেই কাজ দেখার সময় ১৫ই জুন রাত একটা নাগাদ নলহাটি আশ্রমপাড়ায় বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মারা যায় জনার্দন সাহা। জখম তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সংরক্ষিত কামরায় আরশোলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিয়ালদহগামী 'মাতারা' এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত কামরায় আরশোলা। ১৪ই জুন দুপুরে সাঁইথিয়া জংশন স্টেশনে বিক্ষোভ দেখালো যাত্রীরা। রেলকর্তারা ঘটনাস্থলে এসে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে দীর্ঘক্ষণ পর শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ডাউন 'মাতারা' এক্সপ্রেস।

বীরভূমে ঈদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তের সঙ্গে ১৬ই জুন শনিবার বীরভূম জেলায় পালিত হলো খুশির ঈদ উৎসব। বারা ঈদগাহ ময়দান,মুরারই নতুনবাজার ঈদগাহ ময়দানে সকালে নামাজে সামিল হয় এলাকার মুসলিম ধর্মাম্বলী মানুষজন। রাজনগর গোহাট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রীতির ঈদ । রাজগ্রাম অস্তুয়া পূর্বপাড়াতে ইসলামিক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সিউড়ি এবং সন্তোষপুর গ্রামে ঈদ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

বোমায় উড়ল দুহাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ জুন বগটুই পূর্বপাড়া তালবোনা পুকুরপাড়ে বোমা বাধাঁর সময় তা ফেটে টোটোন শেখ নামে এক যুবকের দুহাত উড়ে গিয়েছে। টুটুল শেখের বুকে আঘাত লেগেছে। মোট চারজন জখম হয়ে রামপুরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ইসলামিক কুইজ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঈদ উপলক্ষ্যে ১৬ জুন রাজগ্রাম অস্তুয়া পূর্বপাড়াতে অনুষ্ঠিত হলো ইসলামিক কুইজ প্রতিযোগিতা। চার থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন রাজগ্রাম মহামায়া হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক কাজী গোলাম মোতার্জা,মুন্সি খোকা,রায়হান রেজা,মুন্সি রিপন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ওয়াসিম বারি। প্রত্যেক বিজয়ীকে ইসলামিক কিতাব দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

ট্যাঙ্কারে আগুন আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার দুপুর একটা নাগাদ ৬০নং জাতীয় সড়কের রায়পুরে গ্যাস ট্যাঙ্কারের সঙ্গে পাথরবোঝাই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। সাধারণ মানুষজনের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থলে দমকল এবং মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। ৬০নং জাতীয় সড়কে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল।

উচ্চশিক্ষায় বাধা কৃতীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: উচ্চমাধমিক পরীক্ষায় চোখ ধাঁধাঁনো নম্বর নিয়ে পাশ করে উচ্চশিক্ষার পথে আর্থিক বাধা। সমস্যায় পড়ুয়ারা এবং তাদের পরিজনেরা। রাজনগর উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৪৪০ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে ছোটোবাজারের কৃষ্ণা বিশ্বাস। বৃদ্ধা মা, স্ত্রী নীলিমা সহ পাঁচ মেয়েকে ফেলে কয়েক বছর আগে বাবা পরিতোষ বিশ্বাস চলে গিয়েছে। বড়ো দিদি শ্বশুরবাড়িতে থাকে। বাকি দিদিরা কেউ মায়ের সঙ্গে সেলাই করে, কেউবা বিউটি পার্লারের কর্মী। শিক্ষিকা হতে চায় কৃষ্ণা। লোহাপুর চারুবালা গার্লস হাইস্কুল থেকে ৪৪৭ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে বারা–১ নং গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত তৈহার গ্রামের রাখী মাল। বাবা শ্রীকান্ত মাল দিনমজুর এবং মা গৃহবধূ। বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবার। ভাই ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। মাধ্যমিকে ৫৫৪ নম্বর পেয়েছিল। শিক্ষিকা হতে চায় রাখী। ৪২৯ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধমিক পাশ করেছে পল্লাবিত্তা প্রামাণিক। বাবা গৌতম প্রামাণিক চাষাবাদ করে। মাধ্যমিকে ৫৩৫ নম্বর পেয়েছিল। রাজনগর উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৪৫৩ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে গুলালগাছি গ্রামের পারমিতা মন্ডল। বাবা অশোক মন্ডল বিঘে দুয়েক ধান জমি আর একশো দিনের আয় থেকে কোনোরকমে সংসার চলে। দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফলাফল করার পরেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ মিলবে কী উচ্চশিক্ষার সুযোগ? কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কি ওদের পাশে দাঁড়াবে? আপাতত সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেবে একমাত্র সময়। আর তারদিকেই তাকিয়ে কৃষ্ণা, রাখী, পল্লিবিত্তা, পারমিতাদের মতো মেধাবী কৃতী ছাত্রীরা।

রাস্তাজুড়ে নির্মাণসামগ্রী, সমস্যায় কাটোয়াবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: রাস্তাজুড়ে ডাঁই করে রাখা মাটি, ইট, বালি, স্টোন চিপস প্রভৃতি। একদিন নয়, দিনের পর দিন এভাবেই পড়ে থাকছে এইসব নির্মাণসামগ্রী। এসবের কারণে যানবাহন চালকদের পাশাপাশি পথচারীদের যাতায়াতে বিস্তর সমস্যা হচ্ছে। এমনকী, মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটছে। অথচ কারও কোনও হেলদোল নেই। এইসব নির্মাণসামগ্রীর মালিক তো নয়ই প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরাও সব চুপ করে রয়েছেন। এমনই দৃশ্য প্রায়শই দেখা যাচ্ছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমা এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়। কাটোয়ার মহকুমাশাসক সৌমেন পাল এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রতিটি রাস্তা যানবাহন ও পথচারীদের নির্বিঘ্নে যাতায়াতের জন্য। আমজনতার সকলে এটাই জানলেও ইদানীংকালে যেন মানতে চাইছে না। আর যেকারণে প্রতিনিয়ত সমস্যা বাড়ছে। আমজনতার একাংশ তাদের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য রাস্তাকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তারা নিজেদের বাড়ি, দোকান, গোডাউন প্রভৃতি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ইট, মাটি, স্টোন চিপস, বালি, রড, বাঁশ, কাঠের পাটাতন, ঢালাই সরঞ্জাম প্রভৃতি নির্মাণসামগ্রী রাস্তার উপরেই স্তূপাকারে ফেলে রাখছে। রাস্তার অর্ধেকাংশজুড়ে দিনের পর দিন এইসব সামগ্রী ডাঁই হয়ে থাকার ফলে একসময় পুরো রাস্তাতেই তা ছড়িয়ে পড়ছে। যে কারণে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের পাশাপাশি পথচারীদের যাতায়াতে চরম সমস্যা

হচ্ছে। এমনকী, ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটছে। যা নিয়ে প্রায়শই বিভিন্ন এলাকায় যানবাহন চালকদের ওইসব সামগ্রীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।

কাটোয়া মহকুমায় মোট পাঁচটি ব্লকের পাশাপাশি দু'টি প্রাচীন শহর কাটোয়া ও দাঁইহাট রয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ সুবিশাল এই এলাকার মধ্য দিয়ে জেলা সদর শহর বর্ধমানের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তৈরি হয়েছে অনেকগুলি রাস্তা। ওই সব রাস্তা ভোর থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সদা ব্যস্ত থাকে। রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের মালবাহী ও যাত্রীবাহী যানবাহনের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত পথচারী, মোটর বাইক এবং সাইকেলের যাতায়াত লেগেই থাকে। অথচ সব জেনে বুঝেও কিছু বাসিন্দা অবিবেচকের মতো কাজ করেন। তাঁরা রাস্তার উপরেই বালি, মাটি, স্টোন চিপস প্রভৃতি ফেলে রাখছেন। এর ফলে রাস্তার পরিসর সংকীর্ণ হয়ে যায়।

ওই স্বল্প পরিসরের রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যানবাহন চালক সহ পথচারীদের। এমনকী, রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা বালি, স্টোন চিপসে চাকা স্কিট করার ফলে মোটরবাইক, সাইকেল সহ ছোটখাটো যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সপ্তাহখানেক আগে দুপুরবেলায় পুরাতন কাটোয়া কালনা রোডের উপর পানুহাট ইঁদারাপাড়া এলাকায় একটি ইট বোঝাই ট্রাক্টর–ট্রলির সঙ্গে একটি বাইকের সংঘর্ষ হয়েছিল। ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম বাইক আরোহী বর্তমানে কলকাতায় চিকিৎসাধীন। এই রোডের উপরেই একাধিক জায়গায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বাসিন্দারা নানাবিধ নির্মাণসামগ্রী ডাঁই করে রেখেছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। এভাবে রাস্তাগুলিতে দিনের পর দিন চরম অসুবিধা সৃষ্টি হলেও প্রশাসনের তরফে কোনও নজরদারি থাকে না বলে বিভিন্ন যানবাহন চালক সহ পথচারীদের অভিযোগ। কাটোয়ার মহকুমাশাসক সৌমেন পাল এবিষয়ে বলেন, যানবাহন ও পথচারীদের যাতায়াতে অসুবিধা সৃষ্টি করে রাস্তাগুলির উপর বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী রেখে দেওয়া যায় না। এই ধরনের অসুবিধা দূর করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে।

পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী সাংসদ

আলিপুর বার্তার খবরের জের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি আলিপুর বার্তা পত্রিকায় দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত ডি–রায়পুর অঞ্চলে এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও, ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের গ্রামগুলিতেও পানীয় জল ঠিকভাবে সরবরাহ হচ্ছিল না। মানুষকে জল কিনে খেতে হচ্ছিল। পানীয় জলের জন্য গভীর রাত থেকে মানুষ লাইন দিত। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২টি ডিপ টিউবওয়েল অনুমোদন করেছেন। ইতিমধ্যেই ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নলকূপ বসানোর মধ্যেই ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নলকূপ বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। অনেক জায়গায় মানুষজন বসানো ডিপ টিউবওয়েল থেকে পানীয় জলের পরিষেবাও পাচ্ছেন। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি স্বপন রায় বলেন, ৮২টি টিউবওয়েল বসানোর কাজ চলছে। বাকি ১০০টি কলের লিস্ট তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও মহকুমা শাসক ২২টি কল দিয়েছিলেন, সেটাও ১১টি অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে। বজবজ–২ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বুচান ব্যানার্জি বলেন, এলাকার মানুষের সমস্যার কথা আমরা সাংসদকে বলেছিলাম। তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন, এলাকার মানুষজন খুশি। রমজান মাসে পূজালিতে এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বজবজ–১ এবং বজবজ–২ নম্বর ব্লককে আরও ১০০টি করে টিউবওয়েল অনুমোদন করেন। তাঁকে আমাদের বজবজ–২ নম্বর ব্লকের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই। বুচানবাবু বলেন, আগামী দিনে জল প্রকল্পকে ঢেলে সাজানো হবে।

পার্কিং পাপের প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পাতার পর

সেটা যদি করে দেওয়া পুরসংস্থার পক্ষে সম্ভব হয় তবেই ওই পার্কিং চালু করা সম্ভব। একটা জুতুগৃহে তো আর তৃণমূল পুর বোর্ড কার–পার্কিং চালু করতে পারে না।

এতো গেল বর্তমানের গল্প। অতীতের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে বাম পুরসভার গর্ব ভারতের প্রথম স্বয়ংক্রিয় ভূগর্ভস্থ কার পার্কিং–এর আসল রহস্য। এই কার পার্কিং প্রকল্পটি তৈরি হয় কলকাতা পুরসভা এবং সিমপ্লেক্স প্রোজেক্টস লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে। নাম দেওয়া হয় সিমপার্ক। বিদ্যুৎ ও অগ্নি নিরোধক নিয়ম না মেনে নিউমার্কেটের মতো একটি সমৃদ্ধ স্থানে পার্কিং প্লট ও সামনে বেশ খানিকটা জায়গা ঘিরে এই প্রকল্প বানায় সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার। বিকাশবাবুর সাধের সেই সিমপ্লেক্স জনগণের করের টাকা ও জনবহুল এলাকায় পতিত জমি সৃষ্টি করে এখন বেপাত্তা। বিকাশবাবুর দল নানা কারণে ঝড় তোলেন পুরসভায়। কিন্তু সিমপার্ক নিয়ে স্পিকটি নট। ভূগর্ভে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ী বিপাকে। দেবাশিসবাবুদের চেষ্টার দিকে এখন তাকিয়ে সকলে।

এমন অতীত জানার পর স্বাভাবিকভাবে ভিড় করে এল অনেক আজানা প্রশ্ন। উত্তর খুঁজতে পড়তেই চারিদিকে শুধু নির্বিকল্প সমাধি। সকলেই মৌন ব্রত পালন করছেন। সিমপ্লেক্সের সঙ্গে এই ভূগর্ভস্থ পার্কিং বানাতে কত টাকা চুক্তি কি কি শর্তে হয়েছিল? এমন ত্রুটিপূর্ণ জতুগৃহ বানিয়েও সিমপ্লেক্স ছাড় পেয়ে যাচ্ছে কেন? তাদের বিরুদ্ধে কেন এফআইআর করছে না পুরসভা? পুরসভার ছোট লাল বাড়িতে কোনও উত্তর নেই। আজ অগ্নিনির্বাপণ দপ্তর পার্কিং চালু করতে বাধা দিচ্ছে। তবে কি ফায়ারের নো–অবজেকশন ছাড়াই তৈরি হয়েছিল প্রকল্প? যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আজকে আপত্তি কেন? কোনও উত্তর নেই ফায়ারের সদর দফতরে। শাসক চলে গিয়েছে। পড়ে আছে পাপ। সেই পাপের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে নতুন শাসকের দিনযাপন। অপারগ অক্ষম মানুষের একমাত্র ভরসা উপরওয়ালা। সে দিকেই তাকিয়ে তারা।

গ্রাহক পরিষেবায় নয়া দিগন্ত রাজ্যে

অরিজিৎ মণ্ডল, মথুরাপুর : বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও, রাজ্যের বহু গ্রাম পঞ্চায়েতে আজও নেই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যবস্থা। এবার রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু করতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় দফতরের রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধুসূচন চক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের আয়োজনে ব্যাঙ্ক বিহীন পঞ্চায়েতগুলিতে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র সিএসপি এবং সমবায় সমিতির সদস্য ও সদস্যাগণের দলগত স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দেবশ্রী রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এআরসিএস দীপক হালদার, স্টেট কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডায়মন্ড হারবার শাখার রিজিওনাল ম্যানেজার তনুজ সরকার, মধুরাপুরের জয়েন্ট বিডিও অভিষেক ভট্টাচার্য,

জেলা পরিষদের নব নির্বাচিত সদস্য অলোক জাটুয়া, পঞ্চায়েত প্রধান মুজিবর রহমান, ম্যানেজার ভূধর মাঝি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে মধুসূদন চক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ–এর সম্পাদক সুনীল কুমার মাইতি স্বাগত ভাষণে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এআরসিএস দীপক কুমার হালদার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন আজ পূরণ হলো। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, দক্ষিণ জেলায় ৫১টি সমবায় সমিতি ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পাবে। প্রথম পর্যায়ে ৫টি সমবায় সমিতি এই পরিষেবার আওতায় আসবে, তার মধ্যে এই সমবায় সমিতি এই পরিষেবায় প্রথম উন্নিত হলো।' অন্যদিকে রিজিওনাল ম্যানেজার তনুজ সরকার বুঝিয়ে দেন, সিএসপি হলে গ্রাহকরা কি সুবিধা পাবেন। তিনি বলেন, 'আজ থেকে এই সমিতিতে কোর ব্যাঙ্কিং সুবিধা সহ আরটিজিএস, চেক পরিষেবা আদান অপ্রদান করার সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা। যার ফলে চিটফান্ডের দিকে গ্রাহকরা আর কোনও দিনই ঝুঁকবেন না।' এছাড়াও তিনি নতুন বেশ কয়েকটি পলিসির সুবিধা গ্রাহকদের সামনে তুলে ধরেন। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'মথুরাপুর–২ ব্লকের বাসিন্দারা আজ ইতিহাস তৈরি করল। রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে এই ব্লকের মানুষ প্রথম বাস্তব রূপ দান দিল। আগামী দিনে রাজ্যের সব জেলায় এই পরিষেবা গ্রাহকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে, সমস্ত রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আগামী দিনে প্রতিটি সমবায়কে নির্মল সমবায় হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ও কৃষকরা যাতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সার জমিতে ব্যবহার করে দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা জয়ন্তী দলুই–এর মতো কৃষিকর্মন পুরস্কার পান, সেদিকে নজর রেখে সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩১ মে সকালে 'উত্তর কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের' উদ্যোগে 'তামাক বিরোধী দিবস' উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পথসভায় তামাক বর্জনের প্রয়োজনীয়তা ও তার উপকারিতা সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন সভাপতি বিশ্বজিৎ দে। সঞ্চালক ছিলেন শুভম রায় গুপ্ত। অনুষ্ঠানে কয়েক শত মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন হল বহু প্রতীক্ষিত রাস্তার

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর অঞ্চলের বহু প্রতীক্ষিত রাস্তা ও মহাশ্মশানের উদ্বোধন হয়ে গেল গত রবিবার। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঁচলা কেন্দ্রের বিধায়ক গুলশন মল্লিক। এছাড়া লস্করপুর তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল প্রধান মাননীয় নিখিল চক্রবর্তী মহাশয় এবং লস্করপুর অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য বিপ্লব পাত্র, সমর ঘোষ (বাবলু) মহাশয় ছাড়াও সকল সদস্য ও গ্রামবাসীবৃন্দ। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত লস্করপুর খাঁড়াপাড়ার থেকে হাউলি বাগান ফাউন্ডারিপার্ক পর্যন্ত রাস্তা এদিন উদ্বোধন হয়। এই রাস্তাটি তৈরির ফলে গ্রামবাসীদের গাববেড়িয়া হাসপাতালে যাওয়ার পথ আরও সহজ হল। যা গ্রামবাসীরা বার বার দাবি করে এসেছে। লস্করপুর নওয়াপাড়া গুড়ের বাজার মহাশ্মশানটি বিধায়ক গুলশান মল্লিকের অর্থ তহবিল থেকে নির্মিত হয়। এদিন সেটিও উদ্বোধন হয়। এছাড়া বিধায়ক এদিন আর একটি রাস্তাও শিলান্যাস করেন একাব্বরপুর বনবিবিতলা থেকে গাববেড়িয়া ছোট পোল পর্যন্ত। এদিন উদ্বোধনী ভাষণে বিধায়ক আরও কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ঘোষণা করেন যেমন– ফটিকগাছি থেকে দশ নম্বর পর্যন্ত রাস্তাটির পুনঃসংস্কার লস্করপুর অঞ্চল ত্রিফলা আলো লাগানো। বিধায়ক গুলশন মল্লিক তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন– 'উন্নয়নের কাণ্ডারী জনদরদী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা–মাটি সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসাবে লস্করপুর অঞ্চলের মানুষের স্বার্থে আমি কিছু করতে পেরে ধন্য। আগামী দিনে বহু উন্নয়ন মূলক যেসব কাজ বাকি তা করার আপ্রাণ চেষ্টা করব।' এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ভরসা শুধুই ভগবান

প্রথম পাতার পর

যাত্রী সংখ্যা ১৫০০ থেকে ১৮০০। যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের বালাই নেই। ফেরি চলাচলের ডাক কিনেছে যারা তাদের তৈরি একটি খড়ের চালাই ভরসা। না আছে ড্রপ গেট, না আছে শৌচাগার–পানীয় জল। আছে একটি পুরনো সোলার লাইট। এমন পরিকাঠামোয় সাইনবোর্ডের আশা বাতুলতা মাত্র।

নিরাপত্তা : এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আগের দুটি ঘাটের মতই। মাইকিং, জীবন সুরক্ষা বা অগ্নি নির্বাপণের সব ব্যবস্থাই এখানে অনুপস্থিত। সুন্দরবনের নদীর বুকে বহু নৌকাডুবি দেখেছি আমরা। মাস কয়েক আগে লুকালিতে জেটি ভেঙে দুর্ঘটনা এখনও টাটকা। কয়েকদিনের চাঞ্চল্য। নেতা মন্ত্রীদের নড়াচড়া। ফের সবাই নির্বিকার, নির্লিপ্ত। সুন্দরবনের ঘাটগুলি তাই পড়ে আছে সভ্যতার অনেক পিছনে। বিপদে ভরসা বনবিবি আর বাবা দক্ষিণ রায়। তাঁরা মুখ ফেরালে সলিল সমাধি একমাত্র মুক্তির পথ। আজ এখানেই শেষ করছি। আগামী সপ্তাহে বলব আরও অন্য ঘাটের কথা।

যুবকে ধমক মমতার

প্রথম পাতার পর

নাকি ইচ্ছা মতো চলো? সভায় উপস্থিত প্রবীণ তৃণমূল নেতাদের কয়েকজন চিৎকার করে বলেন, ''না মানে না।'' তারপর নেত্রী কড়া ভাষায় বলেন, কোথাও সমান্তরাল শক্তি হিসাবে যুব তৃণমূলের উপস্থিতি তিনি বরদাস্ত করবেন না। নেত্রী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যুব সভাপতি সওকত মোল্লার উদ্দেশ্যে বলেন, তোমার সঙ্গে জয়ন্ত নস্করের গোলমালটা কী? এসব চলবে না? বন্ধ না হলে দুজনকেই দল থেকে বের করে দেব। মমতা এদিন আরও বলেন, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়, হঠাৎ করে উঠে যাওয়া যায় না। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামের পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল নিয়ে তিনি স্থানীয় নেতাদের কৈফিয়ৎ চান। তিনি বলেন, সামনে লোকসভা ভোট, মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, অনিয়ম, অনৈতিক কাজকর্ম তিনি বরদাস্ত করবেন না। ভালবাসা দিয়েই মানুষের মন জয় করতে হবে, বন্দুক গুলি দিয়ে নয়। তিনি এদিন পরিষ্কার জানিয়ে দেন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহ সভাধিপতি তিনিই নির্বাচন করবেন।

প্রসঙ্গত এই সভার পর তৃণমূল নেতা কর্মী সমর্থকদের মধ্যে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, এই মুহূর্তে দলনেত্রী কারোর ওপরেই দলের মূল চালিকা শক্তির দায়িত্ব দিতে নারাজ। তিনি নিজেই প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দুটো ক্ষেত্রেই রাশ নিজের হাতেই রাখতে চাইছেন।

মূলে আঘাত! ক্ষিপ্ত নেত্রী

প্রথম পাতার পর

বস্তুত, এই পরিবারতন্ত্রের জাঁতাকলে পড়ে কংগ্রেসের মতো সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আজ পুরোপুরি ধুয়েমুছে সাফ হওয়ার জোগার। নেতৃত্বের অভাব এতটাই প্রকট হয়ে উঠছে যে রাহুল গান্ধির কর্তৃত্বটাই কেমন যেন মেকি হয়ে উঠছে ক্রমশ।

কংগ্রেসের এই ভাইরাস থেকে কোনওভাবে মুক্ত নয় তাদের গর্ভজাত দল তৃণমূল। বস্তুত, সেখানেও দল বড় না ব্যক্তি তা নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাফ বুঝিয়ে দিয়েছেন দলে থাকতে গেলে সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। কারও দাদাগিরি তিনি সহ্য করবেন না। নাম করে (নাম না করেও বটে) তিনি দলের কেষ্টবিষ্টুদের বুঝিয়ে দিয়েছেন দলের লাইনের বাইরে গেলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না। উলুবেড়িয়ার ভাইস চেয়ারম্যান থেকে কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস সবাই মুখ্যমন্ত্রীর এই তোপের সামনে পড়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডাকাবুকো যুব নেতা সওকত মোল্লাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কার্যত আঙুল তুলেছেন তাঁর পরবর্তী নেতৃত্বের দিকেই। তাও প্রশ্ন উঠছে, এই ধরনের মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী যে নতুন আউরালেন তা তো নয়। এর আগে বহুবার একথা বলেছেন তিনি। সতর্ক করেছেন অনেককেই। তাতে কাজের কাজ যে কিছু হয় নি সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে মূল দলের সঙ্গে যুব নেতৃত্বের লড়াই, ট্রেড ইউনিয়নের গোষ্ঠীবাজি বা মহিলা তৃণমূলের চুলোচুলি থেকে। এই জায়গাটা যতদিন না ঠিক করা যাচ্ছে ততদিন কিন্তু শিয়রে সংক্রান্তি থেকেই যাচ্ছে। এর মধ্যে বিরোধী পরিসর যদি দানা বাঁধতে আরম্ভ করে তবে শেষের সে দিন আসতে বেশি দেরি হবে না।

ঈদ মোবারক

পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে মুরারই গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের জানায় প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

–: সৌজন্যে :–

দুলাল বিন, প্রধান,
মুরারই গ্রাম পঞ্চায়েত মুরারই–১ নং ব্লক, বীরভূম

পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে মুরারই বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের জানায় প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন

–: সৌজন্যে :–

আলি মোতার্জা খান,
বীরভূম জেলা তৃণমূল সহসভাপতি,
রাজগ্রাম, মুরারই–১ নং ব্লক, বীরভূম

মহানগরে

পূর্বাভাস নয়, আবহাওয়াবিদরা এখন ধারাভাষ্য দেন

শক্তিভূষণ সরকার : নির্ধারিত সময়ের আগেই কেরালায় বর্ষা ঢুকে পড়েছে। বাংলার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছে সক্রিয় মৌসুমী বায়ু। দিল্লির মৌসম ভবন ও আলিপুর হাওয়া আপিসের সে কি নাচানাচি। কয়েকদিন আগের একটানা দু–তিন দিনের বৃষ্টি দেখে ঠাণ্ডা ঘরে বসে কম্পিউটরের মনিটরে স্যাটেলাইট চিত্র দেখিয়ে বলে দিলেন বর্ষা ঢুকে পড়েছে বাংলায়।

দু–এক দিনের মধ্যেই বাংলা জুড়ে সক্রিয় হয়ে উঠবে মৌসুমী। গ্লোবাল অর্থনীতিতে এখন আবার জিডিপি বাড়ায়, শেয়ার বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগায়। স্বাভাবিকভাবে আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাসে বাজার অর্থনীতি যখন স্বপ্ন দেখার তোড়জোড় করছে তখনই মৌসুমী আবহাওয়াবিদদের পর্দা ফাঁস করে ছাড়ল। শুরু হল তীব্র দাবদাহ। চারিদিকে আগুনের হলকা শুষে নিচ্ছে প্রাণবায়ু। এবার আবহাওয়াবিদরা পূর্বাভাস ছেড়ে ধারাভাষ্যকারে পরিণত হলেন। বলতে শুরু করলেন ওড়িশা উপকূলে নিম্নচাপ অক্ষরেখার অবস্থানের জন্য মৌসুমী দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে ঢুকতে পারছে না। মৌসুমী অনুপস্থিতিতে বিহার–ঝাড়খন্ড থেকে ঢুকছে গরম হাওয়া। আপনারা এটা আগে বুঝতে পারলেন না কেন? নিরুত্তর আবহাওয়াবিদরা তাকিয়ে থাকছেন ফ্যালফ্যাল করে। পরের প্রশ্ন মৌসুমী শক্তি হারাল কেন? আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তাদের ঘোলাটে চোখের নির্বাক উত্তর জন্ম দিচ্ছে আরও প্রশ্নের। সংবাদ মাধ্যমে 'ফেক' নিউজ ছাপালে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তি ছড়ালে যখন শাস্তির বিধান আছে তখন সরকারি আবহাওয়াবিদরা বিভ্রান্তি ছাড়ালে পার পেয়ে যান কেন? বিভ্রান্তির গাছে অশোক স্তম্ভ আছে বলে? নাকি জেনেশুনেও সরকারি ব্যর্থতা ঢাকতে অনেক কিছু চেপে যেতে হয়। বলতে হয় বর্ষা আসছে, চাষবাস ভাল হবে।

ভূগোলের যে কোনও ছাত্র জানে সূর্য উত্তরায়ণে এলে মরুভূমি সবচেয়ে বেশি তপ্ত হয়। সেখনে তৈরি হয় নিম্নচাপের কেন্দ্র। বাসাতে টান ধরে। মরুভূমির এই নিম্নচাপের শূন্যতা পূরণ করতে ছুটে আসে দক্ষিণের বাতাস। ফেরেলের সূত্রানুযায়ী এই বাতাসে ভর করে প্রথমে কেরালা, বাংলা ও অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। কিন্তু ভারতবর্ষের এই চিরাচরিত ঋতুচক্রে পরিবর্তন ঘটিয়েছে মরুভূমিতে সরকারি সবুজায়ন প্রকল্প। থরের বুকে বইছে খাল, সবুজের সমারোহ। মরুভূমি ঠাণ্ডা হওয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে না নিম্নচাপ। টানছে না বায়ু। মৌসুমী ঢুকছে না বায়ুর টানে। মরুভূমির প্রসারণ আটকাতে গিয়ে আটকে গেছে মৌসুমী। ফলে কখনও বর্ষার অভাবে সৃষ্টি হচ্ছে খরা আবার কখনও বর্ষা ঘটাচ্ছে বন্যা, প্লাবন। অনিয়মিত বর্ষার পরিমাণ দেখিয়ে নাচছেন আবহাওয়াবিদরা। খুশি সরকারে থাকা রাজনীতিকরা। ত্রাহি মধুসূদন মানুষের।

তারের জঙ্গল নিয়ে চিন্তিত মেয়র

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুর এলাকায় যে ইলেকট্রিক পোলগুলি রয়েছে সেগুলিতে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার কেবল, টেলিফোন, ইন্টারনেট প্রভৃতির তারগুলি এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে, যার ফলে অতিরিক্ত ওজনে অনেক সময় ওই পোলগুলি গোড়া থেকে ভেঙে পড়ছে। পরবর্তী সময়ে ওই সমস্ত ব্যবসায়ী সংস্থাগুলিকে খবর পাঠিয়ে কলকাতা পুরসংস্থার কর্মীরা যখন ওই পোলগুলি সারানোর জন্য যাচ্ছেন, তখন ওই ব্যবসায়ী সংস্থার প্রতিনিধিরা সঠিক সময় উপস্থিত থাকছেন না। ফলস্বরূপ ওই পোলগুলি সারাতে গিয়ে অনেক সময়েই ব্যবসায়ী সংস্থার তারগুলি ছিঁড়ে যায়। ফলে বহু ক্ষেত্রে পুরসংস্থার কর্মীদের সঙ্গে ওইসব ব্যাবাসায়ী সংস্থার প্রতিনিধি ও স্থানীয় এলাকার নাগরিকদের মধ্যে মতো বিরোধ বিশ্রী অবস্থায় পৌঁছায়। দক্ষিণ কলকাতার ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ বাম পুরপ্রতিনিধি মধুছন্দা দেব কলকাতা পুর সংস্থার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রশ্ন রাখেন, কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কী ভাবনাচিন্তা করছে? যদি এই জটিল সমস্যা সমাধানে কিছু ভেবে থাকেন তাহলে পুর প্রতিনিধিদের কাছে তা পরিষ্কার করে জানান।

মহানাগরিক প্রশ্নোত্তরের শুরুতেই বিরোধী পুরপ্রতিনিধিদের করা সমস্যার বিষয়টি কোনও দ্বিধা না করেই স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, কেবল তারের জঙ্গল বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই জঙ্গল কেটে আমরা সাফসুতরো করেই দিতে পারি। কিন্তু তার ফলে পুরবাসীরা নানান সমস্যার মুখোমুখি পড়বে। তবে এটাও দিকে ওই জঙ্গলের প্রায় ৭৫ শতাংশ তার 'ইন–অ্যাকটিভ'।

মহানাগরিক জানান, মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি নিয়ে সমস্ত জায়গাতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আমাদের কলকাতা শহরের পাশেই নিউ টাউন–রাজারহাট রয়েছে এবং সেক্টর ফাইভ বলে যে জায়গাটি রয়েছে সেই পরিকল্পিত শহরে বা পাটুলি–টাউনশিপ বলে যে জায়গাটি রয়েছে। সেখানে নতুন রূপে শহর তৈরি হওয়ার জন্য পুরনো শহরের কী কী সুবিধে–অসুবিধে রয়েছে, সেগুলি পর্যালোচনা করে সাধারণত তৈরি করা হয়। আধিকারিকরা আছেন, ইঞ্জিনিয়াররা আছেন। তাঁরা তা তৈরি করেন। রাস্তার পাশে মাটির নীচ দিয়ে বা রাস্তার মাঝখানে মাটির নীচ দিয়ে 'ডাক' তৈরি করে কেবল তার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু পুর প্রতিনিধিরা আপনারা হয়তো জানেন কলকাতা মহানগরের যা পরিসর, উত্তরে বরাহনগর পুরসভার কোল থেকে দক্ষিণে ঠাকুরপুকুর– জোকা এবং পূর্বে যাদবপুর থেকে পশ্চিমে গার্ডেনরিচ বা বড়ো বাজার এলাকায় রাস্তার পরিসর যা এই ভাবে 'ডাক' করা খুবই জটিল বিষয়। কারণ, ইতিমধ্যে কলকাতা মহানগরের রাস্তার নীচ দিয়ে নিকাশি, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, টেলিফোন–সহ বহু সংস্থার পাইপ ও তার গিয়েছে। কলকাতার ক্ষেত্রমানে (২০৫.০ বর্গ কিমি) রাস্তার পরিসর ৬.১৩ শতাংশ। মধুছন্দাদি আপনি একটু মন দিয়ে শুনবেন, আপনি খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ পুর অধিবেশনের উপযোগী প্রশ্ন করেছেন। মহানাগরিক আরও বলেন, মূল সমস্যা রাস্তার পরিসর এবং তার নীচে জায়গা, প্রায় কিছুটাও পাওয়া যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও কলকাতা মহানগরে যে সমস্ত কেবল অপারেটরা আছেন, তাদের কথা ব্যবসার বিষয়টি ভেবে, গত দিন ১৫ আগে রাজ্যের পুর বিষয়ক ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বিস্তারিত ভাবে একটি আলোচনা করেছেন। সেই সূত্র ধরে বলি যে সবাই মিলে কীভাবে একটি পাইলট প্রজেক্ট তৈরি করে তা নিয়ে আলোচনা, খুবই সিরিয়স আলোচনা হয়েছে। আশা রাখি খুব শীঘ্রই কিভাবে কলকাতা শহরের রাস্তার 'ডাক' তৈরি করা যায় এবং ওই ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে অর্থ সংগ্রহ করা যায়, তার বিশদ আলোচনা হয়েছে। আশা রাখি অল্প দিনের মধ্যেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলেই জটিল সমস্যা সমাধানের রাস্তাটি জানতে পারবো। এ বিষয়ে একটি কমিটিতে আছেন, ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মলয় ঘটক ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তারের জঙ্গল হঠাতে স্থায়ী ব্যবস্থা পুর প্রশাসন নেবে।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

বিবেক আদর্শে উদ্বুদ্ধ মিলন মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিবেকানন্দ আদর্শ মিলন মন্দির সংগঠনটি স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে টালিগঞ্জ অঞ্চলের দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের নৈশ অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা শ্রদ্ধার সঙ্গে দিয়ে আসছে। সংগঠনটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব প্রচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত রামকৃষ্ণ মঠ। (বেলুড় মঠ কর্তৃক উপদিষ্ট)।১৭ জুন রবিবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র তথা মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের সম্বর্ধনা ও ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়।যারা সম্বর্ধিত হলেন হেনা ব্যানার্জি (বনগাঁ), তুহিন রঞ্জন (মানকুণ্ডু), দীপান্বিতা সাহা (রাজার হাট, সল্টলেক), দেবাশিস দেবনাথ (কলকাতা), রিমি পাল (হরিপাল), অভিষেক দাস (কলকাতা), সুদীপ্তা সরকার (রানাঘাট), পুরুষোত্তম মাইতি (কাঁথি), অভিজিৎ রায় (কলকাতা), ঋজু শীল (বাঁকুড়া), অন্বেষা কালাম (হরিপাল), সুমন হাওলাদার (ঠাকুর নগর বঙ্গ), পুষ্কর দাস (কোন্নগর), সানু আরা খাতুন (কাঁথি), সোমনাথ রাউত (কাকদ্বীপ), শেখ সারিফ (বাঁকুড়া)।

দেশ–দেশান্তরে

ইঁদুরের পেটে ১২ লাখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ জুন অসমের তিনসুকিয়ার লাইপুলি এলাকার স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এক এটিএম (ডিএফবিকে ০০১৯৬১১৬) থেকে পাওয়া গেল ১২ লাখ টাকার ২০০০ এবং ৫০০ টাকার নোটের ছোট ছোট টুকরো। এটিএম মেশিন থেকে টাকা বেরোচ্ছে না কেন! খোঁজ নিতে দুই মিস্ত্রী মেশিন খুলতেই অবাক। ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ল কাগজের টুকরোর স্তূপ। ব্যাঙ্ক সূত্রে বলা হয়েছে এ কাজ সিদ্ধিদাতার বাহনেরই। মোট টাকার পরিমান ১২ লক্ষ ৩৮ হাজার। ওই এটিএমের দেখভালকারী সংস্থা এফআইএস গ্লোবাল বিজনেস সল্যুশন জানিয়েছে ১৯ মে তারা ওই মেশিনে পুরেছিল ২৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু পরদিন থেকেই অচল হয়ে যায় এটিএম। তিনসুকিয়া পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। তদন্ত চলছে।

গ্রেট ফল কাশ্মীরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'হামটি–ডামটি স্যাট অন আ ওয়াল, হামটি–ডামটি হ্যাড আ গ্রেট ফল'– জনপ্রিয় এই ইংরাজি ছড়াটি প্রতিভাত হয়ে উঠল জম্মু কাশ্মীরে। তবে একে ওয়াল না বলে 'রোপ' বলাই ভাল। ক্ষমতায় আসার প্রথম থেকে হামটি পিডিপি ও ডামটি বিজেপি কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার প্রশ্নে পরস্পরের উল্টোদিকে হাঁটছিল। ফলে 'গ্রেট ফল' ছিল অবশ্যম্ভাবী। সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছিল ঈদের সময় সংঘর্ষ বিরোধী সিদ্ধান্ত। পিডিপি প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মেহেবুবা মুফতির ডাকে সাড়া দিয়ে কেন্দ্র উৎসবের সময় দমননীতি বন্ধ রাখলেও তা হয়ে গেল একতরফা। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের পরপর হামলায় প্রাণ গেল সাংবাদিক ও জওয়ানদের। এরপরেও জঙ্গিদের সঙ্গে আলোচনাপন্থী মেহেবুবা চাইছিলেন বিরতি। কিন্তু কেন্দ্র তা শোনেনি। হয়ে গেল জম্মু–কাশ্মীরের জোট সরকারের গ্রেট ফল। আসলে এই জোট নিয়ে বিরোধী সহ রাজনৈতিক মহলের হাসির খোরাক হয়ে উঠেছিল বিজেপি। এখন কাশ্মীরের শান্তিপ্রিয় মানুষ থেকে সেনা জওয়ান সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

গণতন্ত্রের কেজরী রূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় গণতন্ত্রে কম শতাংশ মানুষের সমর্থন পেয়েও ক্ষমতা দখল করা যাবে। স্বল্প শিক্ষিত মানুষও মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন। হতে পারেন শিক্ষামন্ত্রীও। অপরাধের অভিযোগে জেলের ভিতরে থেকেও নির্বাচনে লড়া যায়, জেতা যায়। এসব আমরা দেখেছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তাঁর আমলাদের বিরুদ্ধে অনশনে বসতে পারেন। এ ধারণা ছিল না। দেখালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিবাল। রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেলেও সিদ্ধহস্ত তিনি। দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দিলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থনের টোপ দিয়েছিলেন কেজরী। অবশেষে রাজধানীর সম্মান রক্ষার্থে আলোচনার আশ্বাসে বন্ধ করেছেন কেজরীর নাটক।

সম্প্রীতির বার্তা ছড়ায় যাত্রাশিল্প, ঘটায় কৃষ্টির বিকাশ

আশরাফুল ইসলাম:

সংস্কৃতিপ্রিয় বাঙালি জাতির চিন্তা, মনন ও জীবনাচরণের যে স্বাতন্ত্র্য তা চিরকাল এই জাতিকে গৌরবান্বিত করেছে। আবহমান বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির তেমনি এক শক্তিশালী মাধ্যম যাত্রা। হাজার বছর পেরিয়েও প্রাচীন এ সাংস্কৃতিক মাধ্যমটি পূর্ণ অবয়ব নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি এখনো। অন্যদিকে, ধার করা ভিনদেশি সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলো দ্রুততার সঙ্গে এদেশে গেড়েছে স্থায়ী আসন। অপসংস্কৃতির আগ্রাসনকে বিকশিত রূপ দিতেও রয়েছে নানান পৃষ্ঠপোষকতা!

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাত্রার মানোন্নয়নে অতীতে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা না থাকায় সীমাহীন অবহেলা নিয়ে আপন গতিতেই বিকশিত হয়েছে মূলত গ্রামীণ এ শিল্পমাধ্যম। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে পেশাদার যাত্রাদলের হাত ধরে একটি সুস্থিত কাঠামোতে ফিরে আসে যাত্রা। আশির দশকে কিছুটা প্রাণসঞ্চার হয় যাত্রাশিল্পে। ১৯৮৭–৮৮ সালে দেশে ২১০টি পেশাদার যাত্রাদল ছিল। যা পরবর্তীকালে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে শুধুই হ্রাস পেয়েছে সংখ্যা।

২০১২ সালে এসে পেশাদার যাত্রাদলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬৫–তে। বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের তথ্য অনুযায়ী– বর্তমানে কুশলী ও কর্মীসহ যাত্রাশিল্পীর সংখ্যা ২০ হাজার ৩শ'। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ শিল্পের ওপর নির্ভরশীল প্রায় ৫ লাখ। ৯০'র পর থেকে অশ্লীলতা, নিরাপত্তা সমস্যাসহ নানা অজুহাতে যাত্রাশিল্পকে আবদ্ধ করা হয় নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে। ১৯৯১–৯৬'র মধ্যে ৬ বার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যাত্রানুষ্ঠান বন্ধের জন্য। সে সময় ১০১৪ দিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে যাত্রানুষ্ঠান। সংশ্লিষ্টদের দাবি– এতে যাত্রাশিল্পের ক্ষতি হয় ৩৩ কোটি ৫ লাখ ২০ হাজার টাকা।

যাত্রাই একমাত্র সাংস্কৃতিক জনমাধ্যম যার মাধ্যমে এক সঙ্গে ১৫/২০ হাজার মানুষের বিনোদন চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। বিনোদনের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের মাঝে শিক্ষণীয় নানা বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও যাত্রার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রাচীনকালে ধর্মীয় উৎসবে শোভাযাত্রার আবহে পৌরাণিক কাহিনীর গীতিবদ্ধ উপস্থাপনা এক সময় যাত্রাগান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কবি তপন বাগচী রচিত গবেষণামূলক গ্রন্থ বাংলায় যাত্রাগানের উদ্ভব।' বইটিতে বিশ্বকোষ প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসুর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে–অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই প্রকাশ্য রঙ্গভূমে বেশভূষায় ভূষিত ও নানাসাজে সুসজ্জিত নরনারী লইয়া গীতবাদ্যাদী সহকারে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ অভিনয় করিবার রীতি প্রচলিত। গীতবাদ্যাদীযোগে ওই সকল লীলোৎসব– প্রসঙ্গে যে অভিনয়ক্রম প্রদর্শিত হইয়া থাকে–তাহাই প্রকৃত যাত্রা বলিয়া অভিহিত।'

ফোকলোরবিদ ড. আশরাফ সিদ্দিকী মনে করেন, ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে– প্রাচিন ইন্দো–ইউরোপীয় শব্দমূল যা' ধাতু থেকে, যার অর্থ গমন–যাত্রা শব্দের উৎপত্তি। যাত্রা গবেষকগণ এই শিল্পের উদ্ভবকে দেখেছেন, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আদিযুগ, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগ এবং উনবিংশ শতাব্দী থেকে চলমান সময় পর্যন্ত আধুনিক যুগ হিসেবে।

যাত্রার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যাত্রা গবেষক ও কবি ড. তপন কুমার বাগচী লিখেছেন, ১৮৬০ সালে ঢাকায় কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১১–৮৮) কৃষ্ণ বিষয়ক ঢপ কীর্তন পরিবেশনের পাশাপাশি পৌরাণিক পালা রচনা ও মঞ্চায়নের মাধ্যমে যাত্রার যে গতি সঞ্চার করেন, চারণকবি মুকুন্দ দাসের (১৮৮৭–১৯৩৪) হাতে তা হয়ে ওঠে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের জাগরণী মন্ত্র।

বিশ্ব শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রজেন্দ্র কুমার দে'র (১৯০৭–৭৬) হাতে যাত্রা বিকশিত হয়ে পৌরাণিক পালার পাশাপাশি ঐতিহাসিক, লোককাহিনীভিত্তিক ও সামাজিক পালায়। পেশাদার যাত্রাদলের আবির্ভাবে যাত্রা হয়ে ওঠে গ্রাহ্য শিল্পমাধ্যম। আধুনিক নগর জীবনে যেমন থিয়েটার, গ্রামীণ জনপদে তেমনি যাত্রা' এখনো অন্যতম বিনোদন–মাধ্যম হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। স্থূলতা, গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতার অভিযোগ এবং নানা নেতিবাচক ধারণা সত্ত্বেও যাত্রার প্রভাব ও বৈভবকে অস্বীকার করা যায় না।'

বাংলা শিল্প–সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই যাত্রার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাংলা ভাষার বিখ্যাত কবি–সাহিত্যিকদের অনেকেই দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলেন যাত্রায়। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরীশ চন্দ্র ঘোষ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কেবল ব্যক্তি জীবনেই যাত্রা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না, তাদের সাহিত্যকর্মেও ছিল যাত্রার উজ্জল উপস্থিতি।

যাত্রাশিল্পী ও গবেষকরা মনে করেন, যাত্রা কেবল বিনোদন মাধ্যম নয়, লোকশিক্ষার বাহনও। নিরক্ষতার অনগ্রসর সমাজে যাত্রা পালন করছে ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়ের ভূমিকাও। রাজাবাজী জেলার বালিয়াকান্দির বাসিন্দা যাত্রাশিল্পী কল্পনা ঘোষ (৫২)। শৈশব থেকেই যাত্রার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। পুরো জীবনের অভিজ্ঞতা–স্মৃতি বলতে যা কিছু, তার সবই যাত্রাকে ঘিরেই।

যাত্রাশিল্পী কল্পনা ঘোষ বলেন, শিশুকাল থেকে যাত্রাপালায় অভিনয় করছি। এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে ৩ ছেলে মেয়ে মানুষ করেছি। ভালবেসে এখনো ধরে রেখেছি যাত্রাভিনয়। বর্তমানে তরুণরা আর যাত্রাভিনয়ে আসতে চায় না। তরুণরা এগিয়ে আসলে এ শিল্পের উত্তরণ ঘটতো। এটি একটি ভাল মাধ্যম। এখানে শেখার অনেক কিছু রয়েছে।'

সংকটের আবর্তে যাত্রা শিল্প

প্রাচীন শিল্পমাধ্যম যাত্রার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয় ব্রিটিশ শাসনামলেই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি উচ্চারিত হওয়ায় ব্রিটিশ শাসকরা বন্ধ করে দেয় মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা। পাকিস্তান আমলেও যাত্রাশিল্পটি রক্ষণশীল ও মৌলবাদীদের রোষানলে পড়ে। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খাঁ'র নির্দেশে বন্ধ করা হয় রূপবান যাত্রা। যাত্রাশিল্পীদের অভিযোগ, ১৯৭৫'র পর স্বাধীন দেশেই বাঙালি সংস্কৃতির শেকড় যাত্রাকে নিয়ে শুরু হয় নানা ষড়যন্ত্র।

১৯৯২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি যাত্রা বন্ধে সরকারি আদেশ জারি করা হয়। বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট যাত্রাশিল্পী মিলন কান্তি দে এই শিল্পের চলমান সংকট প্রসঙ্গে জানান, যাত্রানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়, তার জন্য যাত্রাশিল্পীরা দায়ী নন।

একশ্রেণির ভুঁইফোড় ও বিকৃত মানসিকতার প্রদর্শকরা এর জন্য দায়ী। এরা কেউ পেশাদার যাত্রা প্রদর্শক না। আমরা একাধিকবার বলেছি, অশ্লীলতা যাত্রাশিল্পীরা করে না, কেউ করলে আমরা প্রশাসনকে তাৎক্ষণিক অবগত করি তা বন্ধ করার জন্য। তারপরও পুরো দায়ভার এ শিল্পকেই বহন করতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন–জীবিকা এ শিল্পের ওপর নির্ভর করে। নানা সময়ে এ শিল্পকে বন্ধ করে দেয়ার যে অপচেষ্টা হয়েছে তা মূলত বাংলা সংস্কৃতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করার অপপ্রয়াস। সরকারের কাছে আমরা এ শিল্প রক্ষায় নানা সময়ে আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু কোনো ফল হয়নি।'

মিলন কান্তি দে মনে করেন– যাত্রাশিল্পকে আরো বিকশিত রূপ দিতে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত নাট্যকাররা তেমন ভূমিকা রাখছেন না। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত নাট্যকাররা যাত্রাপালা লেখেন, আমাদের নাট্যকাররা যাত্রাপালা লেখেন না। এখানে তাই ভাল মানের পালা রচিত হচ্ছে না। এ শিল্পের সামগ্রিক বিকাশের পথে এটিও একটি বড় বাধা হিসেবে দেখেন মিলন দে।

সাড়া জাগানো পালা

নামিদামি পালাকারের অভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যাত্রাশিল্পীরাই এক সময় পালা রচনায় হাত দেন। এর মধ্যে খুলনার পরিতোষ ব্রহ্মচারীর নদীর নাম মধুমতি, ক্লিওপেট্রা, ইসহাক আলির সুন্দরবনের জোড়াবাঘ, এমএ মজিদের সোনার বাংলা, যশোরের সাধন মুখার্জির শতাব্দীর মহানায়ক, নিচের পৃথিবী, ঢাকার ননী চক্রবর্তীর ডিস্কো ড্যান্সার, দস্যুরানি, যৌতুক, চট্টগ্রামের মিলন কান্তি দে'র মায়ের ছেলে, দাতা হাতেম তাই, বিদ্রোহী নজরুল, বাংলার মহানায়ক, গাইবান্ধার আব্দুস সামাদের গরিবের আর্তনাদ, ফরিদপুরের হারুনর রশিদের শতাব্দীর মহানায়ক মুজিব, মুন্সিগঞ্জের আরশাদ আলির সতী কেন কলঙ্কিনী, গৌরীমালা, মানিকগঞ্জের জ্যোৎস্না বিশ্বাসের রক্তস্নাত একাত্তর উল্লেখযোগ্য।

ফরিদপুরের ভাঙা উপজেলার খাটরা গ্রামের শামীম হোসেন (৪০) স্কুলজীবনে শখের বশে যোগ দিয়েছিলেন যাত্রা দলে। পরিণত বয়েসে এসেও ভাল লাগার ভাঁটা পড়েনি এতটুকু। তিনি জানান, দেশের সিংহভাগ যাত্রাশিল্পীর অবস্থান গ্রামে। দেশের সংস্কৃতিকে ভালোবেসে যাত্রাশিল্পের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করার পর অনেকটা আবেগেই অন্য কোনো পেশায় যাওয়ার কথা ভাবেননি সংস্কৃতিপ্রেমিক মানুষগুলো। এক সময় গ্রামাঞ্চলে যাত্রানুষ্ঠান, সারি–সারি–কবিগান ছাড়া বিনোদনের অন্য কোনো মাধ্যম ছিল না। একমাত্র এই বিনোদনই সাধারণ মানুষকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতো।

শামীম হোসেনের মতে, ধীরে ধীরে টেলিভিশন, সিনেমাহল ও বিনোদনের অন্য মাধ্যমগুলো সহজলভ্য হলেও যাত্রার জনপ্রিয়তায় কোনো প্রভাব পড়েনি। যাত্রানুষ্ঠান আয়োজনের ওপর নানাভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ হলেও গত দু'দশকে এ শিল্পের ওপর লাগাতার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ফলে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে বাংলা সংস্কৃতির প্রাচীন এ শিল্প মাধ্যম ও এর সঙ্গে জড়িত শিল্পীদের জীবন–জীবিকা।

অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও অন্য পেশার সঙ্গেও যুক্ত –এমন যাত্রাশিল্পীরা ভাল থাকলেও চরম দুর্দিন পার করছেন গ্রামে–গঞ্জে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা অনেক যাত্রাশিল্পী। জীবনের শেষ বয়েসে এসে অনেক যাত্রাশিল্পীর অসুস্থ হয়ে ভিক্ষুকের মতো হাত পাতা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তার মতে, যাত্রা শিল্পের চলমান সংকট দূর করা না গেলে এক সময় ডাইনোসরের মতোই বিলুপ্ত হবে বাংলার যাত্রা।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সহায়ক ভূমিকা রাখায় মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা বন্ধে ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল প্লেস অফ পাবলিক অ্যামিউজমেন্ট অ্যাক্ট' প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে দেশের স্বাধীনতার জন্য গণ আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও স্বাধীন দেশে যাত্রার জন্য কোনো সুসংবাদ মেলেনি।

যাত্রাদল গঠনে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। পালা পরিবেশনের জন্যও অনুমতি নিতে হয় জেলা প্রশাসকের কাছ থেকেই। নতুন করে অনুমতি নিতে হয় অন্য জেলায় গেলে।

সংশ্লিষ্ট থানা থেকে প্রতি রাতের জন্য পৃথক অনুমতি নিতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাত্রার মানোন্নয়নে অতীতে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা না থাকায় সীমাহীন অবহেলা নিয়ে আপন গতিতেই বিকশিত হয়েছে মূলত গ্রামীণ এ শিল্পমাধ্যম।

যাত্রাশিল্পী ও গবেষকদের মতে, বর্তমানে এ অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যাত্রাশিল্পীদের কেবল নামমাত্র রাখা হয়– শুধু অনুষ্ঠানের অনুমতি লাভের জন্য। অনেক ক্ষেত্রে তাদের অভিনয় মঞ্চেও উঠতে দেওয়া হয় না–সেখানে চলে যাত্রার নামে অন্য কিছু। যাত্রাশিল্পীদের রঙিন সাজে সজ্জিত করে বসিয়ে রেখে চুক্তির টাকা দেওয়া হয়।

যাত্রাশিল্পীদের দাবি–বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় কিংবা নিজেদের পালা আয়োজনের সামর্থ্য না থাকায় বাধ্য হয়েই এ অন্যায় মেনে নিতে হয় শিল্পীদের। প্রকৃতপক্ষে অশ্লীলতা বা অন্যসব অপরাধকর্মে কোনো সম্পৃক্ততা নেই তাদের। চলমান এসব সংকট ও আর্থিক নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির কারণে নতুন শিল্পী এক রকম তৈরি হচ্ছে না বললেই চলে। যারা শৈশব থেকেই জড়িত হয়েছেন যাত্রায়, তাদেরও অনেকে সন্ধান করছেন নতুন পেশার।

যাত্রাশিল্পের বিরাজমান নাজুক পরিস্থিতি হয়েছে অনেকটা যাত্রাশিল্পীদের নিজেদের দোষেই। কারণ, প্রাচীন এ সাংস্কৃতিক মাধ্যমটিতে অশ্লীলতা ঢুকিয়ে, এর মাধ্যমে সংকুচিত করা হয়েছে শিক্ষা গ্রহণের জায়গাটি।

অনেক ক্ষেত্রে যাত্রাশিল্পীরা নিজেরা দায়ী না হলেও একে প্রতিহত করার জোরালো চেষ্টাও নেই তাদের মাঝে। যাত্রাশিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এভাবেই নিজের মূল্যায়ন তুলে ধরেন বাংলাদেশের প্রথিতযশা নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ।

তিনি বলেন, মৌলবাদীরা চায় না যাত্রাশিল্প বিকশিত হোক। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই এক সময় যাত্রাশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ একে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তবে নানা টানাপড়েন সত্ত্বেও এ শিল্পে কিছু নিবেদিত কর্মী রয়েছেন। আমরা তাদের সঙ্গে রয়েছি।'

বিশেষ প্রতিবেদক–ঢাকা, বাংলাদেশ

মাঙ্গলিকী

তারাপদ মুখোপাধ্যায় স্মরণ সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'শব্দের ঝংকার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত তারাপদ মুখোপাধ্যায়–এর ২৯ তম বার্ষিকী স্মরণ সন্ধ্যা পত্রিকা ভবনে অনুষ্ঠিত হল ৩ জুন। তিনি প্রয়াত হন ১৯৮৯ সালের জুন মাসে। পত্রিকা প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮ সালে। মাসিক সাহিত্য সভা শুরু হয় ১৯৮৫ সালে তাঁরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়। তিনি সিপিআই(এম) দলের সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায় স্বাগত ভাষণে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। এক মিনিট নীরবতা পালনের পরে শুরু হয় স্মৃতিচারণা, সঙ্গীত, কবিতা পাঠ। অংশ নেন সুজিত দেব সরকার, নিত্যানন্দ দাস, ঝুনু ভৌমিক, ডাঃ সমীরণ কুমার বেতাল, সুদীপা সাহা, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, পলি ঘোষ, শান্তা কর রায়, ছবি গিরি, অঞ্জনা দাস, শুভ কর রায়, সুদীপা মজুমদার, চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক পাত্র, রত্না রায়, সমীর কুমার রুদ্র, শ্যামসুন্দর বসু, অরীন কুমার বসু প্রমুখ। সঞ্চালনায় স্বপন পাল।

বিশেষ সংযোজন : এবছরে শব্দের ঝংকার ৪০ বছর পূর্ণ করতে চলেছে। সুতরাং পত্রিকার সব লেখক–পাঠক এক সাথে এগিয়ে আসুন একটি বিশেষ সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে স্মরণ করুন কবিতা শুরুর গান 'মনে হয় যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ'...

সঙ্গীত সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ মে সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে 'আপন জনের' উদ্যোগে এক মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুশোভন মুখার্জি। গুণীজন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় দেবশংকর হালদার (অভিনেতা), শৌভিক মজুমদার, দীনেশ প্রসাদ এবং আশিস ঘোষকে। শেষে মানব রায়ের নির্দেশনায় 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটক সাফল্যের সাথে পরিবেশিত হয়। অভিনয় করেন রূপকুমার বসু, অম্বরীশ রায় প্রমুখ।অনুষ্ঠানে অসংখ্য দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

সঙ্গী সোনারতরী

তাপস রায়, বেহালা : সম্প্রতি বেহালা শখের বাজার গীতাঞ্জলি পার্কে বেহালার লেখক–কবি–শিল্পী–সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে সোনারতরী ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হলো। ওই দিন পার্কে উপস্থিত সকল পাঠক–পাঠিকাদের সোনার তরী পত্রিকার মূল আকর্ষণের দিকগুলির প্রতি আলোকপাত করেন সম্পাদক বিমান গুহঠাকুরতা।

অঙ্কনের ত্র্যহস্পর্শ

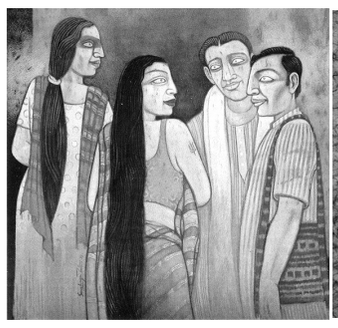

স্নেহাংশু শেখর দাসের ফ্রেন্ডস

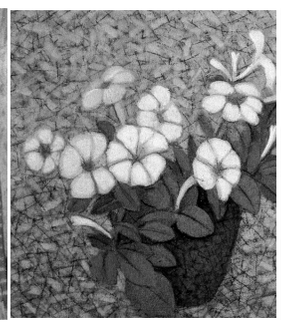

সুব্রত পালের ফুল

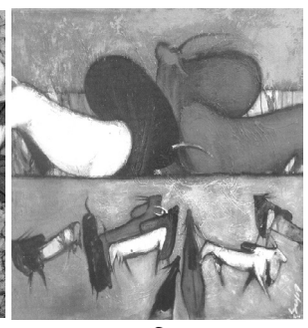

সুশান্ত দত্তর বুল কিংডম

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের তিন শিল্পীর যৌথ প্রদর্শনী হয়ে গেল। ২২ থেকে ২৮ মে ২০১৮ পর্যন্ত। তিনি শিল্পীর মধ্যে আলাদা আলাদা স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। রং বিন্যাসের মধ্যে বৈচিত্র্য পাওয়া যায় যে যার নিজস্ব কথার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন। কেউ আবার নরম রং ব্যবহার করেছেন, কেউ আবার বেশি চড়া রং ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। এরা হলেন স্নেহাংশু শেখর দাস, সুব্রত পাল এবং সুশান্ত দত্ত।

স্নেহাংশু শেখর দাসের, কালি–কলমের কাজগুলি মন্দ নয়। রঙের ছবিগুলির মধ্যে সরাসরি বক্তব্য রেখেছেন। কোনও জটিলতার মধ্যে যাননি, সমস্তটাই ড্রইং ভিত্তিক। মুখগুলির মধ্যে অনেকটাই ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ছাপ পাওয়া যায়। সুব্রত পাল– ফুলের কাজগুলি ভালো লাগছিল। কিন্তু কয়েকটা জায়গায় হলুদ রং এত ব্যবহার করে যে টেকচার আনতে চেষ্টা করেছেন শিল্পী– তাতে ফুলের বিন্যাসের কাছে চলে এসেছে হলুদ টেকচার যদি আর একটু সচেতন ভাবে দেখলে অন্যরকম মাধুর্য পেতো। তবে শিল্পীর প্রায় এক রঙে গাছের টেকচার ব্যবহার করেছেন– বাটিকের মতো। কিন্তু বাটিক নয় বেশ ভালো লাগছিল।

সুশান্ত দত্ত– ষাঁড়ের বিভিন্ন ভঙ্গিকে নানাভাবে ভাঙতে চেষ্টা করেছেন। গতিময়তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। লাল, সাদা, কালো, হলুদ, সবুজ রঙের সংমিশ্রণে। আবার কিছু ছবির মধ্যে বক্তব্যটা পরিস্ফুট নয়। তিন সুরের সমারোহে প্রদর্শনীটি বৈচিত্রপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

বেহালার শকুন্তলা পার্কস্থিত 'চিলড্রেন হার্ট ড্রইং স্কুলে'র দ্বিতীয় বর্ষের চিত্র প্রদর্শনী বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রোডস্থিত 'অভিসার আর্ট গ্যালারি'তে অনুষ্ঠিত হল। পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত চিত্র শিল্পী ও ভাস্কর দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী। তিনি চিত্র প্রদর্শনীতে উন্নতমানের ছবি দেখে উচ্চ প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বরিষ্ঠ শিক্ষক হরিপদ সরকার এবং বেহালার বসুধা সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা সাধনা ঘোষ। প্রদর্শনীটি গত ১৪–১৮ জুন পর্যন্ত খোলা থাকে। চিত্র প্রদর্শনীতে বহু দর্শকবৃন্দের সমাগম ঘটে। প্রদর্শনীতে আর্ট স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের ২০০–র অধিক আঁকা ছবি স্থান পায়। ড্রইং স্কুলের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ পাল সকল ছাত্রছাত্রীকে আগামী দিনে আরও উচ্চমানের ছবি আঁকার জন্য উদ্দীপিত করেন।

জেলার শিল্পীদের সমন্বয় অভিবন্দনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন জেলার শিল্পীদের নিয়ে সৃষ্টির অভিবন্দনা গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শনালয়তে ১৩ জুন থেকে ১৬ জুন ২০১৮ এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত চিত্রকর ওয়াসিম কাপুর, অতীন বসাক, রূপচাঁদ কুণ্ডু এবং প্রখ্যাত চিত্রকর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক্সের অধ্যাপক পরাগ রায়।

বিভিন্ন জেলার শিল্পীদের নিয়ে এই প্রদর্শনী খুব সাড়া ফেলেছিল। প্রত্যেকটি শিল্পী কাজ সকলের মন কাড়ে। হাওড়ার পারমিতা সরকারের রঙ তুলির টানে বর্ণময় চিত্রগুলি অসাধারণ ছিল। উত্তর দিনাজপুরের নিবেদিতা দাশগুপ্তের কালো সাদ চিত্রের উপর স্বর্ণজ্জোল গহনা সমৃদ্ধি যে পোট্রেট তিনি তুলে ধরেছিলেন তাও সকলের মন কাড়ে। এছাড়াও পুরুলিয়ার রাজু সেন, প্রদীপ ঘোষ ও সুস্মিতা সেনের ছবির ভাবনাও ছিল চোখে পড়ার মতো। পশ্চিম বর্ধমানের প্রণয় সূত্রধর দে–এর ল্যান্ডস্কেপও সকলের মন কাড়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার তপন দাসের ছবির ভাবনাও ছিল নতুন অর্থ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার দীপক দাসের ভাবনা এবং তার রূপদান দুইই ছিল অপূর্ব। তাঁর কোলাজের সত্যজিৎ রায় ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে। এছাড়াও অংশগ্রহণ করে পশ্চিম বর্ধমানের সুশান্ত পাল, দেবদাস নন্দী, শুভদীপ ব্যানার্জি, পার্থপ্রতীম মুখার্জি ও শান্ত কোনার। পশ্চিম মেদিনীপুরের তাপস আচার্য্য ও রাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা চোখ কাড়ে। হুগলির অনিন্দিতা গুহ, জয়িতা দত্ত, সৌরভ দাস এবং সৌম্যদীপ পাত্র অংশগ্রহণ করেন এই প্রদর্শনীতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে অংশগ্রহণ করেন বিশ্বজিৎ পাড়ুই, সুখদেব দাস, সুপ্রতীক মণ্ডল এবং রিয়া মণ্ডলের প্রত্যেকটা কাজই বর্ণময় এবং চোখে পড়ার মতো ছিল। এছাড়াও অংশগ্রহণ করেন নদীয়ার আনন্দ মণ্ডল, বর্ধমানের সুমিত চক্রবর্তী। বাঁকুড়ার অভিজিৎ নন্দীর লেখার মাধ্যমে চিত্র এক নতুন অর্থের ছোঁয়া রেখেছিল এই প্রদর্শনীতে। ভাস্কর্যতে অংশগ্রহণ করেন পশ্চিম বর্ধমানের ভীম পাল, হাওড়ার সৌরীভ দাস, দক্ষিণ দিনাজপুরের মাধাই সরকারের ভাবনার ভাস্কর্য ফুটে উঠেছিল এক ছাগ মুণ্ডু যে ভাবছে তার বলির আগের মুহূর্ত যার নাম দেওয়া হয়েছিল ডিপ্রেশন। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনা মধুশ্রী শিল্পের এক ঝাঁক পিঁপড়ে শিশু থেকে বয়স্কদের মন কেড়েছে।

মধুসূদন মঞ্চে পূর্বরঙ্গের প্রযোজনায় জীবন সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে নাটক স্পার্টাকাস

সব্যসাচী সান্যাল

হাওয়ার্ড ফাস্ট রচিত প্রায় ২০০০ বছরের বেশী সময়কার আগের রোম সাম্রাজ্যে দাসত্ব প্রথার শৃঙ্খলে আবদ্ধ নির্যাতিত, শোষিত মানুষের মর্মান্তিক জীবনের ঘটনা নিয়ে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত ঐতিহাসিক উপন্যাস স্পার্টাকাসের রচনার ওপর ভিত্তি করে ১৭ জুন ঢাকুরিয়ার মধুসুদন মঞ্চে পূর্বরঙ্গের পরিবেশনায় নতুন আঙ্গিকে নাটক স্পার্টাকাস দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। স্পার্টাকাসদের মৃত্যুর পরও কল্পনার দৃষ্টিতে লক্ষ লক্ষ কোটি হয়ে ফিরে এসে শোষিত সমাজের মানুষের জন্য সমান অধিকারে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা, দাসত্বের বিরুদ্ধে মুক্তির লড়াই,এক শ্রেণীর উচ্চবিত্ত মানুষের শুধু ভোগ বিলাস আত্মসুখের জীবন নিয়ে তীব্র কটাক্ষ,বিশ্বব্যাপী মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। বাক স্বাধীনতা, ভালবাসা,আশা আর অন্যায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের চিন্তা একত্রিত রূপ নেয় রাজনৈতিক দর্শনে যা শোষিত মানুষকে মুক্তি দিতে সাহায্য করেছে। সাড়া বিশ্বে বঞ্চিত, শোষিত উপেক্ষিত কলকারখানা, খনিতে খেটে খাওয়া মজদুর শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে দমন পীড়ন আজও চলেছে, স্পার্টাকাস আর তার সাথীদের মত বিশ্বের কোনও না কোনও প্রান্তে প্রতিবাদের কণ্ঠ উচ্চারিত হচ্ছে। হাওয়ার্ড ফাস্টের উপন্যাস এই নাটকের মূল উপাদান হলেও নাটকটির মধ্যে চিত্ত বিনোদনের বাংলা সংলাপ সংযোজন , সমকালীন পরিবেশ,পরিস্থিতির বিচারে নাটকের দৃশ্য পরিবর্তন আর রোকেয়া ও মলয় রায়ের সৃজনশীল সম্পাদনায় এই নাটকটিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। অভিনয় অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মূল রচনার ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করে দলগত সংহতি ও সাবলীল অভিনয়, তৎকালীন পোশাক ব্যবহার,আলো ও মঞ্চসজ্জা,উপস্থিত দর্শকদের একাগ্র চিত্তে দেখার আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। এই জন্য প্রেক্ষাগৃহে কোনও দর্শকের মোবাইল ফোন বেজে উঠলে উপস্থিত নাট্যঅনুরাগীদের বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে। নাটক পরিবেশনের আগে ক্যামেরার স্থান নির্বাচন যাতে দর্শকদের নাটক চলকালীন দর্শনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং নাটক শুরু করার কিছুটা বিলম্ব ঘটার জন্য দু:খ প্রকাশ প্রশংসা যোগ্য। নাটক যত উচ্চমার্গের হোক না কেন দর্শকদের ভাল লাগা, তাদের চোখে নাটকের বিশ্লেষণ এবং হলের মনোরম পরিবেশ যে কোনও নাটকের গ্রহণযোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি। সে অর্থে পূর্বরঙ্গের এই পরিবেশনা দৃষ্টিনন্দন ও নাাটকের বিষয়বস্তুকে ভাল করে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস অভিনন্দন যোগ্য। শুরু স্পার্টাকাসের মৃত্যুর পর কয়েক হাজার সঙ্গীকে রোমের রাস্তায় হত্যা করে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে দাসত্বের শৃঙ্খলে থাকা প্রতিবাদী মানুষগুলোর কণ্ঠ রোধ হয়। সমস্ত দৃশ্যগুলো এত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে যে হলে উপস্থিত দর্শকদের কল্পনায় যেন ইতিহাসের পাতায় বার বার পৌঁছে যাচ্ছিল। লড়াই এর ময়দানে স্পার্টাকাস পরাজিত হলেও এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রশিক্ষিত সেনবাহিনীর সাথে ৪ দিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা ,রোম সাম্রাজ্যের বিত্তবান উচ্চশ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই ঘৃণ্য কাজের জন্য বিবেকের তাড়না সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই জন্য স্পার্টাকাসদের মৃতদেহ সারিবদ্ধভাবে রোমের রাজপথে ঝুলিয়ে রাখলেও অভিজাত সম্প্রদায় এবং যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল যে সেনাপতি শয়নে বসনে যেন অনুভব করে হাজার হাজার কঙ্কাল থেকে নেমে আসে স্পার্টাকাসের দীক্ষায় দীক্ষিত অশরীরির প্রেতাত্মা। ভারেনিয়ার অস্তিত্ব দিয়ে স্পার্টাকাস যেন বলতে চায় 'যেখানে অধিকার রক্ষার লড়াই হবে সেখানে দেখা যাবে স্পার্টাকাসদের এবং এই লড়াই সেইদিন শেষ হবে যেদিন সব মানুষ স্বাধীন হবে,সমান হবে। যে সময়কার বর্ণনা নিয়ে নাটক তার থেকে অনেকটা সময় আমরা পেরিয়ে এসেছি হয়ত এখনকার সময়ের রোম দরবারে গ্ল্যাডিয়াটদের একের বিরুদ্ধে অপরের লড়াইয়ের হিংস্রতা উপভোগ কেউ করেনা এবং যুদ্ধ জয়ের পর বন্দি মানুষদের দিয়ে উপভোগ করার দাস প্রথা নেই। অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা ছিলেন অভিজিৎ, সঞ্জয় মুখার্জি, সুকন্যা, বিশ্বজিৎ, রোকেয়া, চান্দ্রেয়ী, শুভ গুপ্তভায়া,অন্তরা, সৌরদীপ,প্রভাত, সজীব, মানস, উপদেশ,রাত্রি, ,জ্যোর্তিময়,তৃষ্ণা, সন্দীপন ,সুনেত্রী, প্রীতম,সুনন্দা,অভিষেক, শুভদীপ, রাজীব, শশী, জিৎ। আলো মঞ্চ পরিকল্পনা মলয় রায়,মঞ্চ পরিকল্পনা সহায়ক বিশ্বনাথ দে,মঞ্চ নির্মাণ মদন হালদার,আলো প্রক্ষেপণ শশাঙ্ক মন্ডল,পোশাক,মঞ্চ উপকরণ পরিকল্পনা ও নির্মাণ রোকেয়া রায়,রূপসজ্জা অমিত বিশ্বাস,আবহ দিশারী চক্রবর্তী,আবহ প্রয়োগ তীর্থেন্দু দত্ত,শব্দ নিউ গৌরী গ্রামো। সমস্ত পরিবেশনা যেহেতু পূর্বরঙ্গ অল্প সময়ের ব্যবধানে গড়ে ওঠা দলবদ্ধ অভিনয়ের একটি উচ্চমানের দলের যৌথ প্রয়াস সেইজন্য অভিনয় নৈপুণ্য আলাদা করে প্রকাশ করা বোধ হয় সঠিক হবে না।তবু দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পরিচিত সম্মানিয়া বাচিক শিল্পীর রোকেয়া রায়ের গলার মাধুর্য্য,স্বরক্ষেপণ,অসামান্য অভিনয় দক্ষতায় ভারেনিয়া চরিত্রটির মঞ্চে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে অনুধাবন করার যে কৃতিত্ব মঞ্চেঞ্চ প্রর্দশন করেছেন তা বহুদিন দর্শকদের মনে থাকবে।

নতুন বনাম পুরাতন প্রজন্মের দ্বন্দ্ব নিয়ে 'কলের গান'

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিচালক প্রণব মুখার্জির 'কলের গান' আর পাঁচটা বাংলা ছবি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এটাই ছবির বিশেষত্ব। পুরো গল্পটা গ্রামোফোনকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ কলের গানকে ঘিরে। ''কলের গান''ই গল্পের মূল চরিত্র। গল্পের বিষয় বস্তুকে নির্বাচন করতে গিয়ে কলের গানের প্রবেশ ঘটেছে। তবে গল্পের বিষয়বস্তু দুই প্রজন্মের চিন্তা ভাবনার অমিল, নতুন প্রজন্ম পুরনো প্রজন্মের অনেক কিছু মেনে নিতে পারে না। নতুন প্রজন্ম পুরনো প্রজন্মের ব্যবহৃত অনেক কিছুকেই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে এবং তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। অথচ পুরোনো প্রজন্ম তাকেই বুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। এই নিয়ে দু প্রজন্মের দ্বন্দ্ব। পুরনোর প্রজন্মের সেন্টিমেন্টকে তারা ঠিক বুঝতে পারে না। নতুন বনাম পুরাতনের এমন একটা বিষয় নিয়ে এই ছবি।

ছবির মুখ্য চরিত্র চন্দ্রকান্ত বাবু যার বয়স এখন ৭০ বছর। একমাত্র পুত্র চন্দন, পুত্রবধূ সুমিত্রা ও এক নাতি চঞ্চলকে নিয়ে তার সংসার। এই চন্দ্রকান্তবাবু ছেলেবেলা থেকে কলের গান শুনতে অভ্যস্ত। তার পিতা স্বর্গীয় চুনীলাল মুখার্জিকে মার্টিন বার্ন কোম্পানির সাহেব ডিরেক্টর ইংলন্ড যাবার আগে ওই বিশেষ কলের গান (গ্রামোফোন)টা উপহার স্বরূপ দিয়ে যান। এখন সমস্যা হল চন্দ্রকান্তের কলের গান শোনা পুত্রবধূ সুমিত্রা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। এই নিয়ে সংসারে নানা রকম অশান্তির সূত্রপাত। এর থেকে মুক্তি পেতে প্রিয় বন্ধু জমিদার বংশের অখিলেশের বাড়িতে গিয়ে থাকতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে একদিন অ্যান্টিক জিনিসের কেনা–বেচার কারবারী মিঃ গোমস চন্দ্রকান্তের বাড়িতে এসে জানান, ওই অমূল্য কলের গানের যন্ত্রটি তিনি কিনতে চান ভালো দাম দিয়েই। লোভে পড়ে সুমিত্রা অনেক কাঠ–খড় পুড়িয়ে চন্দ্রকান্তবাবুকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। এরপর সুযোগ বুঝে কলের গান যন্ত্রটিকে মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। এরপর গল্প নাটকীয় মোড় নেয়।

পরিচালকের মতে ছবির প্রধান আকর্ষণ ছবির গল্প। এর মধ্যে একটা ভাল সামাজিক বার্তা রয়েছে যেটা দর্শককে ভাবাবে বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের দর্শককে। আর পাঁচটা সাধারণ বাংলা ছবিতে যা পাওয়া যায় না। এই ছবিতে সেটা পাওয়া যাবে। ৮–৮০ সবার ভালো লাগার মতো ছবি। গল্পের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের অভিনয়। মুখ্য চরিত্রে যারা অভিনয় করেছেন অর্থাৎ পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতি ঘোষাল, ভাস্কর ব্যানার্জি, অশোক কুমার, অনুরাধা রায়, রমেন রায় চৌধুরী, প্রত্যেকে তাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে অভিনয় করেছেন। ছবির আরো একটি বিশেষ আকর্ষণ ছবির শীর্ষ সঙ্গীত যার রচনা ও পরিচালনা আমার।

শ্যুটিং হয়েছে মালা সামন্তের বাড়ি, সাফারি পার্ক। হাতিবাগানের রায় ঠাকুরবাড়ি, আর বেলঘরিয়ার নিমতায় করঞ্জয় ভবন সহ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায়। শুটিং শেষ, চলছে সম্পাদনার কাজ। ছবিকে সমৃদ্ধ করেছে বৈশালী দাসগুপ্তের সম্পাদনা, প্রদীপ দাসের ক্যামেরা। অভয় নায়েকের শিল্প নির্দেশনা ও শুভঙ্কর ঘোষের প্রচার। সর্বোপরি পরিচালকের মুন্সিয়ানা এবং তার লেখা কাহিনী চিত্রনাট্য ট্রিটমেন্ট। সি আর প্রোডাকশনের ব্যানারে ছবিটি প্রয়োজনায় সুশীল কুমার শর্মা ও প্রীতম সিং।

তথ্যচিত্র 'যুগ পুরুষ অভেদানন্দ'

নিজস্ব সংবাদদাতা : ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্নেহ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দের জীবদর্শন ও কর্মধারা নিয়ে এক তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'যুগপুরুষ অভেদানন্দ'। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রযোজনায় এক ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর ইন্টার কালচারাল স্টাটিজ অ্যান্ড রিসার্চের উদ্যোগে তথ্যচিত্রটি নির্মিত। এটি প্রদর্শিত হল গত ৩০ মে বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার'এর বিবেকানন্দ হলে। খুব আশাবাদী থাকলেও শুরু থেকেই আশাভঙ্গ হতে শুরু করে। তথ্য চিত্র প্রদর্শনের পূর্বে একাধিক জনের বক্তৃতা, মঞ্চ জুড়ে তথ্যচিত্রের কলাকুশলীদের সম্মাননা জ্ঞাপনে অযথা বহু সময় ব্যয়িত হয়েছে।

তাছাড়া এই তথ্যচিত্রের সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নন এমন দুই ব্যক্তিও মঞ্চে উঠে সম্মানিত হলেন। অবশ্য এটা উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু যে আশা নিয়ে এ তথ্যচিত্তর দেখতে আসা, সেখানে গভীরতার ছাপ দুর্লভ। এমনিতেও অভেদানন্দ বিরাট ব্যাপ্ত জীবনকে তথ্যচিত্রের সামান্য সময় সীমার মধ্যে ধরা দুরূহ। তবু যা প্রদর্শিত হয়েছে তা বেশ খাপছাড়া এবং প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। তথ্য সংকলনের ব্যাপারে আরও যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন ছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিন রাত্রি' ছবি প্রদর্শনের আগে শিশির বটব্যাল, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অভিনীত অভেদানন্দ তথ্য চিত্রটি দেখানো হয়েছিল। উদ্যোক্তারা সেটি একবার দেখে নিলে পারতেন। অথবা অভেদানন্দের শতবর্ষের বছরে দেবনারায়ণ গুপ্তের স্ক্রিপ্টে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় যে 'অভেদানন্দ'নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল বিশ্বরূপা থিয়েটারে; সেখানে অভিনয় করেছিলেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সবিতাব্রত দত্ত, অপর্ণা দেবী প্রমুখ শিল্পী; সেই স্ক্রিপ্টটিও অনুসরণ যোগ্য।

এ গুলি আর পাওয়া যাবে না এমন মন্তব্য অবশ্য ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রে খাটে না। শুধু ধারাভাষ্য দিয়ে কাজ চলে না। বিভিন্ন গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে অভেদানন্দের প্রচুর ছবি পাওয়া যায়। এখানে গুটি কয়েক ছবিই দেখানো হল। মা সারদামণির ছবি গুলি প্রদর্শনের সময় পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। ২০১৭ সাল জুড়ে সার্ধশতবর্ষের যে অনুষ্ঠান গুলি হয়েছিল, তার কিছু অংশ বিশেষ দেখানোর প্রয়োজন ছিল। সর্বোপরি ইসিসারের সভাপতির অস্মিতাসূচক বাক্য এই তথ্যচিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

নারী পাচার চক্রের বিশ্বস্ত ছবি 'জাল'

ড. শঙ্কর ঘোষ : সমাজের এক অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্রে বহু মেয়ের ভাগ্যে ঘটছে অবর্ণনীয় দুরবস্থা। তার ঝাপটা কেমন, তা তুলে ধরা হয়েছে 'জাল' ছবিতে। ছবির পরিচালক শ্যামল বসু ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ছবি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। 'জাল' তার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি। এ ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা এবং গীতিকারও তিনি। কিভাবে মেয়েরা বয়ঃসন্ধিক্ষণের সময় ভুল পথে পা বাড়ায় এবং তার ফল কি ভয়ানক হয়, তা বাস্তব সম্মত ভাবে তুলে ধরেছেন পরিচালক।

এ ব্যাপারে পরিচালককে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছে শিল্পীদের দলগত অভিনয়। কাদের ভাইয়ের চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দারুণ করেছেন। বহুদিন বাদে তাঁকে নেগেটিভ চরিত্রের অভিনয়ে পাওয়া গেল। মজিদের চরিত্রে সুপ্রিয় দত্তর উচ্চারণের দাপট লক্ষ্য করার মতো। দুই কন্যা সন্তানের অসহায় বাবা মায়ের চরিত্রে শ্যামল বসু ও দোলন রায়ের অভিনয় মনে দাগ কেটে যায়। ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা রঞ্জন ভট্টাচার্যের এখানে তেমন কিছু করার সুযোগ ছিল না। চমকে দিয়েছেন পুলিশের বড় কর্তা মিস বোসের চরিত্রে জিনিয়া। তার সাবলীল অভিনয় রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করেছে। রাজীব বসুর সম্পাদনার কাজ ছবির গতি বজায় রেখেছে। সৌরভ সোনালী চৌধুরীর সুরারোপিত গানগুলি শুনতে মন্দ লাগে না। দু'একটি ত্রুটি নজরে পড়ে। মজিদ ভাইয়ের দৃশ্যগুলিতে দুটি সর্বদা দেখা গেল, কমও নয়, বেশিও নয়। মিস বোসের সহকারী ঘোষ বাবুর চরিত্রটি বড় নড়বড়ে। প্রলোভনের জালের বিষয়টির আরেকটু বিস্তার দরকার ছিল। নতুবা এ ছবিতে যে সমস্যার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে তা তারিফযোগ্য।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

অঘটনের টুর্নামেন্ট হয়ে উঠছে রাশিয়া বিশ্বকাপ

অরিঞ্জয় মিত্র

প্রায় সপ্তাহ খানেকের ওপর গড়িয়ে গেল রাশিয়া বিশ্বকাপ। এখনই বিরাট কিছু বলার মতো অবস্থা তৈরি না হলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে এবারের বিশ্বকাপ চরম অনিশ্চয়তার কাপ হয়ে উঠেছে। একের পর এক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের ধরাশায়ী হওয়া দিয়ে যে নাটকের শুরু। প্রথমে আর্জেন্টিনা। দুবারের বিশ্বজয়ী নীল-সাদা জার্সিধারীরা যেভাবে বিশ্বকাপে প্রথম কোয়ালিফাই করা আইসল্যান্ডের কাছে আটকে গেল তা দৃষ্টান্তস্বরূপ বইকি। এই মুহূর্তে দুনিয়ার অন্যতম সেরা তারকা (মতান্তরে সেরা তারকা বললে কম বলা হয় না) লিওনেল মেসি যেভাবে পেনাল্টি মিস করলেন তাতে ফুটবলবিশ্ব জুড়ে হা-হতাশ শুরু হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাও এটা কিন্তু মনে রাখতে অনেক পেনাল্টি মিস মোটেই নতুন কিছু নয়। এর আগে জিকো, প্লাতিনির মতো তারকারাও এইকাজ করেছেন। এতে আর যাই হোক দুনিয়া ভেঙে পড়ে নি। বরং এটা দেখা জরুরি পরের ম্যাচগুলিতে আর্জেন্টিনা তথা মেসি কতটা সচল থাকছে। পাশাপাশি কিছু বিশেষজ্ঞ তথা মেসিভক্ত যেভাবে লিওনেলকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন তাও মনে হয় ঠিক নয়। তাঁরা যুক্তি সাজাচ্ছেন, মেসিকে নড়তে দেয়নি আইসল্যান্ড। সবসময় তাঁর পিছনে মার্কিং করতে দেখা গিয়েছে অন্তত দুজন ফুটবলারকে। এঁদের কি জানা নেই বড় প্লেয়ার হল সেই যে এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে দলকে জেতাবে। বিশ্ব সেরা খেলোয়াড়দের ওপর তো বিপক্ষ যারপরনাই নজরদারি করবেই। তাকে সামলে গোল করা বা করানোটাই তো আসল কাজ। এটা কজন পারে। মারাদোনা ১৯৮৬ তে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ৫ জনকে কাটিয়ে গোল করেছিলেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। তারপর ফাইনালে জার্মানির বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার ৩-২ গোলে জিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া আজ ইতিহাস। রুমিনিগে দুটি গোল শোধ দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বুরুচাগা, ভালদানোর মতো মাঝারি মানের প্লেয়ারদের মধ্যে যে চ্যাম্পিয়ন্স মনোভাব সঞ্চারিত করেছিলেন মারাদোনা তা বড় প্লেয়ারেরই নমুনা। রাশিয়া বিশ্বকাপে বাজিমাত করতে তাই মেসিকে অদম্য হয়ে উঠতেই হবে। অন্তত ফুটবলের স্বার্থে, নিজের তাগিদে। প্রমাণ করতে হবে ক্লাবের জার্সি গায়েই তিনি সফল নন, দেশের জার্সি চাপিয়েও কামাল করতে পারেন তিনি। আর মেসি একবার জেগে উঠলে এই আগুয়েরো, হিগুয়েতা, দি মারিয়ারাই হয়ে উঠবেন একেক জন সুপারস্টার।

এতো গেল মেসি তথা আর্জেন্টিনা বৃত্তান্ত। জার্মানি ও ব্রাজিলের মতো বিশ্ব ফুটবলের আরও দুই আইকনের এভাবে খারাপ শুরু করাটাও অগণিত সমর্থক ও ফুটবল ভক্তরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও ৪ বারের বিশ্বজয়ী জার্মানি যেভাবে মেক্সিকোর কাছে ০-১ হার মানল তা এবারের সবথেকে বড় অঘটন হিসেবে গণ্য হচ্ছে। পুরো জার্মান দলটাকেই কেমন যেন ম্লান লাগছিল গোটা ম্যাচ জুড়ে। ওজিলরা একটু আধটু নড়াচড়া করলেও জার্মানির যে ওজন তা কেমন যেন হারিয়ে গিয়েছিল আগাগোড়া। বিশেষ করে এক গোল হজম করার পর খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো অতীতে জার্মানি যেভাবে বিপক্ষকে ফালাফালা করে দিয়েছিল তাও অনুপস্থিত থাকল এই ম্যাচে। তবে জার্মানির হারের পাশাপাশি কৃতিত্ব দিতে হবে মেক্সিকোকেও অনবদ্য ফুটবল উপহার দেওয়ার জন্য। বস্তুত, মেক্সিকো কিন্তু ফুটবল বিশ্বকাপে পরিচিত নাম। বহুবার তারা কোয়ালিফাই করেছে বিশ্বকাপে। হুগো স্যানসেজরা একসময় বিশ্ব ফুটবলে সমাদৃত ছিলেন। তাঁর উত্তরসূরীরাও যে কোনও অংশে কম নয় তা বুঝিয়ে দিল সবুজ জার্সিধারীরা। এবারের রাশিয়া বিশ্বকাপের আগামী ম্যাচগুলিতে মেক্সিকোর দিকে তাই চোখ রাখতেই হবে। একবার যদি ধারাবহিকতার অভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তারা তবে এবারের চমক সৃষ্টিকারী বিশ্বকাপে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে মেক্সিকো।

ফুটবল দুনিয়া খুঁজে দেখলে এখনও যে টিমটার সবথেকে বেশি সমর্থক মিলবে তারা হল ব্রাজিল। সেই ব্রাজিলের শুরুটাও মোটেই আহামরি হল না। বিশেষ করে নেইমার যে এখনও খুব একটা ফিট নন সেটা সাফ বোঝা গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল নেইমার কত তাড়াতাড়ি ফুটবল টেম্পোর সঙ্গে নিজেকে মানানসই করে তোলেন। একটা কথা শোনা যায় প্রায়শই। সেটা হল বড় খেলোয়াড়রা টুর্নামেন্ট যত এগোয় তত নিজেদের মেলে ধরতে থাকে। নেইমার, মেসিরা যদি এভাবে নিজেদের টপ ফর্ম ফিরে পান তবে রুশ বিশ্বকাপ যে বিশাল জমে উঠবে তা বলাইবাহুল্য। এর মধ্যেও যে ফেভারিট টিম তথা তারকারা নিজেদের মান পুরোপুরি তুলে ধরেছেন তার মধ্যে পর্তুগাল ও তার অধিনায়ক রোনাল্ডো সম্পর্কে আলাদা করে বলতেই হবে। এখনও পর্যন্ত সেরাদের মধ্যে সবথেকে সফল হিসেবে নিজেকে তুলে ধরে বিশ্বকাপ তথা নিজের প্রথম হ্যাটট্রিক সেরে ফেলেছেন সি আর সেভেন। পর্তুগালকে প্রথমবারের জন্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করতে পারলে রোনাল্ডোর মিশন যে সম্পূর্ণ হবে তা বলাইবাহুল্য।

স্পেনের মতো দলের সঙ্গে পর্তুগালের ৩-৩ ড্র জমিয়ে দিয়েছে বিশ্বকাপ। এছাড়াও অন্যতম ফেভারিট দলগুলির মধ্যে বড় জয় দিয়ে শুরু করেছে অনেক বিশেষজ্ঞের নজরে থাকা বেলজিয়াম। জিতেছে ইংল্যান্ডও। প্রযুক্তি কাজে লাগিয়েও যেভাবে রেফারিরা ব্যর্থ হচ্ছেন তা মোটেই বিশ্বকাপের আসরে মানানসই নয়। ব্রাজিল ম্যাচে রেফারিং তো কুৎসিত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ফিফার অবিলম্বে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ক্রোয়েশিয়ার কাছে ০-৩ হেরে এই বিশ্বকাপে সবথেকে ট্রাজিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে দিয়েগো মারাদোনার দেশ আর্জেন্টিনা।

মেসির জমজমাট জন্মদিন ইচ্ছাপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর্জেন্টিনার মহাতারকা লিওনেল মেসির ভক্ত ইচ্ছাপুরের শিবে। তবে সবার থেকে শিবে একেবারেই আলাদা। তাঁর পুরো নাম শিবশঙ্কর পাত্র। সে আর্জেন্টিনার অন্ধ সমর্থক। কেরিয়ারের তিন নম্বর বিশ্বকাপ খেলা লিওনেল মেসির সবচেয়ে বড় ফ্যান বলেই নিজেকে দাবি করেন। মেসির জন্মদিন পালন করেন সাড়ম্বরে। তবে এবার অবশ্য মেসির জন্মদিন পালন করলেও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের ফল বিতরণ ও রক্তদান শিবির বাতিল করেছেন। ইচ্ছাপুর নবাবগঞ্জ স্ট্র্যান্ড রোডের উপর একটি চায়ের দোকান চালান শিবশঙ্কর বাবু। স্ত্রী স্বপ্না সরকার পাত্র। তাদের মেয়ে স্নেহা বারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বিএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী এবং ছেলে ছোট শুভম স্থানীয় কালীতলা স্কুলে ফাইভে পড়ছে। ১৯৮৬ সালে আর্জেন্টিনা দলের রাজপুত্র দিয়েগো মারাদোনার ভক্ত হন। এরপর ২০০৯ সালে কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসি আসার পর তিনি একেবারেই আর্জেন্টিনা অধিনায়কের অন্ধ সমর্থক হয়ে গিয়েছেন। সেই সময় শিবেনবাবু যুব ভারতীতে ৭০০ টাকার টিকিট কেটে বিশ্বের এক নম্বর ফুটবলারের খেলা দেখতে যান। শিবের সঙ্গে পরিবারের চার সদস্যরাও মেসির সমর্থক হয়ে গিয়েছেন। এমন কি, যে বছর মেসি কলকাতায় পা রাখেন সেই সময় নিজের বাড়ির রং আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের রঙে আকাশী-সাদা করেন। ২০১৪ সালে বিশ্বকাপের সময়ও বাড়ির রং আকাশী-সাদা করেছিলেন শিবে। প্রসঙ্গত, এবারে ২০১৮ রাশিয়ার ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধেও বাড়ির রং আর্জেন্টিনার জার্সির রঙে রাঙিয়েছেন। এছাড়া ইছাপুর নবাবগঞ্জ স্ট্র্যান্ড রোড এলাকায় আর্জেন্টিনা দলের পতাকা ও মেসির ছবিতে ভরে গিয়েছে। প্রতিবছর মেসির ছবির সামনে ভাত, মুগের ডাল, দশ রকমের ভাজা সহ বিভিন্ন ব্যঞ্জন সাজিয়ে দেন। সেদিন দলে দলে মেসি ভক্তরা আসেন। তাঁদের বিনা পয়সায় চা খাওয়ান। তবে এবারে বিশ্বকাপের খেলাগুলি থাকছে বলে কিছু অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন। আগামী ২৪ জুন লিওনেল মেসির জন্মদিন রয়েছে।

শিবশঙ্কর বাবু জানালেন, ওইদিন সকালে ভারতের জাতীয় পতাকা ও আর্জেন্টিনা দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এরপর ১০০টি আর্জেন্টিনা দলের জার্সি ছোট ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাতে অবশ্যই মেসির ১০ নম্বর লেখা থাকবে। এরই পাশাপাশি অতিথিদের সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। এদিকে ওইদিন মেসি ৩১ বছরে পড়বেন। তাই সেদিন ৩১ পাউন্ডের বিরাট কেক কাটা হবে। শিবে একসময় ফরওয়ার্ডে ভালো ফুটবল খেলতেন।

সুন্দরবনের চুনাখালিতে আর্জেন্টাইন শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাই বা থাকলো ভারত,তাই বলে বাঙালির সেরা ফুটবলের উন্মাদনা থাকবে না তা কখনও হয়? এটা অসম্ভব। ২১ তম রাশিয়া বিশ্বকাপ ফুটবলকে মাথায় রেখে চুনাখালি অঞ্চলে ফুটবলপ্রেমী শত শত বাঙালি সমর্থক আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাব গঠন করে মেসির টিমকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হোল এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে । গত ১৬ই জুন শনিবার আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচের সমর্থনে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয় চুনাখালি বাজার থেকে ৫ কিলোমিটার পর্যন্ত। এই অভিনব শোভাযাত্রা দেখার জন্য রাস্তার দুধারে অগনিত মানুষের ঢল নেমেছিলো। গাছের ডালে, বারান্দায় ,বাড়ির ছাদে উপচে পড়া গ্রামের মানুষের ভীড় ছিলো । আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাবের সব বয়সের সমর্থকরা জার্সি পরে, হাতে পতাকা, ফ্লেক্স, মাথায় টুপি, নীল আবির নিয়ে উল্লাসে মেতে ছিলো এই শোভাযাত্রায়। উদ্যোক্তাদের আয়োজনের কোনও ত্রুটি ছিলো না । শুরু হয় শোভাযাত্রা ব্যান্ড বাজিয়ে, চলতে থাকে ম্যাটাডোর গাড়ি, টোটো ও বাইক । ফ্যান ক্লাবের সমর্থকদের ভীড় চোখে পড়ার মতো ছিলো এই প্রত্যন্ত গ্রামে । আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাবের কর্ণধার ও সম্পাদক বাপ্পাদিত্য হাউলি (অচিন্ত্য) বাবু বলেন, বর্তমান যুব সমাজকে ফুটবলমুখী করতে আমাদের এই অভিনব উদ্যোগ। আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাবের কোষাধক্ষ্য লালমোহন মন্ডল বলেন, আমাদের এই উদ্যোগ দক্ষিণ ২৪ পরগনার চারিদিকে যে সাড়া ফেলেছে তাতে আগামী দিনে এই প্রত্যন্ত সুন্দরবন থেকে উঠে আনবে অনেক উদীয়মান ফুটবল প্রতিভা। এই ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান নরেশচন্দ্র নস্কর। তিনি প্রশংসা করে বলেন, অচিন্ত্য ও লালমোহনরা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাতে বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচ দেখার আগ্রহ বেড়ে গেলো। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন -মধুসুদন কয়াল , মানস দাস, তাপস মন্ডল ,সেলিম হোসেন মোল্লা, শরফাৎ পাইক,মিন্টু মোল্লা, রহিম শেখ । এছাড়া বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ নিমাই মালী,শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক পবন সরদার,বিবেকানন্দ ফুটবল আকাডেমির কর্ণধার দেবাশীষ বৈরাগী, রতন সরদার ও কালীপদ সরদার প্রমুখ। আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাবের সভাপতি গৌরপদ সরদার বলেন, আর্জেন্টিনা ফাইনালে উঠলে আজকের র‍্যালি থেকে বড় র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে।

নিখিলবঙ্গে যোগ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : যোগ দিবস উপলক্ষে ১৫ থেকে ২১ জুন ৭ দিন ব্যাপী (Yoga for Harmony & Peace) যোগ অভ্যাস, ফ্রি হ্যান্ড, প্রাণায়াম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হল। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির (সামালি) ছাত্ররা কদিন ধরে যোগ চর্চা সফলভাবে অনুশীলন করে। অংশগ্রহণে জন্মেজয় মৃদ্দা, বাগন মিশ্র, সহরি মণ্ডল, উত্থান মন্ডল, রাধ্যেশ্যাম হাউলি, ভাস্কর হালদার, রামু নন্দী, জগন্নাথ মণ্ডল, তন্ময় মণ্ডল, সুদীপ্ত পাল, সুমন রাজ, নানু বারুই, বলরাম হাউলি, শুভঙ্কর মণ্ডল, পলাশ মণ্ডল, স্বরূপ মণ্ডল, বংশী হালদার, সুমন্ত দাস, অচিন্ত্য মণ্ডল, সমরেশ সাহা। প্রধান নির্দেশক ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক এবং নির্দেশক মধুরিমা প্রামাণিক।

আরও কয়েক জায়গায় ৭দিন ব্যাপী যোগ অভ্যাস, খালি হাতে ব্যায়াম, প্রাণায়াম, প্রার্থনা ইত্যাদি করানো হয় তাদের মধ্যে। বেহালা বারিক পাড়া বন্ধু দল ক্লাব আয়োজন করে প্রায় ৩০ জন ছাত্রছাত্রী যোগ ফর হারমনি এবং পিস অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন এখানে নির্দেশক হিসাবে ছিলেন মধুরিমা প্রামাণিক, জয়ন্ত দাস, সৌরভ পোড়ে প্রধান নির্দেশক ছিলেন ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক, স্টেট কো-অর্ডিনেটর ডাঃ তপন ভট্টাচার্য্য, ২৪ পরগনা দক্ষিণে ছিলেন জ্যোর্তিময় চক্রবর্তী, শুভেন্দু দাসরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তদারকিও করেন।

ঈদের খেলায় খুদেরা, জনপ্লাবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ জুন ঈদ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জনপ্লাবন দেখা গেল বীরভূমের রাজগ্রাম প্রামপঞ্চায়েতের সন্তোষপুর গ্রামে। সন্তোষপুর অগ্নিবীনা ক্লাবের পরিচালনায় প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে দুপুর বারোটা থেকে বিকাল পাচঁটা পর্যন্ত নানা খেলা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হলো। ছেলে মেয়েদের মোমবাতি জ্বালানো,মিউজিক্যাল বল,পুকুরে হাসঁধরা,মিউজিক্যাল চেয়ার,বেলুন ফাটানো,হাড়িভাঙা প্রভৃতি ইভেন্ট ছিলো খেলার মধ্যে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক কুদ্দুস আলি। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সমাজসেবী মহ: গাউস আলি মুখ্য সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ করেন। উপস্থিত ছিলেন আবু তাহের আব্দুল মকিদ,রাজগ্রাম প্রামপঞ্চায়েতের প্রধান মৌলুদা বেগম প্রমুখ। ছাতি ফাটা রৌদ্র, গরমের চোখ রাঙানী উপেক্ষা করে মাঠে নারী পুরুষের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

অন্যদিকে সিউড়ি ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হল ১০৭তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। খুদেদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। বিস্কুট দৌড়, দৌড় প্রতিযোগিতা,সাইকেল দৌড়, স্লো মোটরসাইকেল দৌড় প্রভৃতি ইভেন্ট ছিলো খেলার মধ্যে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাক্তার অশোক চ্যাটার্জী,সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক কৌশিক সিনহা,সিউড়ি পুরসভার পুরপ্রধান উজ্জ্বল চ্যাটার্জী,উপপুরপ্রধান বিদ্যাসাগর সাউ,৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কাজী ফরজুদ্দিন,সভাধিপতি পিএ দীপক রায়,বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়,দ্বৈপায়ন পাঠক সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।

বিশ্বকাপ সন্দেশ হাজির

মলয় সুর : রাশিয়ায় বিশ্বকাপ যুদ্ধ শুরু হতেই এই বাংলায় কেউ আর্জেন্টিনার জন্য ভগবানকে ডাকছেন। আবার কেউ ব্রাজিলের জন্য প্রার্থনা করছেন। বাড়িতে বা পাড়ায় উড়ছে বিভিন্ন দেশের পতাকা। এমন বিশ্বকাপ তিথির মাঝেই হাজির জামাই ষষ্ঠীও। এই আম-বাঙালির পার্বনের মাঝেই বিশ্বকাপ ঋতুতে জামাই ষষ্ঠীতে পাতে পড়েছে বিশ্বকাপের রেপ্লিকা। আস্ত ফুটবল। সবটাই সন্দেশের তৈরি। এমন কি বিভিন্ন দেশের পতাকার আদলে তৈরি সন্দেশও হাজির। পুরোটাই জমে উঠেছে শ্রীরামপুরের বটতলা এলাকার 'পুষ্পাঞ্জলি মিষ্টান্ন কানা' দোকানে এই চমকপ্রদ সন্দেশের তৈরি বিশ্বকাপের রেপ্লিকা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বকাপের আদল দেখে অনেকেই তা কিনছেন। দোকানের মালিক প্রশান্ত কর্মকার একজন আর্টিস্ট। বাঙালির এই ফুটবল প্রীতিতে মাথায় রেসেই প্রশান্ত মিষ্টির উপর ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল খদ্দেরদের জন্য সাজিয়েছেন। তবে বিভিন্ন স্বাদও পছন্দের মিষ্টিগুলোর মধ্যে থাকছে ফুটবলের ছোঁয়া।

নেহরু যুব কেন্দ্রে যোগ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : চতুর্থ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করল কেন্দ্রীয় সরকারের যুব ও ক্রীড়াবিষয়ক মন্ত্রকের নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা। প্রথমার্ধের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় মুণ্ডাপাড়ার শ্রীরামচন্দ্র মিশনে। যোগাসনে অংশগ্রহণ করেন দুশো জনেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয়ার্ধের অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় ভারত সেবাশ্রম সংঘের শ্রীনাথ প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানে দশজন যোগ বিশারদকে যোগগুরু সম্মান প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বাত্মানন্দ মহরাজ, নেহরু যুব কেন্দ্রের রাজ্য অধিকর্তা নবীন কুমার নায়েক, জেলা আধিকারিক রঘুমণি চট্টোপাধ্যায়, কালীঘাট মিলন সংঘের সভাপতি কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, 'যোগাসন স্নায়ু ও মনকে শান্ত রাখে। অভ্যাস করতে করতেই মানুষ যোগাসনের মাধ্যমে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে।' অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল খুদে শিল্পীদের শিবতাণ্ডব ও যোগ-নৃত্য প্রদর্শন।

যোগদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা দেশের সঙ্গে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলায় পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগদিবস। রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের খেলার মাঠে এই যোগদিবস শিবিরের আয়োজন করেছিল রামপুরহাট আন্তর্জার্তিক যোগদিবস সমিতি। এলাকার প্রায় তিন শতাধিক উৎসাহী মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। এদিনের শিবিরে মহিলা ও শিশুদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শিবিরে যোগ প্রশিক্ষণ দেন এলাকার বেশ কয়েকজন যোগ গুরুগণ। ভোর সাড়ে পাচঁটা থেকে সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত প্রায় দুর্ঘন্টা ধরে এই যোগ শিবির চলে। এই শিবির ঘিরে এলাকার মানুষজনের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। বিশ্বভারতীতেও পালিত হলো আন্তজার্তিক যোগদিবস। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি সেন।

কেন্দ্রের সংস্কৃতি, পরিবেশ,বন্য প্রতিমন্ত্রী মহেশ শর্মা কলকাতার শহিদ মিনারে যোগদিবসের দিন বলেন, যোগার মাধ্যমে শরীর গঠন করার একমাত্র সুষ্ঠ পদ্ধতি। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাভ্যাস করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সহ বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয় বর্গীয় ও অন্যান্যরা। ছবি : পিআইবি

নদিয়ায় যোগ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : চতুর্থ আন্তর্জাতিক যোগদিবস উপলক্ষ্যে দেশের সর্বত্র যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এবারের থিম 'যোগা ফর পিস'। এদিন নদিয়ার কল্যাণী অরবিন্দ ভবনে স্টুডিও দি যোগ সেন্টার যোগ প্রদর্শন করেন। যোগা প্রশিক্ষক সীমা নন্দি ঘোষ, মিঃ এশিয়া চাম্পিয়ন প্রসেনজিৎ ঘোষ ও জাতীয় যোগা প্রতিবন্ধী পরিমল বিশ্বাসকে এই মঞ্চে সংবর্ধিত করা হয়। তিনি বেশ কিছু যোগ প্রদর্শন করেন এই অনুষ্ঠানে যা সকলকে মুগ্ধ করেছে।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com